উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ঘাটাল নিয়ে দেবের মুখে ফের ৫ বছর » ৫

মার্কিন মহিলাদের একলা চলতে মানা
ভারতে বসবাসকারী মার্কিন মহিলাদের একলা চলতে নিষেধ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ধর্ষণ এর অন্যতম কারণ। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩১°	৩১°	৩১°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৬°	২৬°	২৬°

পাঁচ উইকেট নিয়ে নজর কাড়লেন বুমরাহ » ১২

শিলিগুড়ি ৮ আষাঢ় ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 23 June 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 36

ভরদুপুরে গয়নার দোকানে লুট

হিলকার্ট রোডে যেভাবে ভয়ংকর ডাকাতি হল। ১) ক্রেতা সেজে প্রবেশ। ২) দোকানের কর্মীদের দিকে আগ্নেয়াস্ত্র তাক। ৩) দোকানকর্মীদের বেঁধে রাখা হল। ৪) চলল লুটপাট। ৫) পালানোর সময় দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার। স্কেচ : অভি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : রীতিমতো ফিল্মি কায়দায় সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা ভরদুপুরে গয়নার দোকানে ঢুকে অপারেশন চালাল। রবিবার শিলিগুড়ি শহরে হিলকার্ট রোডের ঘটনা। মাত্র ৩০ মিনিটে দোকানের সমস্ত গয়না লুট করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুই মহিলা সহ ওই দলে আটজন ছিল। অন্যদিকে পুলিশের দাবি, দলে একজনই মহিলা ছিল। মহিলা ছাড়া বাকিদের প্রত্যেকের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। লুটপাট চালাতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য দোকানের সমস্ত কর্মীর হাত বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। দোকানের একমাত্র নিরাপত্তারক্ষীকে বেধড়ক মারধর করা হয়।

রক্ষিত দেবনাথ নামে ওই নিরাপত্তারক্ষীর কথায়, 'সাধারণ ক্রেতাদের মতনই ওরা একে একে দোকানে ঢুকেছিল। এরপর দুজন বেরিয়ে যায়। আমি বাইরের গেট লক করেই বসেছিলাম। এরপর ওই দুজন ফিরে এসে ঢুকতে চাইলে গেট খুলি। তখনই ওরা আমাকে মারধর করতে করতে দোকানের ভেতরে ঢুকিয়ে আমার হাত বেঁধে দেয়। ওদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রও ছিল। প্রত্যেকের মুখই খোলা ছিল।'

কানের মেশিনের ব্যাটারী
মাত্র 130/- টাকায় (6 pcs)
কানের মেশিন ক্রয়ের ওপর আকর্ষণীয় ছাড়।
SHROBONEE শ্রবণী®
Your Hearing-Aid Specialist
DWARIKA RUKMANI PLAZA, Baghajatin Road
Near Siliguri Municipal Corporation
☏: 9674366662 | www.shrobonee.com

দোকানকর্মীদের দাবি, এদিন ১০ কোটি টাকারও বেশি গয়না লুট করা হয়েছে। তদন্তকারীরা সেই দাবি খতিয়ে দেখছেন।

অপারেশন চালিয়ে দুষ্কৃতীদের চারজন যখন সংশ্লিষ্ট ভবনটি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের এক এসআই-এর সন্দেহ হয়। ওই পুলিশ আধিকারিক তখন বাইকে পেট্রলিং করছিলেন। চারজনের মধ্যে দুজন যখন একটি বাইকে উঠতে যায় তখন সেই ট্রাফিক আধিকারিক তাদের একজনকে পাকড়াও করেন। ওই দুষ্কৃতী সেই সময় কোমর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বের করার চেষ্টা করলেও সুবিধা করতে পারেনি। খবর পেয়ে পুলিশের মোবাইল ভ্যান ততক্ষণে এলাকায় হাজির হয়ে গিয়েছিল। আরেক দুষ্কৃতী ততক্ষণে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। বিবেকানন্দ রোডে তাকে পাকড়াও করা হয়। এএসআই রবিন লামা তাকে পাকড়াও করেন। সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস ও সেকেন্ড অফিসার দীপ্তজিৎ ধর। বাজেয়াপ্ত করা বাইকটি পূর্ব মেদিনীপুরের নম্বরযুক্ত। সেখান থেকে সেটি ভাড়া করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। অন্য দুষ্কৃতীরা পলাতক। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, তারা হিন্দিতে কথা বলছিল। দলটি বিহার থেকে এখানে এসে অপারেশন চালায় বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। এদিনের ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচণ্ড আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

গোটা শহরে নাকা চেকিং শুরু হয়েছে। ধৃত ওই দুজনের নাম মহম্মদ সামশাদ ও মহম্মদ সাফিক খান। তাদের মধ্যে একজন বিহার ও একজন রাজস্থানের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বললেন, 'এদিন গয়নার দোকানটিতে এক মহিলা সহ সাতজনের একটি দল অভিযান চালায়। দলটির দুজন ধরা পড়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। দ্রুতই ঘটনার কিনারা করা সম্ভব হবে।' এদিনের ঘটনার পর শহরের প্রতিটি বড় গয়নার দোকানের সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। তবে এই তৎপরতা কেন আগে ছিল না সেই প্রশ্ন জোরালো হয়েছে। এদিন ঠিক কী ঘটেছে তা তাঁরা নিজেদের মতো করে তদন্ত করে দেখছেন বলে হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সনৎ ভৌমিক জানিয়েছেন। বিধায়ক শংকর ঘোষ ও শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ঘটনাস্থলে যান।

এরপর দশের পাতায়

২টা ৩০ মিনিট
দুই ব্যক্তি সহ মহিলা সোনার দোকানে এল।

২টা ৩৪ মিনিট
সোনার চেন দেখার ফাঁকেই দুজন আগ্নেয়াস্ত্র বের করল।

২টা ৩৫ মিনিট
গ্যাংয়ের বাকি সদস্যরাও ভেতরে ঢুকে আগ্নেয়াস্ত্র বের করল।

২টা ৪০ মিনিট
দোকানের সমস্ত কর্মীর হাত বেঁধে দুই দুষ্কৃতী বেরিয়ে গেল।

২টা ৪৫ মিনিট
মারধর করতে করতে একমাত্র নিরাপত্তারক্ষীকে ভিতরে ঢোকানো হল।

২টা ৫০ মিনিট
অপারেশন শেষে মহিলা দুষ্কৃতী ব্যাগ নিয়ে বেরোল।

৩টা
দুষ্কৃতী দলের চারজন ভবন থেকে বের হল।

৩টা ৫ মিনিট
ট্রাফিকের এসআই-এর কাছে এক দুষ্কৃতী পাকড়াও।

৩টা ২০ মিনিট
বিবেকানন্দ রোড থেকে আরেক দুষ্কৃতী পাকড়াও।

ভয়ংকর অভিজ্ঞতা তাড়া করবে জীবনভর

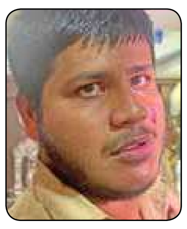

রক্ষিত দেবনাথ
(গয়নার দোকানের নিরাপত্তারক্ষী)

কোনওদিন যে এমন একটা ঘটনার সাক্ষী হতে হবে তা ভাবতেও পারিনি।

মাত্র চার মাস হল নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে এই গয়নার দোকানটিতে কাজ শুরু করেছি। নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে এটাই আমার প্রথম কাজ। প্রতি রবিবারই আমাদের দোকানের দুটো গেটই তালাবন্ধ থাকে। এদিনও তালাবন্ধই ছিল। ক্রেতা এলে আমি বাইরের গেটটায় বসে থেকে তালা খুলে দিই। দোকান বন্ধের সময় কোনও ক্রেতা চলে এলে ভিতরে ঢোকা যাবে না বলে জানিয়ে দিই। এদিন সকাল থেকে সেইমতোই কাজ করছিলাম। ওরা এল। ক্রেতার মতো হাবভাব। ওদের মনে কী আছে সে বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও কিছু টের পাইনি।

ডাকাতি নিয়ে আরও খবর
ডাকু ধরে হিরো দিলীপ-রবিন (পৃষ্ঠা ৯)
নিরাপত্তা নিয়ে ফের তর্জা শুরু (পৃষ্ঠা ৯)
বারবার টার্গেট শিলিগুড়ি (পৃষ্ঠা ৯)
দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চলে পুলিশ জাগবে কবে? (পৃষ্ঠা ১০)

কিছুক্ষণ পর দেখলাম, দুজন বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে ওরা দুজন আবার ফিরে এল। তালা খুলতেই ওরা আমাকে মারধর শুরু করল। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ওরা আমাকে মারধর করছিল। মারতে মারতে ভেতরে ঢোকানোর পর দেখলাম, সবাই হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে রয়েছে। সবার হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। মারধরের পর ওরা আমাকেও একইভাবে মাটিতে বসতে বাধ্য করল। এদিন ওরা দোকানের সবাইকে মারধর করেছে। মহিলা কর্মীরাও ছাড় পাননি। তবে আমাকেই মনে হয় সবচেয়ে বেশি মারধর করা হয়। মহিলা ছাড়া ওরা সবাই হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ছিল। আমার ধারণা, এদিন আমরা বাধা দিতে গেলেই ওরা নির্দ্বিধায় গুলি চালিয়ে দিত। তাই চোখের সামনে ওরা ব্যাগে সবকিছু ভরে নিচ্ছে দেখেও চুপ করে আমরা সবাই বসে ছিলাম। ওরা হিন্দিতে কথা বলছিল।

আগ্নেয়াস্ত্র দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। অসহায় হয়ে পড়ি। সহকর্মীদের কয়েকজনকে বাঁধনমুক্ত করার পর কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। পরে দেখলাম, আমাদের পরিচিত একজন দোকানের তালা ভাঙতে এসেছেন। চাবি খুঁজে পাওয়ার পর গেট খোলা হল। আমরা বাইরে বের হলাম। এদিনের ঘটনার রেশ হয়তো গোটা জীবনই আমাকে তো বটেই, সহকর্মীদের সবাইকে তাড়া করে বেড়াবে।

সময়ের কথা

'উত্তরবঙ্গ' বোধ ও বাস্তবতা

অমিতাভ কাঞ্জিলাল

এ রাজ্যের নামপরিচয় 'পশ্চিমবঙ্গ' কেন হয়েছিল, তার সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ও প্রমাণ স্পষ্টই পাওয়া যায়; কিন্তু রাজ্যের উত্তরাংশের অধুনা আটটি জেলা মিলিয়ে যাকে 'উত্তরবঙ্গ' বলা হয়েছে, সেই নামকরণের উদ্ভব বা ন্যায্যতা নিয়ে লোকমহলে খুব বেশি আলোচনা লক্ষ করা যায়নি। যেন এমন একটি নামকরণ নৃতাত্ত্বিক-সামাজিক-ভৌগোলিক স্বাতন্ত্রের কারণেই অত্র অঞ্চলের বাসিন্দাদের বিশেষ মনোগ্রাহী হয়েছিল, আর তাই এই নামকরণকে বিশেষ কোনও মহল থেকে চাপিয়ে দেওয়া অনির্ধারিত রাজনৈতিক-প্রশাসনিক পরিচয়ের এলাকা হিসেবেও মেনে নিতে কারোরই কখনও অসুবিধে ছিল না। ফলে 'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়', 'উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ', 'উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়', 'উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা', 'উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংক' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা 'উত্তরবঙ্গ' শব্দটি কোনও প্রশাসনিক-ভৌগোলিক পরিচিতির বোঝাপড়া ছাড়াই বহুব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া একদা পাঁচটি জেলার একটি বর্গবাচক নামপদ হিসেবেই যত্রতত্র ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সাম্প্রতিককালে সেই উত্তরবঙ্গকে ভিত্তি করে স্বতন্ত্র রাজ্য কিংবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের জল্পনার পেছনে দীর্ঘসময়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নমূলক বঞ্চনার যে অভিযোগ নানা স্তর থেকে তুলে আনা হয়েছে, তার প্রাসঙ্গিকতা আতশবীক্ষণে যাচাই করবার সময় সম্ভবত উপস্থিত; নতুবা আরও একবার একটি বৃহৎ বর্গপরিচয়ের আড়ালে বেশ কিছু ক্ষুদ্র 'পরিচিতি সত্তা'কে অবদমনের *এরপর দশের পাতায়*

আমেরিকান হানায় ইরানের তিন পরমাণুকেন্দ্র ধ্বংস

বিশ্ব দুই ভাগ

মার্কিন সামরিক বিমান বি-২ স্পিরিট

আপাতত ইরানের পক্ষে

ভারত
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরানোর আর্জি জানিয়েছি।'

চিন
চিনের বিদেশমন্ত্রক বলছে, 'আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করছে আমেরিকা। রাষ্ট্রসংঘকেও তোয়াক্কা করছে না।'

রাশিয়া
রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতি, 'আমেরিকার এই হামলা দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী।'

ব্রিটেন
ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার বলেন, 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা আজ প্রশ্নের মুখে।'

পাকিস্তান
পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রক বলেছে, 'নিন্দাজনক ঘটনা। আগামীতে উত্তেজনা আরও বাড়তে পারে।'

ফ্রান্স
ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী জাঁ-নোয়েল ব্যারো বলেন, 'বৈঠকে বসে সমস্যার স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন।'

তুরস্ক
তুরস্কের বিদেশমন্ত্রক বলেছে, 'আঞ্চলিক এই সংঘাত বিশ্বযুদ্ধের আকার নিতে পারে।'

ভ্যাটিকান সিটি
পোপ লিও বলেন, 'প্রত্যেক দায়িত্বশীল রাষ্ট্রের কর্তব্য অপূরণীয় ক্ষতির আগে যুদ্ধ বন্ধ করা।'

আপাতত আমেরিকার পক্ষে

ইজরায়েল
ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কুর্নিশ। আমেরিকার এই সাহসী সিদ্ধান্ত ইতিহাস বদলে দেবে।'

ইতালি
ইতালিও এই হামলা থেকে শিক্ষা নিয়ে ইরানকে যুদ্ধবিরতির পরামর্শ দিয়েছে।

মধ্যরাতের হাতুড়ি

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ২২ জুন : দু'সপ্তাহ নয়, দু'দিন সময় নিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। রবিবার ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে 'সরকারিভাবে' ইজরায়েলের সঙ্গী হল আমেরিকা। এদিন ভোররাতে ইরানের ৩টি গুরুত্বপূর্ণ পরমাণুকেন্দ্রে একসঙ্গে হামলা চালিয়েছে মার্কিন বায়ুসেনা। অভিযানের পোশাকি নাম 'অপারেশন মিড নাইট হ্যামার'। নাতাঞ্জ, ফোর্দো ও ইসফাহান পরমাণুকেন্দ্র ধ্বংস করতে বি২ স্পিরিট বোমারু বিমান ব্যবহার করেছে তারা। আমেরিকার মিসৌরি থেকে ৩৭ ঘণ্টা উড়ে গিয়ে ইরানে বাংকার বাস্টার বোমা বর্ষণ করেছে বিমানগুলি। শুধু ফোর্দোতেই অন্তত ৬টি বাংকার বাস্টার বোমা ফেলেছে তারা। এক একটি বোমার ওজন ছিল প্রায় ১৪ হাজার কেজি। মাটির ২০০ ফুট গভীরে থাকা কোনও পরিকাঠামোকে অনায়াসে গুঁড়িয়ে দিতে পারে এই বোমা।

হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুমে 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' টুপি মাথায় হামলার লাইভ টেলিকাস্ট দেখেছেন সপার্ষদ ট্রাম্প। পরে জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনি বলেন, 'এই হামলার পর ইরান পালটা হামলা চালালে আমেরিকা বহুগুণ বেশি শক্তি নিয়ে জবাব দেবে।' ট্রাম্পের ইরান-ইজরায়েল দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়া নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে আমেরিকায়। রিপাবলিকান পার্টির বেশিরভাগ নেতা এদিনের হামলার সমর্থনে সুর চড়িয়েছেন। তবে শাসকদলের একাধিক কংগ্রেস সদস্য এবং বিরোধী ডেমোক্র্যাটিক পার্টি হামলার কড়া নিন্দা করেছে।

ইজরায়েল অবশ্য ট্রাম্পকে সাধুবাদ জানিয়েছে। ইরানের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় তেল আভিভে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও দৃশ্যত হাসিখুশি দেখিয়েছে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে। তিনি বলেছেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও আমি বিশ্বাস করি, শক্তির মাধ্যমে শান্তি আসবে। প্রথমে শক্তি, তারপরে শান্তি। আজ রাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং আমেরিকা বিরাট শক্তি নিয়ে সক্রিয় হয়েছিল।' ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রী গিদিওন সার বলেন, 'সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে ট্রাম্প তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখলেন।'

পাকিস্তান, চিন, রাশিয়া, রাষ্ট্রসংঘ সহ বহু দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা আমেরিকার হামলার নিন্দা করেছে। বিরোধিতা না করলেও মার্কিন হামলার শরিক হয়নি ন্যাটো। ইরানকে আলোচনায় বসার পরামর্শ দিয়েছে আমেরিকার সব ঋতুর সঙ্গী ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার বলেন, 'ইরানের পরমাণু কর্মসূচি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি। ইরানকে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে দেওয়া যাবে না। আমেরিকা সেই লক্ষ্যে পদক্ষেপ করেছে।' জরুরি বৈঠক ডেকেছে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থা।

আমেরিকাকে জবাব না দিলেও পরমাণুকেন্দ্র আক্রান্ত হওয়ার পর ইজরায়েলে ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরানি সেনা। তাদের ঝোড়ো হামলায় তেল আভিভে বেশ কয়েকটি বহুতল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে অনেক জনবসতি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেন গুরিয়েন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। রবিবার তেল আভিভে ধ্বংসের যেসব ছবি প্রকাশ্যে এসেছে তা অতীতে দেখা যায়নি। শহরের বড় অংশের চেহারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বার্লিনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। হামলায় একাধিক প্রাণহানির কথা স্বীকার করেছে ইজরায়েলের জরুরি বিভাগ। ১১ জন গুরুতর আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ইরানের পরমাণুকেন্দ্রে বাংকার বাস্টার দিয়ে হামলা।

আমেরিকার হামলায় পরমাণুকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সেখানকার গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছিল বলে দাবি করেছে ইরান। সেদেশের বিদেশমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাঘচি বলেছেন, 'সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ইরানের সামনে সব বিকল্প খোলা রয়েছে। আজ সকালে যেটা হয়েছে তা ভয়াবহ। এর ফল চিরস্থায়ী হবে।'

আমেরিকা ইরানে হামলা চালানোর পরেই ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানকে ফোন করে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স পোস্টে মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। মোদি লিখেছেন, 'চলতি পরিস্থিতি নিয়ে ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ওখানকার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। আলোচনা তথা কূটনীতির পথে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া উচিত। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি এবং স্থিতাবস্থা দ্রুত ফিরিয়ে আনার পক্ষে ভারত।'

পেয়ারা চাষে ‘মুক্তি’ পরিযায়ীদের

পঙ্কজ মহন্ত

পেয়ারা বাগানে কাজে ব্যস্ত শ্রমিকরা।

বালুরঘাট, ২২ জুন : রাজ্যে কর্মসংস্থানের আকাল। কাজের খোঁজে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর মানুষ পরিবার-পরিজন ছেড়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন। ব্যতিক্রম ছিল না বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিসপুর গ্রামও। তবে, সময়টা বদলেছে। বিকল্প পেশার সন্ধান পেয়ে দলে দলে গ্রামে ফিরছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। সৌজন্যে শিক্ষক সমীরকুমার সরকার।

অনেকদিন ধরেই গ্রামের ছেলেদের ভিনরাজ্য থেকে ফেরানোর ভাবনা ছিল হিলি ব্লকের খাদিমপুর হাইস্কুলের শিক্ষক সমীরের। কিন্তু শুধু ভাবনা থাকলেই তো হল না। বাস্তবায়ন করার জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন। ২০২২ সালে নিজের ৪০০ শতক জমিতে পেয়ারা চাষ শুরু করেন তিনি। খবর দেন চিঙ্গিসপুর গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিকদের। সেই থেকে শুরু। ইতিমধ্যেই ৮ জন পরিযায়ী গ্রামে ফিরে সমীরের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পেয়ারা চাষ করছেন। বিকল্প পেশার সন্ধান পেয়ে ভিনরাজ্য থেকে ফিরতে চাইছেন আরও অনেকেই।

একদা ভিনরাজ্যে কাজ করা অসিত মাহাতো বলেন, ‘অন্য রাজ্যে গিয়ে নির্মাণ সাইট, হোটেল কিংবা কারখানায় দিনরাত খেটে জীবন কাটানোর দিন শেষ। এখন নিজের গ্রামেই মাথা উঁচু করে রোজগারের পথ খুঁজে পেয়েছি। জীবনে ফিরেছে স্থায়িত্ব ও আত্মসম্মান।’

চিঙ্গিসপুর গ্রাম থেকে প্রায় পঞ্চাশজন তরুণ ভিনরাজ্যে কাজ করেন। চেন্নাই, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু সহ দেশের নানা প্রান্তে গিয়েছিলেন তাঁরা। চলতি বছরে দুজন গ্রামে ফিরে পেয়ারা চাষ শুরু করেছেন। তাঁদের মধ্যেই এক শ্রমিক ভদ্র মাহাতো বলেন, ‘দক্ষিণ ভারতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করতে হত। এখন গ্রামে থেকে প্রতিদিন কাজ পাচ্ছি। পেয়ারা বাগানে কাজ করে আত্মসম্মান ফিরে পেয়েছি। এভাবেই বাঁচতে চাই।’

চাষের এক বছর পর প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার পেয়ারা বিক্রি হয়েছিল বলে জানিয়েছেন সমীর। পরের বছর ২৮০ কুইন্টাল পেয়ারা উৎপাদিত হয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যে তা রপ্তানি হচ্ছে।

সমীরের কথায়, ‘এটা একটা সামাজিক আন্দোলন। অনেকে পরিবার ছেড়ে কাজ করতে বাধ্য হতেন। তাঁরাই এখন নিজের গ্রামে থেকে গর্ব করে বলছেন আমিও একজন কৃষক।’

প্রায় এক বছর হল গ্রামে ফিরেছেন পরিযায়ী শ্রমিক মনোজ মাহাতো। সমীরের বাগানেই কাজ করেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘চেন্নাইয়ে যথেষ্ট পরিশ্রমের কাজ করতাম। এক বছর ধরে বাগানে কাজ করছি। এখন আমার মতোই আরও অনেকে ফিরতে চাইছে।’

নানা পদক্ষেপে কার্সিয়াংয়ের বাগোরায় সাফল্য

বাড়ছে স্যালামান্ডারের সংখ্যা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : কার্সিয়াংয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে বিরল হিমালয়ান স্যালামান্ডার বা হিমালয়ান নিউট। পাহাড়ে এই উভচরের দেখা মেলায় ‘পজিটিভ সাইন’ দেখছে বন দপ্তর। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে টিকটিকির মতো দেখতে এই উভচরের। কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগোরা রেঞ্জের সংরক্ষিত এলাকা পোখরিয়াটারে বিপুল সংখ্যায় দেখা মিলছে এদের।

কোন জায়গার বাস্তুতন্ত্র কেমন রয়েছে তা স্যালামান্ডারের সংখ্যা দেখে বোঝা যায়। যদি কোনও জায়গা পশুপাখির বসবাসের যথেষ্ট উপযোগী হয়, তাহলে সেই জায়গায় এই প্রাণীর সংখ্যাও বেশি থাকে। এরা যেমন কীটপতঙ্গ খায় পাশাপাশি সরীসৃপ ও অন্য বেশ কিছু প্রাণী আবার এদের খেয়ে বেঁচে থাকে। সেজন্য বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় স্যালামান্ডার গুরুত্বপূর্ণ বলে বাগোরার রেঞ্জ অফিসার সুনীল রাই জানান। পাশাপাশি তিনি আরও জানান, পাঁচপোখরি, দেওরালি এলাকাতেও এদের দেখা মিলছে। পাশাপাশি সয়েল ফর্মেশন বা মাটির গঠনের ক্ষেত্রেও এই উভচরের গুরুত্ব রয়েছে।

হিমালয়ান স্যালামান্ডার হল একটি বিরল প্রজাতির প্রাণী। এই উভচর ১২০০ থেকে ২৫৫০ মিটার উচ্চতায় পাহাড়ি হ্রদ ও জলাশয়ে থাকে। তবে আবহাওয়ার পরিবর্তন ও তাদের আবাসস্থল ধ্বংস হওয়ার জন্য সংখ্যা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে এদের। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজার্ভেশন অফ নেচার (আইইউসিএন)- প্রাণীটিকে বিরল প্রজাতির বলে চিহ্নিত করেছে। তাই বন দপ্তরের উদ্যোগে এদের প্রজননের জন্য দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্কে একটি টেরারিয়াম তৈরি করা হয়েছিল। সেখানেই স্যালামান্ডারের সফল প্রজনন হচ্ছে।

বাগোরায় স্যালামান্ডার।

> কার্সিয়াংয়ের বাগোরা রেঞ্জ ছাড়াও সুখিয়াপোখরি, টুং এলাকার চা বাগানে এবং মিরিকে স্যালামান্ডার দেখা যায়। বর্ষা এদের প্রজননের ঋতু। সে কারণে এখন এদের বেশি দেখা যাচ্ছে। যা বাস্তুতন্ত্রের জন্য খুবই ভালো। সাধারণ মানুষও এদের সংরক্ষণে সচেতন হয়েছেন, এটা তারিফযোগ্য।
>
> **ডঃ রুজাস ইয়োনলে** বিভাগীয় প্রধান, প্রাণীবিদ্যা, দার্জিলিং কলেজ

দার্জিলিং কলেজের প্রাণীবিদ্যার বিভাগীয় প্রধান ডঃ রুজাস ইয়োনলে বলেন, ‘কার্সিয়াংয়ের বাগোরা রেঞ্জ ছাড়াও সুখিয়াপোখরি, টুং এলাকার চা বাগানে এবং মিরিকে স্যালামান্ডার দেখা যায়। বর্ষা এদের প্রজননের ঋতু। সে কারণে এখন এদের বেশি দেখা যাচ্ছে। যা বাস্তুতন্ত্রের জন্য খুবই ভালো। সাধারণ মানুষও এদের সংরক্ষণে সচেতন হয়েছেন, এটা তারিফযোগ্য।’

১৯৮৫ সালে দার্জিলিংয়ের সুখিয়াপোখরি, জোড়পোখরিতে স্যালামান্ডার অভয়ারণ্য গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। এমনকি এজন্য ১০ একর জমিও চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে প্রকল্পটি সফল হয়নি। তবে কার্সিয়াং বন বিভাগের উদ্যোগে এই প্রাণীর সংরক্ষণের জন্য জলাভূমি সংরক্ষণ, ঘাস লাগানো সহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে ডিএফও দেবেশ পান্ডে জানান। এদিকে, সালামান্ডারের সংখ্যা বাড়ার খবরে খুশি পরিবেশ প্রেমীরা।

তপ্ত দুপুরে জলে হুটোপাটি। গাজোলে ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ। রবিবার।

কার্নিভালের প্রস্তুতি

গাজোল, ২২ জুন : গাজোলে রথযাত্রা কার্নিভালের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। রথ ও মহরম নিয়ে রবিবার সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল গাজোল থানার সভাকক্ষে। পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে এদিন দুপুরে গাজোল ব্লকের সব রথযাত্রা উৎসব কমিটি ও মহরম কমিটির কর্মকর্তাদের নিয়ে এই প্রশাসনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা। গাজোল শহর এলাকায় রথযাত্রা কার্নিভাল এবং অন্য এলাকায় রথযাত্রা উৎসব ও মহরম কর্মসূচিতে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেই বিষয়ে সকলকে সম্প্রীতির বার্তা দেওয়া হয় গাজোল থানার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। বড় রথগুলির উচ্চতা কত, তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

শিবদিঘিতে মোহনের মৃত্যু

কোচবিহার, ২২ জুন : ফের মোহনের মৃত্যু হল বাণেশ্বরের শিবদিঘিতে। রবিবার দিঘিতে একটি মৃত মোহন ভেসে ওঠে। একটি মোহন অসুস্থ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে বন দপ্তরের প্রতিনিধিরা এসে মোহনগুলিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। বাণেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটির তরফে রঞ্জন শীল বলেন, ‘এই নিয়ে গত ৮-৯ মাসে শিবদিঘিতে ৩৭টি মোহনের মৃত্যু হল।’

এদিকে, একের পর এক মোহনের মৃত্যুতে উঠছে প্রশ্ন। মৃত্যুর কারণ কী, তা খতিয়ে দেখার দাবি তুলেছেন পরিবেশ প্রেমীরা।

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর জন্য O+ কিডনিদাতা প্রয়োজন। যোগাযোগ নম্বর :- 8972377039.

বিক্রয়

কোচবিহার N. N. Road -এ 4 কাঠা বাস্তু জমি সত্বর বিক্রয় হইবে। (M) 99326 40219. (C/115982)

3 Bed Room Readymade Flat on 1st Floor on Main Road with Garage at Jalpaiguri to be sold Ph: 9434044046. (K)

কর্মখালি

দোকানে কাজের জন্য লোক চাই, জলপাইগুড়িতে। বেতন- আলোচনা সাপেক্ষে। Mob.: 8158823406. (C/116640)

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/-, থাকা-খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/116323)

গার্ড/সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/-, PF+ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M:- 8509827671, 8653609553. (C/116843)

অ্যাফিডেভিট

আধার কার্ড নং 4161 2243 4661 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 21.6.25, নোটারি পাবলিক সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Shanta Chandra Nandi, S/o. Dinesh Chandra Nandi এবং Shantanu Das, S/o. Gopal Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গোপালপুর, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/115983)

আমি Wasim Akram, পিতা Jalal Ali, ঠিকানা দৌলতপুর, পোঃ নালাগোলা, থানা- বামনগোলা, জেলা-মালদা, 732124 (প:ব:) আমার মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ডে (রেজিস্ট্রেশন নং- 4141084396) এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সে পিতার নাম ভুল থাকায় গত 9.6.25 -এ ফার্স্টক্লাস জে.এম. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার পিতার নাম সংশোধন করে 'Jalaluddin Miah' থেকে 'Jalal Ali' করা হল। (C/116989)

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ মায়া মমতা, দুপুর ২.০০ মঙ্গলদীপ, বিকেল ৫.০০ শতরূপা, রাত ১০.৩০ তোর নাম, ১.৩০ বৌদি ক্যান্টিন

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.০০ অরুন্ধতী, বিকেল ৩.০৫ জোর, সন্ধে ৬.১০ সংগ্রাম, রাত ৯.২৫ জঙ্গল-এক প্রেমকথা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ভালোবাসা ভালোবাসা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দশ নম্বর বাড়ি

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মশাল

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.০৬ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, ২.৫৮ সিটিমার, বিকেল ৫.৩২ হিরো-দ্য বুলেট, রাত ৮.০০ সূর্য : দ্য সোলজার, ১১.০৫ গুমনাম

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৫১ টয়লেট : এক প্রেমকথা, দুপুর ১.৪৬ খট্টা মিঠা, বিকেল ৪.৪২ আ ফ্লাইং জাট, সন্ধে ৭.৩০ সিম্বা, রাত ১০.৩১ দবং-থ্রি

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১২ লভ হস্টেল, ১.৪৯ হম দোনো, বিকেল ৪.২৭ রুস্তম, সন্ধে ৭.০১ ছত্রিওয়ালি, রাত ৯.০০ শুভ মঙ্গল সাবধান, ১০.৪৩ হোটেল মুম্বই

রমেডি নাউ এইচডি : বিকেল ৪.০৩ মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস ওয়েডিং, সন্ধে ৭.২৪ দ্য ওয়ে, ওয়ে ব্যাক, রাত ৯.০০ হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ভেগাস, ১০.৩৭ বিগ মমাজ : লাইক ফাদার, লাইক সন

লাইফ অ্যামং লায়নস রাত ৮.১২ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

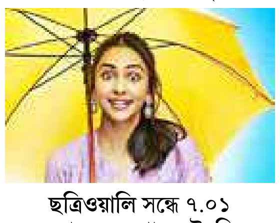

ছত্রিওয়ালি সন্ধে ৭.০১ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

দশ নম্বর বাড়ি দুপুর ২.০০ কালার্স বাংলা

হাতি-মানুষ সংঘাত রুখতে উদ্যোগ

গতিবিধিতে নজর রাখবে ক্যামেরা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুন : কখনও হাতির হানায় ফসল নষ্ট হয় আবার কখনও হাতির সঙ্গে সংঘাতে মানুষ আহত কিংবা নিহত হন। মূলত এই সমস্যা মেটাতেই ক্যামেরার মাধ্যমে হাতির উপর নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ। হাতির বিভিন্ন করিডরগুলিতে ও জঙ্গল থেকে বনবস্তির দিকের রাস্তায় ক্যামেরা লাগানো হবে। সেই ক্যামেরার ফুটেজে সব সময় বনকর্মীদের নজর থাকবে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের অফিসে এজন্য কন্ট্রোল রুমও তৈরি করা হবে। সেখান থেকেই মনিটরে নজরদারি চলবে। কাছাকাছি হাতির গতিবিধি নজরে আসতেই দ্রুত পেট্রলিংয়ে থাকা বনকর্মীদের বিষয়টি জানানো হবে। চলতি মাসের শেষে অথবা আগামী মাসের শুরু থেকেই বক্সা টাইগার রিজার্ভে এই নতুন ব্যবস্থা চালু হতে চলেছে। তবে প্রথমেই সব এলাকায় এই ক্যামেরা বসানো হবে না বলে জানিয়েছেন বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণান পিজে।

তিনি বলেন, ‘পরীক্ষামূলকভাবে দুই রেঞ্জ এলাকায় ক্যামেরাগুলি লাগানো হবে। সেই প্রক্রিয়া সফল হলে বাকি এলাকাতেও ক্যামেরা লাগিয়ে হাতির উপর নজর রাখা হবে। হাতি গ্রামে ঢুকতে দেখলেই দ্রুত বনকর্মীরা সেখানে পৌঁছে যাবেন।’ এছাড়া বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বক্সা টাইগার রিজার্ভের পশ্চিম ডিভিশনের নিমতি রেঞ্জ ও দমনপুর রেঞ্জ এলাকায় প্রথমে ক্যামেরা লাগানো হবে। দুই এলাকাতেই বসবে ১০টি করে ক্যামেরা। সেই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। এছাড়াও বন দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের কাছে আরও ৫০টি ক্যামেরা লাগানোর অনুমতি চাওয়া হয়েছে। একইভাবে বক্সার পূর্ব ডিভিশনের বিভিন্ন এলাকাতেও সমীক্ষা করে তারপর ক্যামেরা লাগানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বনকর্তারা জানাচ্ছেন, কোন কোন জায়গায় ক্যামেরাগুলি লাগানো হবে তা ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়েছে। জঙ্গল থেকে বিশেষ করে যে এলাকাগুলি দিয়ে হাতি লোকালয়ে ঢোকে সেখানেই ক্যামেরা বসবে। অনেক সময় হাতি গ্রামে ঢুকলেও বন দপ্তরের কাছে খবর পৌঁছাতে দেরি হয়ে যায়। এবার সেই সমস্যা মেটার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্যামেরাগুলিতে ধরা দৃশ্যে নজর রাখার জন্য আলিপুরদুয়ার শহরের কোর্ট মোড়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি অফিসে একটি কন্ট্রোল রুমও চালু হবে। বর্তমানে ওই অফিসের একটি কন্ট্রোল রুম থেকে বক্সার বিভিন্ন ওয়াচ টাওয়ারে থাকা বনকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। নতুন কন্ট্রোল রুমে বেশ কয়েকটি মনিটর লাগানো থাকবে। সারাদিনই সেখানে বসে ক্যামেরাগুলির দিকে নজর রাখবেন বনকর্মীরা। তবে দুপুর তিনটে থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত সব থেকে বেশি নজরদারি চলবে। মানুষ ও বুনোদের সংঘাত কমাতে নতুন এই উদ্যোগের মাধ্যমে বন দপ্তর কতটা সফল হয়, সেটাই এবার দেখার।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের এই ডিএফডি অফিসে তৈরি হবে কন্ট্রোল রুম।

গজরাজের জন্য বাঁশের চারা রোপণ বন দপ্তরের

শুভদীপ শর্মা ও শুভজিৎ দত্ত

লাটাগুড়ি ও নাগরাকাটা, ২২ জুন : লোকালয়ে হাতি আসা ঠেকাতে নিত্যনতুন চিন্তাভাবনা করে চলেছে বন দপ্তর। এবার নতুন সংযোজন বাঁশের চাষ। জলপাইগুড়ি বন বিভাগের বিভিন্ন নদী সংলগ্ন বনাঞ্চলে এই বর্ষাতেই লাগানো হবে বাঁশের চারা। সেজন্য জেলার বিভিন্ন বন দপ্তরের নার্সারিতে চাষ শুরু হয়েছে বাঁশের। বাঁশের পাশাপাশি, ডায়নার জঙ্গলে ঢাড্ডা, চেপ্টি ঘাসের পাশাপাশি বেল গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এতে হাতিদের খাদ্যভাণ্ডার বাড়বে, তারা লোকালয়মুখী হবে না।

শেষ হাতি শুমারিতে উত্তরবঙ্গে সন্ধান মিলেছে অন্তত ৬০০ হাতির। উত্তরবঙ্গে নেপাল সীমান্তের মেচি নদী থেকে অসম-বাংলা সীমানার সংকোশ পর্যন্ত বিচরণ উত্তরের হস্তীকুলের। সাম্প্রতিককালে মানুষ-হাতি সংঘাত মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বন দপ্তরের কাছে। কখনও হাতির হামলায় মৃত্যু হচ্ছে মানুষের। ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে ফসল, ঘরবাড়ির। আবার কখনও মানুষের হামলায় মৃত্যু হচ্ছে হাতির। পাশাপাশি, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া বিভিন্ন নদীর স্রোতে নদীর পাড় ভেঙে ভেসে যাচ্ছে বহু গাছ। তাই এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইছে বন দপ্তর।

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি জানান, তাঁরা পরীক্ষামূলকভাবে সুলকাপাড়া ও ডায়না রেঞ্জের ডায়না নদীর পাড়ে বাঁশ গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন। ইতিমধ্যে সেই চারা তৈরি হয়ে গিয়েছে নার্সারিতে। বিকাশ ভি জানান, বাঁশ গাছ হাতিদের অত্যন্ত প্রিয়। এই গাছগুলো বড় হলে হাতিদের খাদ্যভাণ্ডার বাড়বে, লোকালয়ে আনাগোনা কমবে। অন্যদিকে, নদীর পাড়ে বাঁশ গাছ লাগালে নদীভাঙনও রোধ করা যাবে। তবে শুধু বাঁশই নয়, জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডায়নার জঙ্গলে চেপ্টি, ঢাড্ডার মতো ঘাসের পাশাপাশি বেল গাছ লাগানোর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বন দপ্তর। এজন্য বর্তমানে ওই সমস্ত ঘাস এবং গাছের চারা তৈরি করা হচ্ছে। ঘাসগুলি প্রায় পরিণত হয়ে গিয়েছে। বন দপ্তর জানাচ্ছে, চেপ্টি, ঢাড্ডা হাতি ও গন্ডারের পছন্দের খাদ্যতালিকার একদম শীর্ষে। বেল গাছও হাতির প্রিয়।

দীর্ঘদিন থেকেই উত্তরবঙ্গে হাতির উপরে গবেষণা করে চলেছে স্পোর নামের একটি পরিবেশ সংগঠন। সংগঠনের সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ পান্ডে বলেন, ‘শুধু হাতি নয়, বাইসন, গন্ডার সহ একাধিক তৃণভোজী প্রাণীর পছন্দের খাদ্য এই বাঁশ গাছ। বন দপ্তরের উচিত জঙ্গলে বেশি পরিমাণেই বাঁশ গাছ লাগিয়ে তৃণভোজীদের খাদ্যভাণ্ডার তৈরি করা।’

এই বাঁশ গাছের চারা তৈরি করা হয়েছে। যা লাগানো হবে জঙ্গলে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য কারণে বিবাদ হলেও মায়ের হস্তক্ষেপে মিটে যাবে। পেটের সমস্যায় ভোগান্তি। **বৃষ :** দূরের কোনও আত্মীয়ের সহযোগিতায় আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারবেন। পরীক্ষার্থীরা শুভ ফল পাবেন। **মিথুন :** প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য নিশ্চিত। কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। **কর্কট :** পড়াশোনায় মনোযোগ গভীর হবে। বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় বিশেষ সাফল্য লাভ এবং বিদেশে যাওয়ার সুযোগ। **সিংহ :** দাম্পত্য জীবনে ছোটখাটো সমস্যা হলেও বুদ্ধিবলে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন। গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। **কন্যা :** বাড়ির সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝামেলা আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে দূরে থাকুন। **তুলা :** সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পারলে অনুশোচনা করতে হতে পারে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথি সমাগম। **বৃশ্চিক :** কাউকে যেচে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। পথেঘাটে বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। **ধনু :** অপ্রয়োজনীয় খরচে চিন্তা বাড়বে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। **মকর :** বাবার পরামর্শে কোনও বড় রকমের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবেন। প্রেমে দোলাচল থাকবে। **কুম্ভ :** শারীরিক কারণে কোনও শুভ অনুষ্ঠানে যাওয়া বাতিল করতে হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পাবেন। **মীন :** বহুদিনের দেখা কোনও স্বপ্ন সফল হবে। ক্রীড়াজগতের সঙ্গে জড়িতরা বিশেষ সাফল্য পাবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ২ আষাঢ়, ২৩ জুন, ২০২৫, ৮ আহার, সংবৎ ১৩ আষাঢ় বদি, ২৬ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২৪। সোমবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ৮।৪১। কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ২।১১। ধৃতিযোগ দিবা ১২।৪৭। গরকরণ দিবা ৯।৫৫ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৮।৪১ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ২।১১ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ২।১১ গতে দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ৮।৪১ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৬।৩৭ গতে ৮।১৮ মধ্যে ও ৩।২ গতে ৪।৪৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।২১ গতে ১১।৪০ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ২।১১ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, অপরাহ্ণ ৫।৫ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ৮।৪১ গতে মাত্র পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৮।৩৫ গতে ১০।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।১৩ গতে ১২।৩ মধ্যে ও ১।২৮ গতে ২। ৫৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৩।৩৬ গতে ৪।১৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জনতার পাশে, দাবি বিধায়কদের

বিজেপির জনসংযোগ নিয়ে প্রশ্ন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : জনসংযোগে কি পিছিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়করা? ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের বিধায়কদের নিয়ে এই কানাঘুষোয় অস্বস্তিতে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি। যদিও প্রকাশ্যে দলের নেতারা এই বিষয়ে মন্তব্য করছেন না।

তাঁদের দাবি, তাঁরা এলাকাবাসীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। এ নিয়ে নিজের স্ট্র্যাটেজি 'ডিসক্লোজ' করতে চাইলেন না ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'ঠাকুরনগরে সমস্যা হতেই আমি এসে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি। কিন্তু কোন স্ট্র্যাটেজিতে জনসংযোগ হচ্ছে, সেটা তো আপনাদের বলব না।' মাটিগাড়ার বিধায়ক আনন্দময় বর্মন আবার জানালেন, তিনি এলাকাবাসীর বিপদ-আপদে দৌড়ে যান। বছরের বেশিরভাগ সময়ে বিধানসভা কেন্দ্রেই থাকেন।

শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষও একই সুর গেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'বিধানসভায় থাকা মানেই মানুষের পাশে থাকা। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর সাধারণ মানুষকে দেওয়া রয়েছে।' জনসংযোগ বজায় রাখতে দলের পার্টি অফিসে দলীয় কর্মীরা থাকছেন। আবার কেউ কেউ মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন।

রাজ্যে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। শিলিগুড়ি মহকুমা এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি মিলে চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের সবক'টিতেই বিজেপির বিধায়ক। পাহাড়েও বিধায়ক এবং সাংসদ পদ্ম শিবিরের। কিন্তু এরপরেও শিলিগুড়িতে সেভাবে সংগঠনের ঘুঁটি সাজাতে পারেনি দল। অভিজিৎ রায়চৌধুরীর মৃত্যুর পর থেকে ছন্নছাড়া হয়ে চলছে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি। প্রবীণ আগরওয়াল থেকে আনন্দ বর্মন, পরবর্তীতে অরুণ মণ্ডলকে জেলা সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও কোনও জায়গায় দলের অন্দরেই একাধিক লবি তৈরি হয়েছে।

এক বিধায়কদের লবির লোকরা অন্য বিধায়কদের জনসংযোগ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কে নাকি এলাকায় সহজে পাওয়াই যায় না। সম্প্রতি ঠাকুরনগরে 'মাফিয়া গ্যাং' নিয়ে হইচই হয়েছে। শিখার এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক গৌতম দেব সেখানে আগে পৌঁছে আক্রান্ত পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে 'স্পটলাইট' কেড়ে নিয়েছিলেন। পরেরদিন অবশ্য শিখাও গিয়েছিলেন।

অন্যদিকে, শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক। ফলে বিধানসভায় তাঁর দায়িত্বটা অনেকটাই বেশি। এর মাঝে তিনি শিলিগুড়ি থাকলে 'সরাসরি শংকর' কর্মসূচি করেন। তবে সেখানেও হাতেগোনা তাঁর কয়েকজন অনুগামীই থাকেন। শংকর সেখানে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা শুনলেও সেগুলো সমাধানে কী পদক্ষেপ করা হয়, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে দলের অন্দরেই।

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আবার তাঁর গণ্ডির বাইরে বের হন না বলে অভিযোগ। শহরে বিজেপির কোনও কর্মসূচিতেও আনন্দর দেখা মেলা ভার। যদিও বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডল জানালেন, বিধায়করা নিজেদের ব্যস্ততার মধ্যেও নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে জনসংযোগ বজায় রেখেছেন।

এখন কতটা জনসংযোগ চলছে, সেটা তো পরের বছরই বোঝা যাবে।

অস্বস্তির কারণ

- পাহাড়, সমতলে বিজেপির বিধায়ক থাকলেও শিলিগুড়িতে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড জোরালো নয়
- এক বিধায়কের লবির লোকরা আক্রমণ করছেন আরেক বিধায়ককে
- শংকরের কর্মসূচিতে তাঁর জনাকয়েক অনুগামী থাকেন বলে অভিযোগ
- নিজের গণ্ডির বাইরে বের হন না মাটিগাড়ার বিধায়ক

নামে অনেক কিছুই আসে যায় আমেরিকার

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২২ জুন : 'হাঁস ছিল, সজারুও (ব্যাকরণ মানি না), হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমনে তা জানি না।'

কেমনে আমেরিকা থেকে রোগীর নাম অমৃতা হয়ে গেল, তা জানেন না উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্যাথলজিকাল বিভাগের কর্মীরা। জানা নেই নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবুপাড়া সংসদের ভিলু প্রসাদেরও। নাম বিভ্রাটের জেরে এক মাস ধরে গুরুতর অসুস্থ ছেলের কফ পরীক্ষার রিপোর্ট পেতে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। আটকে চিকিৎসা।

কোথায় কার কাছে গেলে সমস্যার সমাধান হবে, জানা নেই ভিলুর। এই বিতর্কে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের রবিবারে দেওয়া দায় এড়ানো প্রতিক্রিয়া, 'যে ডিপার্টমেন্ট থেকে পরীক্ষা করা হয়েছে, সেটার বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে আপনি আগামীকাল কথা বলে নিন। তারপর কী হল, আমাকে জানান।'

বাবুপাড়ার বাসিন্দা ভিলুর পাঁচ ছেলে। নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে ঠ্যালাগাড়িতে করে চানা, মটর বিক্রি করেন। সামান্য আয়ে সাতজনের সংসার চলে। বড় ছেলে আমেরিকা প্রসাদ দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ। ২০১৯ সালে পরীক্ষানিরীক্ষার পর তাঁর যক্ষ্মা ধরা পড়ে। সেসময় নকশালবাড়িতেই চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। দু'মাস আগে ফের জ্বরে আক্রান্ত হন। নিয়ে যাওয়া হয় নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। চিকিৎসককে দেখিয়ে ওষুধও খান আমেরিকা। তবে জ্বর সারেনি। এরপর তাঁকে ভর্তি করা হয় নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে এক সপ্তাহ ধরে চিকিৎসা চলে। তার পরেও সুস্থ না হওয়ায়

ছেলে আমেরিকা প্রসাদের (চেয়ারে বসে) সঙ্গে ভিলু প্রসাদ।

চিকিৎসক রেফার করেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে। সেখানেও প্রায় দুই সপ্তাহ ভর্তি ছিলেন তিনি। মেডিকেলের চিকিৎসক কফ পরীক্ষা করাতে বলেন।

সেইমতো ৩০ মে ভিলু ছেলেকে নিয়ে মেডিকেলের প্যাথলজিকা ল বিভাগে যান। কফের নমুনা দিয়ে আসেন। কার্ডে রোগীর নামের জায়গায় স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে আমেরিকা প্রসাদ, বয়স ৩৩ ও লিঙ্গ পুরুষ। একসপ্তাহ পর রিপোর্ট দেওয়ার কথা। সেই মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিভাগে রিপোর্ট আনতে যান ভিলু। সেখানকার কর্মীদের কথা শুনে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে তাঁর। অভিযোগ, যে রিপোর্টটি তাঁর হাতে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, সেখানে রোগীর নাম অমৃতা প্রসাদ এবং লিঙ্গ স্ত্রী। তর্কবিতর্কের পর রিপোর্ট না নিয়েই বাড়িতে ফেরেন ভিলু। এক সপ্তাহ পর গ্রামের এক দাদাকে সঙ্গে নিয়ে ফের মেডিকেলে যান তিনি।

সেদিন এক কর্মীকে ছেলের প্রেসক্রিপশন দেখানো হলে আমেরিকা প্রসাদ নামে কারও কফ পরীক্ষার রিপোর্ট নেই বলে জানিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরিবর্তে আবারও অমৃতার রিপোর্ট ধরিয়ে দেওয়া হয়। তিনি অবশ্য সেটা নেননি। এভাবে কেটে গিয়েছে এক মাস। ভিলুর কথায়, 'প্রতি বৃহস্পতিবার ছেলের কফ পরীক্ষার রিপোর্ট নিতে যাই। কিন্তু সেখানকার কর্মীরা আমাকে অমৃতা প্রসাদ নামে এক মহিলার রিপোর্ট দেন। অথচ আমার ছেলের নাম আমেরিকা প্রসাদ। ওরা গণ্ডগোল করে অমৃতা লিখে রেখেছে। রিপোর্টে অন্য নাম থাকলে তো চিকিৎসকরাও দেখতে চাইবেন না। রিপোর্ট না পেলে তাঁরা কীভাবে সঠিক চিকিৎসা করবেন? আমাকে আবার পরীক্ষা করাতে বলছেন কর্মীরা। ছেলের চিকিৎসায় দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

আমেরিকা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছেন। হাঁটাচলা প্রায় বন্ধ। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। কথা বলতে বলতে ছেলের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেললেন ভিলু আর তাঁর স্ত্রী।

তছরুপে গ্রেপ্তার সমবায় কর্ত্রী

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২২ জুন : কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগে রায়গঞ্জের মহিলা কোঅপারেটিভ ব্যাংকের ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করল ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ (ডিইবি)। গোয়েন্দা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম লাবণি দেবগুপ্ত (সরকার)। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/১২০(বি) ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। রবিবার দুপুরে ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক দু'দিনের ডিইবি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী দীপ্তেশ ঘোষ বলেন, 'কয়েক কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগে রায়গঞ্জ মহিলা কোঅপারেটিভ ব্যাংকের মহিলা ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করেছে ডিইবি। বিচারক তদন্তের স্বার্থে দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

ডিইবি সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জের পশ্চিম বীরনগরের বাসিন্দা লাবণি দেবগুপ্ত (সরকার) শহরের বকুলতলা এলাকায় রায়গঞ্জ মহিলা কোঅপারেটিভ ব্যাংকে ম্যানেজার পদে কর্মরত ছিলেন। ব্যাংকের গাইডলাইন অমান্য করে কাউকে ৪০ লক্ষ, কাউকে আবার ৪৫ লক্ষ টাকা ঋণ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন এই লাবণি। ২০২১ সালে অডিটের সময় তাঁর এই অনিয়ম ধরা পড়ে যায়। এর পরেই তৎকালীন অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটিজ (এআরসিএস) দেবাশিস রায় ওই বছরই ৩ ফেব্রুয়ারি রায়গঞ্জ থানায় ওই মহিলা ম্যানেজারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নামে। পূর্ণ তদন্তের জন্য গঠন করা হয় সিট। সিটের তদন্তের পরেই মামলাটি হস্তান্তর করা হয় জেলা গোয়েন্দা পুলিশের শাখা ডিইবি-কে।

রবিবার সকালে তছরুপে অভিযুক্ত লাবণি দেবগুপ্ত (সরকার)-কে তাঁর পশ্চিম বীরনগরের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেন ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা। গোয়েন্দা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় কয়েক হাজার মহিলা গ্রাহকের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই টাকা ফেরত পাননি। এই ঘটনায় ব্যাংকে এসে একাধিকবার বিক্ষোভ দেখান প্রতারিত গ্রাহকরা। ভাঙচুর ও হাঙ্গামার ঘটনাও ঘটে। গোয়েন্দা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'কোঅপারেটিভ ব্যাংকের নির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে, কারও ১০০ টাকা জমা থাকলে সেই ব্যক্তি কুড়ি টাকা লোন পাবেন। কিন্তু সেই গাইডলাইনকে লঙ্ঘন করে বেশ কিছু মানুষকে টাকার বিনিময়ে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন ধৃত ম্যানেজার লাবণি।' সূত্রের খবর, এই মামলা হওয়ার পরেই ধৃত ম্যানেজার লাবণির স্বামী তন্ময় সরকার গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এদিন তাঁর গ্রেপ্তারের খবর চাউর হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় রায়গঞ্জ শহর ও আশপাশের এলাকায়।

অবসরপ্রাপ্তদের ক্ষোভ পেনশন না বাড়ানোয়

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : একাধিক সমস্যা নিয়ে শিলিগুড়ির প্রধাননগরে একটি হোটেলে আলোচনা সভা করলেন অল ইন্ডিয়া পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক রিটায়ার্স ফেডারেশনের সদস্যরা। এটি মূলত পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সংগঠন।

রবিবারের আলোচনা সভায় দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগঠনের প্রায় ২৫ জন সদস্য আসেন। পেনশন বৃদ্ধির দাবি, বিমা সংক্রান্ত নানা সমস্যা নিয়ে এদিনের সভায় আলোচনা হয়। পাশাপাশি কীভাবে সরকারের সঙ্গে এই সমস্যাগুলো নিয়ে সরাসরি কথা বলা যায় সেই বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অমিত্র বসু বলেন, 'বহু বছর ধরে একই পেনশন পাচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা। পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাংক আমাদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনায় বসতে চাইলেও কেন্দ্রের সরকার এখনও আমাদের দাবিগুলো মেনে নেয়নি। আমরা সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাই।'

প্রয়োজনে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। তিনি বলেন, 'আগামী ২৬ এবং ২৭ জুন আমাদের আরও আলোচনা সভা রয়েছে। সেখান থেকেই ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নির্ধারিত হবে।'

নবজাতক উদ্ধার

নকশালবাড়ি, ২২ জুন : নবজাতক এক পুত্রসন্তান পড়ে ছিল পথের ধারে। রবিবার বিকেলে রক্তি নদীর সেতু সংলগ্ন নকশালবাড়ির কিরণচন্দ্র চা বাগান এলাকা থেকে সাতদিন বয়সি সেই শিশুটিকে উদ্ধার করলেন বাগানেরই এক শ্রমিক। এদিন বাগান শ্রমিকরা ওই নবজাতককে প্রশাসনের হাতে তুলে দিয়েছেন। কে বা কারা শিশুটিকে ফেলে রেখে গিয়েছে, সে সম্পর্কে খোঁজখবর চালাচ্ছে পুলিশ। উদ্ধার করার পর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য শিশুটিকে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিন বাগানের বাসিন্দা একজন শ্রমিক শিশুর কান্না শুনতে পান। খানিক এগিয়ে এসে দেখেন, ফুটফুটে একটি শিশু মাটিতে শোওয়ানো। প্রথমে মনে করেছিলেন, বাগানের কোনও মহিলা শ্রমিক মনের ভুলে শিশুটিকে ফেলে রেখে গিয়েছেন।

অন্য শ্রমিকরা জড়ো হওয়ার পরে নিশ্চিত হওয়া যায়, শিশুটিকে বাগানে ফেলে কেউ চম্পট দিয়েছে। মঞ্জু ডোমরা নামে এক বাগান শ্রমিক নবজাতককে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে যান। আশাকর্মী জসিন্তা টোপ্পোর উদ্যোগে শিশুটিকে ভর্তি করা হয় নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আপাতত সুস্থ সেই শিশু।

দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস জিটিএ'র

দুই চাকা থেকেও কর রোহিণীতে

রণজিৎ ঘোষ

রোহিণী (কার্সিয়াং), ২২ জুন : বেড়াতে এসে টোল গেটে দাঁড়িয়ে রীতিমতো ভ্রূ কুঁচকে যায় প্রথমবার আসা পর্যটকদের। অবাক হওয়ার কারণও আছে। আর কোনও টোল প্লাজায় দুই চাকার যান থেকে ট্যাক্স আদায় করা হয় না। রোহিণী ব্যতিক্রমী। সঙ্গী স্কুটার হোক বা মোটরবাইক, টোল ট্যাক্স আপনাকে দিতেই হবে। এমন অদ্ভুত নিয়মে পর্যটক থেকে নানা প্রয়োজনে পাহাড়ি পথে যাতায়াতকারীরা বেজায় ক্ষুব্ধ। প্রশাসন এখনও নিষ্ক্রিয় কেন, উঠছে প্রশ্ন। প্রায় রোজ এভাবে ট্যাক্স আদায় নিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঝামেলায় জড়াচ্ছেন টোল প্লাজার কর্মীরা।

এই ইস্যুতে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর কর্তারা। দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা। জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মার বক্তব্য, 'জিটিএ চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা এবং পরিবহণ বিভাগের সচিবকে সবকিছু জানানো হয়েছে। এর আগেও একবার এই এজেন্সি স্কুটার, মোটরবাইক থেকে টোল আদায় করেছিল। আমরাই বন্ধ করে দিই। আবার সেগুলো থেকে কর আদায় শুরু করেছে। এসব বন্ধ করতে হবে।' জিটিএ'র পরিবহণ বিভাগের সচিব ভাস্কর মোক্তান অবশ্য জানালেন, বিষয়টি পর্যটন বিভাগ দেখছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রোহিণী রোড রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে টোল প্লাজা বসিয়ে ওই পথে যাতায়াতকারী যানবাহনের থেকে কর আদায় করা হচ্ছে। গত বছর নতুন এজেন্সি দায়িত্ব নেওয়ার পর দুই চাকার যান থেকে ট্যাক্স আদায় শুরু করে। সেই নিয়ে পর্যটক ও স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ছড়ায়। তারপর হস্তক্ষেপ করে জিটিএ। বন্ধ হয় স্কুটার, মোটরবাইক থেকে কর আদায়। সম্প্রতি ফের একই কাজ শুরু করেছে তারা।

অভিযোগ, প্রতিটি দু'চাকার যান থেকে ১০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেক শনি ও রবিবার সহ অন্যান্য ছুটির দিনে প্রচুর মানুষ শিলিগুড়ি সহ সমতলের বিভিন্ন এলাকা থেকে দু'চাকার যান নিয়ে রোহিণী, কার্সিয়াং সহ পাহাড়ের নানা জায়গায় বেড়াতে যান। সবমিলিয়ে প্রতিমাসে মোটা অঙ্কের অর্থ আদায় হচ্ছে।

প্লাজার কর্মীদের থেকে প্রাপ্ত হিসাব বলছে, ছুটির দিনে গড়ে স্কুটার, বাইক মিলিয়ে ১২০০-১৩০০টি যান রোহিণী হয়ে চলাচল করে। অন্যদিনে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৫৫০-৬০০'তে। এদিকে জিটিএ বলছে, দু'চাকার যান থেকে কর আদায় করা যায় না। অর্থাৎ নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিনের পর দিন ধরে এই কীর্তিকলাপ চলছে। বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সির পকেটে ঢুকছে লক্ষ লক্ষ টাকা।

রবিবার দুপুরে প্লাজা হয়ে বাইকগুলো পাহাড়ে ওঠার পথে হাতে ই-পস মেশিন নিয়ে গেট আটকে দাঁড়িয়েছিলেন এক কর্মী। প্রত্যেকটি বাইক, স্কুটারের কাছে ১০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছিল। সকলেই সেসময় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আদায়কারীদের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন অনেকে। চালকরা একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ করেন। তবে টোল প্লাজা কর্মীদের দাবি, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই নাকি তাঁরা ১০ টাকা করে নিয়ে রসিদ দিচ্ছেন।

বিতর্কের কেন্দ্রে রোহিণী টোল প্লাজা।

ময়নাগুড়ি থেকে বন্ধুদের সঙ্গে কার্সিয়াং বেড়াতে এসেছিলেন সুমিত ঠাকুর, রোমা দাস। তাঁদের কথায়, 'আমরা পাহাড়প্রেমী। মাঝেমধ্যেই ছুটির দিনে রোহিণী, কার্সিয়াং ঘুরতে আসি। বেশ কিছুদিন ধরে দেখছি, টোল প্লাজায় টাকা নিচ্ছে। অন্য কোথাও তো দু'চাকার যান থেকে কর আদায় করা হয় না। এভাবে পর্যটকদের হয়রান হতে হয়।'

ঘুম ছোট ক্ষতি নেই স্বপ্ন তো বড়

গজলডোবায় শিকারার ভেতরেই ঘুম চালকের। রবিবার। ছবি : দীপ্তেন্দু দত্ত

কালভার্ট থাকলেও নেই অ্যাপ্রোচ রোড

চোপড়া, ২২ জুন : প্রায় বছরখানেক আগে খালের ওপর কালভার্টের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি না হওয়ায় সমস্যা মেটেনি। ফলে ক্ষোভে ফুঁসছে চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ-ছয়টি গ্রাম। ওই এক কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার ও কালভার্টের সংযোগকারী অ্যাপ্রোচ রোড তৈরির দাবি তুলেছেন এলাকার স্থানীয়রা।

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেন, 'ওই জায়গায় পঞ্চায়েত সমিতি থেকে কালভার্ট তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু

চোপড়া

বাকি কাজ কে করবে তা জানা নেই।' অন্যদিকে, চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিক খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

চোপড়ার মুকদুমি এলাকায় স্থানীয় একটি খালের ওপর কালভার্টের জন্য প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। সেই অনুসারে কাজও হয়েছে। কিন্তু অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি না হওয়ায় ওই কালভার্ট দিয়ে মানুষ চলাচল করতে পারছে না। মুকদুমি গ্রামের ওই রাস্তা দিয়ে নিয়মিত বহু মানুষ যাতায়াত করে। বিশেষ করে খালের ওপারে একাধিক গ্রামের কবরস্থান রয়েছে। এছাড়া চাষাবাস ও চা বাগানের জন্য এই রাস্তাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

স্থানীয় বাসিন্দা এহসান গনি জানান, বর্ষায় খালের ওপারে কবরস্থানে যাওয়া দুষ্কর হয়ে যায়। আরেক বাসিন্দা আবুল হুসেন বলেন, 'পাটকিয়া বান্ধা, পঞ্চাশবিঘা সহ আরও কয়েকটি এলাকার কবরস্থান রয়েছে খালের ওপারে। এখন খালে অল্প জল, তাও চা বাগান দিয়ে কবরস্থানে যেতে হচ্ছে। কালভার্ট তৈরি হলেও রাস্তার সঙ্গে কালভার্টের সংযোগকারী রাস্তা নেই।' এলাকায় প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মুস্তাক আলম বলেন, 'শুধু কালভার্ট নয়, অ্যাপ্রোচ রোডের কাজ না হলে এই সমস্যা মিটবে না। বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির নজরে আনা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই।'

বর্ষার সময় খালে জমা একবুক জল পার করে যাতায়াত করতে হয়। সে কারণে এলাকায় কালভার্ট তৈরি করার দাবি উঠেছিল। দীর্ঘদিনের দাবির পর এলাকাবাসী কালভার্ট পেলেও অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি না হওয়ায় আখেরে সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। সমস্যা সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে।

রিমিকার দুঃখ প্রকাশ পেল আঁকায়

মনের গভীরে

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ২২ জুন : রিমিকার স্মৃতি আঁকড়ে বাঁচার রাস্তা খুঁজছে তার বাড়ির লোকজন। তার বইখাতা, ড্রয়িং বুকই এখন পরিজনদের সম্বল। রিমিকার আঁকার খাতা পাওয়া যায়নি। মিলেছে কেবল একটি ছেঁড়া পাতা। তাতে আঁকা অশ্রুসজল চোখের একটি মেয়ের দৃশ্য। তা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ছেন বাড়ির লোকজন।

ক্রান্তির আনন্দপুরের বাসিন্দা সপ্তম শ্রেণির রিমিকা মুন্ডার মৃত্যু হয়েছে দিনকয়েক আগে। কালো বলে স্কুলে তাকে খোটা দিত উঁচু ক্লাসের দিদিরা। সেই অভিমান থেকেই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। দিদিদের বিদ্রুপ সেই কিশোরীর মনে কতখানি প্রভাব ফেলেছিল? রিমিকার মনের দুঃখই যেন ফুটে উঠেছে তার আঁকায়। স্কুলে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত মেয়েটি পায়নি কারও সহায়তা। কী যে মানসিক উৎপীড়ন নিয়ে খুদে মেয়েটি দিনযাপন করছিল, তা কেবল সে-ই জানে।

সেই কিশোরী স্কুলে দিনের পর দিন নির্যাতনের খবর বাড়িতে জানালেও অভিভাবকরা কেউই সেভাবে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। ভয়ে সে স্কুলের শিক্ষকদের কাছেও মানসিক যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করতে পারেনি। নিজের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুকে জানিয়েছিল। তারাও কেউ তার পাশে সেভাবে দাঁড়ায়নি। কারও কাছে সহানুভূতি না পাওয়ায় হয়তো একরাশ অভিমান জমা হয়েছিল মেয়েটির মনে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল সে। নিজের মনের অবস্থাই কি সে খাতায় আঁকতে চেয়েছিল?

পরিবারের সদস্যরা এবং স্কুলে যাওয়ার সঙ্গীরা জানিয়েছে, কয়েকদিন ধরেই মনমরা হয়ে থাকত রিমিকা। রবিবার রিমিকার মা সোমারি মুন্ডা বলেন, 'কয়েকদিন ধরেই মেয়ে স্কুল থেকে এসে কান্নাকাটি করত। আমরাই তো ওকে জোর করে স্কুলে পাঠালাম। মেয়ের মনের

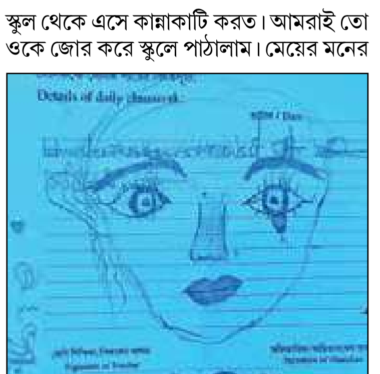

রিমিকা মুন্ডার আঁকা ছবি।

অবস্থাটা বুঝতেই পারিনি। একটা ডায়েরি ছিল, সেখানে মাঝেমধ্যে কীসব লিখতে দেখতাম।' সেই ডায়েরি এবং আঁকার খাতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেবল আঁকার খাতার একটা পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়েছে। ডায়েরিটি খুঁজে পাওয়া গেলে রহস্যের উদঘাটন হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ছাত্রীর জেঠু বিনোদ মুন্ডার কথায়, 'সোমবার স্কুলে যায়নি রিমিকা। আমরা অনেক বুঝিয়ে মঙ্গলবার স্কুলে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু মঙ্গলবার স্কুলে এমন কী হল যে, আমাদের মেয়েটা চলে গেল? আমরা এর তদন্ত চাইছি।'

ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ ইতিমধ্যে একাধিকবার সেই স্কুলে গিয়েছে। বহু পড়ুয়ার সঙ্গে তাঁরা কথা বলেছেন। যেহেতু পড়ুয়ারা সকলেই নাবালক তাই তদন্ত করতে গিয়ে তাদের ওপর যাতে মানসিক চাপ না পড়ে, সেদিকটাও গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। স্কুলের তরফে জানানো হয়েছে, একাধিক ছাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

শনিবার রিমিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন বিধায়ক তথা অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। পরিবারকে সান্ত্বনা দেন তিনি।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

উঁকিঝুঁকি।। উত্তরাখণ্ডের করবেট টাইগার রিজার্ভে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির শংকর দে।

পাপিয়াকে মানছে না তৃণমূল

ঘুরছেন জেলা সভাপতি বোর্ড সাঁটা গাড়িতে, বিতর্ক দলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : জেলা সভাপতি বোর্ড লাগানো গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পাপিয়া ঘোষ। অথচ রাজ্য কিংবা জেলা- কোনও নেতৃত্বই জানে না যে পাপিয়া এখনও জেলা সভাপতি রয়েছেন। এমনকি ২১ জুলাইয়ের দলীয় কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়ে সোমবার বিধান ভবনে যে সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হয়েছে, তার হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে বাকিদের নামের পাশে পদের উল্লেখ থাকলেও পাপিয়ার নামের পাশে কিছু নেই। দলীয় সূত্রের খবর, দার্জিলিং জেলা কমিটিতে বর্তমানে চেয়ারম্যান ছাড়া আর কোনও পদ নেই। তৃণমূল নেতা বেদব্রত দত্তের বক্তব্য, 'পাপিয়া ঘোষ দলের জেলা সভানেত্রী ছিলেন। নতুন সভাপতির নাম তো এখনও ঘোষণা হয়নি।'

২১ জুলাই কলকাতায় শহিদ দিবসের কর্মসূচিতে দার্জিলিং জেলা (সমতল) থেকে প্রচুর সংখ্যক নেতা-কর্মী-সমর্থক নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যে এই ইস্যুতে পরপর দু'দিন বৈঠকও হয়েছে। এই কর্মসূচির প্রস্তুতি সহ অন্য বিষয়ে অবগত করতে সোমবার দলীয় কার্যালয় বিধান ভবনে সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকের জন্য বেদব্রত দত্ত একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়েছেন। সেখানে জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল, সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে গৌতম দেব, রাজ্য সহ সভাপতি শংকর মালাকার, রাজ্য সম্পাদক অলোক চক্রবর্তী, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের নাম রয়েছে। সেখানে পাপিয়ার নাম থাকলেও কোনও পদের উল্লেখ নেই। অথচ পাপিয়া জেলা সভাপতির বোর্ড সাঁটা গাড়ি নিয়ে ঘুরছেন। তাঁর বক্তব্য, 'নতুন জেলা সভাপতি না হওয়া পর্যন্ত তো আমাকে দায়িত্ব পালন করতে হবে।' অথচ দলের জেলা বা রাজ্য নেতৃত্ব পাপিয়াকে জেলা সভাপতি হিসাবে বিবেচিত করছে না।

চর্চা ঘাসফুলে

- গত ১৪ জুন দলের প্রতিটি জেলার চেয়ারম্যান এবং সভাপতি কলকাতায় বৈঠকে গিয়েছিলেন
- শিলিগুড়ি থেকে শুধুমাত্র চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালই সেই বৈঠকে ডাক পেয়েছিলেন
- অর্থাৎ পাপিয়া যে আর জেলা সভানেত্রী নেই সেটা সেদিনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল

গত ১৪ জুন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর ডাকে দলের প্রতিটি জেলার চেয়ারম্যান এবং সভাপতি কলকাতায় বৈঠকে গিয়েছিলেন। শিলিগুড়ি থেকে শুধুমাত্র চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালই সেই বৈঠকে ডাক পেয়েছিলেন। অর্থাৎ পাপিয়া যে আর জেলা সভানেত্রী নেই সেটা সেদিনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার বৈঠক সেরে ফেরার পর জেলা চেয়ারম্যান দলীয় কার্যালয়ে বাছাই করা কয়েকজন নেতা-নেত্রীকে নিয়ে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে পাপিয়াকে সভানেত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয়নি। ২০ জুন দলের জেলা থেকে ব্লক স্তরের নেতৃত্ব, বিভিন্ন শাখা সংগঠনকে নিয়ে সভা হয়েছে। সেখানেও পাপিয়াকে জেলা সভানেত্রী হিসেবে কেউ উল্লেখ করেননি। এবার সাংবাদিক বৈঠক ডাকার ক্ষেত্রেও একই পন্থা নিয়েছেন জেলা চেয়ারম্যান। অর্থাৎ পাপিয়াকে জেলা সভানেত্রী হিসেবে মান্যতা দিতে নারাজ তৃণমূল।

আন্তর্জাতিক সুপারি পাচারচক্রে যোগ

ধীরাজের সম্পত্তি নিয়ে চর্চা তুঙ্গে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২২ জুন : আন্তর্জাতিক সুপারি পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ধীরাজ ঘোষ গ্রেপ্তার হতেই হইচই শুরু হয়ে গিয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই নকশালবাড়ি থানার সামনে ভিড় জমে ওঠে। চায়ের দোকানে এদিন চর্চা চলে ধীরাজের অবৈধ ব্যবসা ও প্রচুর সম্পত্তি নিয়ে। বাগডোগরার রূপসিংজোত এলাকায় ২ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের পাশে ধীরাজের বিলাসবহুল বাড়ি নিয়েও চর্চা তুঙ্গে। রবিবার নকশালবাড়ি থানার টহলদারি ভ্যানে নিয়ে গিয়ে ধীরাজকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ। বিচারক তাকে ছয়দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এদিন তাকে পুনরায় নকশালবাড়ি থানায় নিয়ে আসা হয়।

এদিকে, গ্রেপ্তারের খবর চাউর হতেই ধীরাজের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করতে শুরু করেছেন শাসকদলের অনেকেই। অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তার সঙ্গে তোলা ছবি ডিলিট করে ফেলেছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এদিন বলেন, 'আমি গত আট মাস আগেই সাংবাদিক সম্মেলন করে এই বিষয়টি তুলে ধরেছিলাম। এতদিন পুলিশ কেন ব্যবস্থা নেয়নি? গত আট মাসে যে জিএসটি'র ক্ষতি হল তার দায়ভার কে নেবে?' হঠাৎ পুলিশ ধীরাজকে গ্রেপ্তার করা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সুকান্ত। তাঁর বক্তব্য, 'ইডি, সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য পুলিশ এমনটা করেছে কি না, তা সময়ই বলবে। এই সুপারি পাচার থেকে কোটি কোটি টাকা তৃণমূল নেতাদের পকেটে যায়। এমনকি কালীঘাট পর্যন্ত টাকা যায়।'

নেপথ্য কাহিনী

- একসময় বাগডোগরার গোঁসাইপুর চেকপোস্টে গাড়ির জাল কাগজপত্র বানিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ছিল ধীরাজের বিরুদ্ধে
- এভাবেই এক মহিলা জিএসটি আধিকারিকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়
- সেই আধিকারিকের সঙ্গেই পরে তার বিয়ে হয়
- স্ত্রীর ছত্রছায়ায় কর ফাঁকি দিয়ে অবৈধ ব্যবসার কিংপিন হয়ে ওঠে সে

একসময় বাগডোগরার গোঁসাইপুর চেকপোস্টে গাড়ির জাল কাগজপত্র বানিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ছিল ধীরাজের বিরুদ্ধে। এভাবেই এক মহিলা জিএসটি আধিকারিকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সেই আধিকারিকের সঙ্গেই পরে তার বিয়ে হয়।

তারপরে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি ধীরাজকে। স্ত্রীর ছত্রছায়ায় কর ফাঁকি দিয়ে অবৈধ ব্যবসার কিংপিন হয়ে ওঠে সে। জমির ব্যবসা থেকে শুরু করে পরিবহণের ব্যবসা, সেইসঙ্গে সুপারি পাচারের বেতাজ বাদশা হয়ে ওঠে ধীরাজ।

সময়মতো রাজনৈতিক আশ্রয়ও খুঁজে নিয়েছে সে। সিপিএমের জমানায় সিপিএমের নেতাদের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। বর্তমানে তৃণমূলের নেতাদের ঘনিষ্ঠ। সম্প্রতি নকশালবাড়িতে একটি সংগীত অনুষ্ঠানে ৫৬ লক্ষ টাকা দিয়েছিল। ২ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের পাশে ৫ কোটি টাকা দিয়ে জমিও কিনেছিল। তার এই সম্পত্তি ও 'দানধ্যান' নিয়েই রবিবারের আড্ডার আসর সরগরম ছিল এলাকায়।

পৃথক রাজ্য আদায়ে আস্থা হিমন্তে

শালকুমারহাট, ২২ জুন : পৃথক রাজ্য হবে। এখনও সেই আশায় কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল (কেএসডিসি)। আর সেই রাজ্য আদায়ে এবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার প্রতি আস্থা রাখছে কেএসডিসি। ২০ জুলাই অসমের গুয়াহাটিতে সমাবেশ রয়েছে সংগঠনের। অসমের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি সেই ভরসার কথা রবিবার প্রকাশ্যে আনলেন সংগঠনের শীর্ষ নেতারাই। এদিন সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা স্তরের সাধারণ সভা হয় শালকুমারহাটের সিধাবাড়িতে। সেখানেই উঠে আসে জীবন সিংহ প্রসঙ্গ। সেক্ষেত্রে শান্তি চুক্তিও দ্রুত সম্পন্ন হবে বলে আশাবাদী কেএসডিসি। পৃথক রাজ্য নিয়ে তাঁদের দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে গুরুত্বপূর্ণ।

কয়েক বছর ধরে জীবন সিংহের খোঁজ নেই। ভারত সরকার জীবন সিংহের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করবে বলে ২০২৩ সালেই স্থির হয়। কিন্তু এখনও সেই চুক্তি হয়নি। এদিকে, উত্তরবঙ্গে জীবন অনুগামী কেএসডিসি সংগঠন গড়ে ওঠে। সেই সংগঠন এখন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতো বুথ, অঞ্চল, ব্লক ও জেলা স্তরের কমিটি গড়ে তুলেছে।

সেইসব কমিটিকে নিয়ে রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলা স্তরের সাংগঠনিক বার্ষিক সভা হয় সিধাবাড়ির কর্মী বিপ্লব বর্মনের বাড়িতে। সেখানে জাতীয় পতাকার পাশাপাশি সংগঠনের পতাকাও উত্তোলন করা হয়। সেই সভার মাঝে কেএসডিসি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে কামতাপুরি আন্দোলন চলছে। এখন সেই আন্দোলন হচ্ছে কেএসডিসি'র নেতৃত্বে।' কিন্তু জীবন সিংহের তো কোনও খোঁজ নেই। জীবন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'এটা ভুল কথা। ২০২৩ সালে জীবন সিংহকে ভারত সরকার মায়ানমার থেকে নিয়ে আসে। এখনও তিনি ভারত সরকারের নিরাপত্তাতেই আছেন।' কথা ছিল তখনই জীবন সিংহের সঙ্গে পৃথক রাজ্য ইস্যুতে শান্তি চুক্তি হবে। কিন্তু হয়নি। দেবেন্দ্র বলেন, 'সেই চুক্তিও শীঘ্রই হবে। ২০ জুলাই গুয়াহাটিতে সংগঠনের সমাবেশ থেকে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পাঠানো হবে।'

সূত্রের খবর, অসমের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সুসম্পর্ক রয়েছে। তাই হিমন্ত বিশ্বশর্মার প্রতি আস্থা রাখছে কেএসডিসি। কিন্তু ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেও যদি পৃথক রাজ্য না হয়? তাহলে সেই নির্বাচনে কেএসডিসি'র ভূমিকা কী হবে? দেবেন্দ্রর উত্তর, 'নির্বাচনের আগে দাবি পূরণ না হলে কী করা হবে, সেটা তা পরেই জানানো হবে।'

ঘিসিংয়ের নামে মঞ্চের নামকরণ

গোর্খাদের উন্নয়নে একজোটের বার্তা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : মৃত্যুর ১০ বছর পরেও পাহাড়ে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক সুবাস ঘিসিং। রবিবার তাঁর জন্মদিনে পাহাড়ে শাসক ও বিরোধীকে ফের একমঞ্চে মেলালেন ঘিসিং। এদিন দার্জিলিংয়ের ভানু ভবনে এক অনুষ্ঠানে পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) পাশেই ঘিসিংয়ের জিএনএলএফ-কে দেখা গিয়েছে। অনুষ্ঠানে এসে বিজিপিএম-এর সভাপতি তথা গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা বলেছেন, 'গোর্খাদের দাবি আদায়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীদের একজোট হতে হবে।' জিএনএলএফ কেন, কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই একজোট হয়ে কাজ করতে তাঁর আপত্তি নেই বলে অনীত এদিন স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, 'রাজনৈতিক মতাদর্শ আলাদা হতে পারে, কিন্তু জাতির উন্নতির স্বার্থে সবাই একজোট হয়ে লড়তে হবে।'

এ বছর থেকে 'সুবাস ঘিসিং সম্মান' চালু করল জিটিএ। শিক্ষা, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে পাহাড়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতীদের প্রতি বছর এই পুরস্কার দেওয়া হবে। এই পুরস্কার দেওয়ার জন্য সুবাস ঘিসিংয়ের জন্মদিনকেই বেছে নিয়েছিল জিটিএ। এবছর এই পুরস্কার পেলেন কালিম্পংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক রেণুলিনা সুব্বা। রেণুলিনা একসময় নেপালি ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে বিধানসভায় 'বন্দুক' নিয়ে ঢুকেছিলেন। যদিও সেটা ছিল খেলনা বন্দুক। জ্যোতি বসু তখন মুখ্যমন্ত্রী।

ভানু ভবনে সুবাস ঘিসিং সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান। দার্জিলিংয়ে রবিবার।

> ঘিসিং সারাজীবন গোর্খা জাতির জন্য কাজ করে গিয়েছেন। গোর্খা জাতির ভালো চেয়েছেন। আমরাও চাই গোর্খা জাতির উন্নতি হোক। রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে সবাইকে একজোট হয়ে জাতির মঙ্গলে কাজ করতে হবে।
>
> অনীত থাপা

ব্যাগ থেকে বন্দুক বের করতেই বিধানসভায় হইচই পড়ে গিয়েছিল। সাসপেন্ড হয়েছিলেন রেণুলিনা।

এই প্রাক্তন বিধায়ককে এদিন সুবাস ঘিসিং সম্মানে ভূষিত করল জিটিএ। এই অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে জিএনএলএফ সভাপতি মন ঘিসিং, দলের সাধারণ সম্পাদক তথা দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বাও উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই অনীত ভানু ভবনের গোর্খা রঙ্গমঞ্চের নাম বদলে সুবাস ঘিসিংয়ের নামে করার কথা ঘোষণা করেন। অনীত বলেন, 'সুবাস ঘিসিংয়ের জন্যই আজকে আমরা পাহাড়ের শাসন ব্যবস্থায় আসতে পেরেছি। যে চেয়ারে আমি বসেছি, ফাইলে সই করেছি সেটাও হয়েছে সুবাস ঘিসিংয়ের জন্যই। এই ভানু ভবনও তাঁরই তৈরি করা।' তাঁর বক্তব্য, 'ঘিসিং সারাজীবন গোর্খা জাতির জন্য কাজ করে গিয়েছেন। গোর্খা জাতির ভালো চেয়েছেন। আমরাও চাই গোর্খা জাতির উন্নতি হোক। রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে সবাইকে একজোট হয়ে জাতির মঙ্গলে কাজ করতে হবে।' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জিএনএলএফ-এর সভাপতি তথা ঘিসিং-পুত্র মন ঘিসিং তাঁর বাবাকে এত সম্মান দেওয়ার জন্য জিটিএ কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেছেন, 'আমি জিটিএ'র এই উদ্যোগে ভীষণ খুশি। আমি বাবার মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হতে পারিনি। তবে, তাঁর আদর্শ নিয়েই রাজনীতিতে লড়ছি।'

সতর্কতাকে তোয়াক্কা না করে রোহিণী ফলসে পর্যটকদের ভিড়। রবিবার। -সংবাদচিত্র

পরিস্রুত জল চায় ফুলবাড়ি

ফুলবাড়ি, ২২ জুন : ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কয়েকটি সৌরচালিত পানীয় জলপ্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে বেহাল বলে অভিযোগ। আয়রনের কারণে জল এতটাই ঘোলাটে আর দুর্গন্ধ যে, বাসিন্দারা ওই জল পান করতে পারেন না। কেবল বাসন কিংবা যানবাহন ধোওয়ার কাজে তাঁরা ওই জল ব্যবহার করেন। এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত সেই পানীয় জলপ্রকল্প ঠিক করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুনীতা রায় বলেন, 'আমার এলাকায় ৩০টি সৌরচালিত জলের ট্যাংক বসানো রয়েছে। একটি সংস্থা সেগুলি নিয়মিত দেখাশোনা করে। কারও এলাকায় ট্যাংকির জল নিয়ে যদি সমস্যা থাকে তাহলে সেটি আমাকে লিখিত আকারে অভিযোগ করুক। বাইরে বলে কিছু হবে না।'

ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বিকানগর, শান্তিপাড়া এলাকায় একাধিক সৌরচালিত জলপ্রকল্প রয়েছে। গত বছর ওই পানীয় জলের প্রকল্পগুলি করা হয়েছিল। এক একটি প্রকল্প করতে আনুমানিক সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। অম্বিকানগরের বাসিন্দা ছট্টু বাড়ুই বললেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সব জেনেও কিছুই করেন না। আশপাশের সমস্ত পানীয় জলপ্রকল্পের একই অবস্থা। এই জল কোনও কাজে লাগে না। প্রকল্পগুলি এক থেকে দেড় বছর আগে চালু হয়েছে। কিন্তু একটিরও 'পিউরিফায়ার' পরিষ্কার করা হয়নি। সেই কারণে জল ব্যবহারের অযোগ্য রয়েছে।'

জমি নিয়ে বিবাদে ধৃত

চোপড়া, ২২ জুন : চোপড়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তেলিগছ গ্রামে জমি নিয়ে বিবাদের জেরে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। স্থানীয় শুক্রু মহম্মদ ও ইসলামুদ্দিনের পরিবারের মধ্যে কয়েকবছর ধরে জমি নিয়ে ঝামেলা চলছে। এ নিয়ে আদালতে মামলাও চলছে। একাধিকবার সালিশি বৈঠকও হয়। শনিবার থেকে দুই পরিবারের সংঘাত চরমে ওঠে। রবিবারও দুই পরিবারের মধ্যে মারপিট হয়। জমি নিয়ে বিবাদের জেরে মাঠ থেকে ইসলামুদ্দিনের লোকজন শুক্রুর গোরু তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। অন্যদিকে ইসলামুদ্দিনের লোকজনের পালটা অভিযোগ, শুক্রু মহম্মদের বাড়ির লোকজন আটদিন আগে তাঁদের বাড়িতে হামলা করে। তাঁদের গালমন্দ করা হয় ও পাথর ছোড়া হয়। এই ঘটনায় দুজন জখম হয়েছেন। এঁদের প্রথমে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে একজনকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক রং লাগতে শুরু করেছে। ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন বলছেন, 'পুরোনো বিবাদের জেরে শুক্রু মহম্মদের ওপর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে।' যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব অভিযোগ মানতে নারাজ। তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'শুক্রু মহম্মদের পরিবার কংগ্রেস করে ঠিকই, তবে এঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।'

রক্তদান শিবির

বাগডোগরা ও চোপড়া, ২২ জুন : রবিবার বিভিন্ন এলাকায় রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হল। বাগডোগরা ইয়ং মেন্স স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন (বিওয়াইএমএসএ)-এর ৬৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এদিন রক্তদান শিবির করা হয়। শিবিরে ৭৬ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

শিবমন্দিরের একটি সংগঠনের তরফ থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা করা হয় আঠারোখাইয়ের সাধন মোড় সংলগ্ন রাধারঞ্জন প্রাইমারি স্কুলে। অন্যদিকে, চোপড়া ব্লকের ভৈষপিটায় রবিবার একটি বেসরকারি স্কুল প্রাঙ্গণে রক্ত ও চোখ পরীক্ষা শিবির হয়।

ফাড়াবাড়ি কামাখ্যা মন্দিরে অম্বুবাচিপুজো। ছবি : সূত্রধর

অম্বুবাচিতে ভিড় কামাখ্যা মন্দিরে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফাড়াবাড়ির নেপালিবস্তি এলাকার দশমহাবিদ্যা কামাখ্যা মন্দির এই রাজ্যের একমাত্র কামাখ্যা মন্দির। সমস্ত রীতিনিয়ম মেনে বিগত বছরগুলির মতো এবছরও অম্বুবাচি পুজো হল সেই মন্দিরে। অম্বুবাচিতে অসমের কামাখ্যা মন্দির দর্শনের আকাঙ্ক্ষা অনেকেরই থাকে। তবে সময়-সুযোগ সবসময় হয়ে ওঠে না। সেইসব পুণ্যার্থী ভিড় জমান শিলিগুড়ির কামাখ্যা মন্দিরে। মন্দিরের পুজো পরিচালন কমিটির সম্পাদক বিজয় রাই বলেন, 'রবিবার সকালে পুজোর পর দুপুর ২টা ৪৮ মিনিটে মন্দির বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ২৫ জুন রাত ২টা ৫৮ মিনিটে মন্দির খুলে দেওয়া হবে।'

মন্দির না খোলা পর্যন্ত কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হবে মায়ের মুখ। মন্দির বন্ধ থাকলেও এই ক'দিন মন্দির প্রাঙ্গণে চলবে ভজনকীর্তন। প্রসাদও বিতরণ করা হবে ভক্তদের। মন্দির খোলার পর অম্বুবাচির লাল কাপড়ও দেওয়া হয় ভক্তদের। জলপাইগুড়ি থেকে মন্দিরে এসেছিলেন বীণা রায়। তিনি বলেন, 'অসমের কামাখ্যা মন্দিরে কখনও যাওয়া হয়নি। তবে গতবছর থেকে এই মন্দিরে পুজোয় আসছি।' মন্দির কমিটির বাবলু পালের কথায়, ৫০-৬০ হাজার ভক্ত আসেন। কুমারীপুজোও হয়।

শিলিগুড়ি

চা গাছ ওপড়াল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা

মেখলিগঞ্জ, ২২ জুন : আবার ভারতীয় জমিতে রাতের অন্ধকারে হানা দিল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। এবার অভিযোগ উঠেছে প্রায় আড়াই হাজার চা গাছ উপড়ে ফেলার। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাগডোকরা ফুলকাডাবরির ঘেগিরডাঙ্গা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কাঁটাতারের ওপারে থাকা বাংলাদেশি এলাকা থেকে দুষ্কৃতীরা এসে জিরো পয়েন্ট লাগোয়া ভারতের জমি থেকে চা গাছ তুলে ফেলে দিয়েছে।

সেই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের নাম সঞ্জীব রায়। জানালেন, কয়েকদিন আগেই সেই চা গাছ লাগিয়েছিলেন তিনি। সঞ্জীবের দাবি, 'কাঁটাতারের বেড়া থেকে প্রায় এক কিলোমিটার ভেতরে দেড় বিঘা জমিতে প্রায় ২,৪০০টি চা গাছের চারা রোপণ করেছিলাম। সমস্ত গাছ তুলে ফেলা হয়েছে।' ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জলপাইগুড়ি সেক্টরের এক বিএসএফ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হবে এবং বিষয়টি বাংলাদেশের সীমান্ত নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী বিজিবিকেও জানানো হবে।'

রাস্তা নয়, যেন পুকুর

চাকুলিয়া, ২২ জুন : রাস্তার যেখানে-সেখানে বড় বড় গর্ত। বর্ষার জল জমে চাকুলিয়ার সাহাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাক্কা এলাকার সপাটবাড়ি মোড় থেকে বালাঞ্চা মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি যেন একটি আস্ত পুকুরে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে অনেক মানুষকেই যাতায়াত করতে হয়। জল জমায় চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের।

স্থানীয়দের দাবি, প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী সকলকেই যাতায়াত করতে হয়। প্রচুর যানবাহন চলে। রাস্তা খারাপ থাকায় প্রচুর দুর্ঘটনা ঘটে। একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটলেও রাস্তা সারাইয়ের ব্যাপারে কোনও প্রশাসনিক তৎপরতা দেখা যায়নি। কবে সংস্কারের কাজ শুরু হবে তা নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তবে বর্ষার পরে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে বলে গোয়ালপোখর-২'এর বিডিও সুজয় ধর জানিয়েছেন।

বক্সায় কমলা চাষে নয়া উদ্যোগ

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুন : একসময় সুনাম ছিল বক্সার মিষ্টি কমলার। আর এই কমলার খোঁজেই সান্তালাবাড়িতে ভিড় জমাতেন বিভিন্ন এলাকার পাইকাররা। এখন ভিড় কমেছে। তবে নভেম্বর মাস থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এখনও সেই পুরোনো ছবি খানিকটা হলেও দেখা যায়।

এখন বিভিন্ন এলাকার ফলের দোকানের সামনে দিয়ে গেলে শোনা যায় 'ভুটানের কমলা, ভুটানের কমলা।' শীত পড়তেই এই হাঁক শহরবাসীর কানে আসে। আর এই ভুটানি কমলার মাঝে হারিয়ে যেতে বসেছে বক্সার সুস্বাদু মিষ্টি কমলা। এই সুনাম শুধু আলিপুরদুয়ার নয়, একসময় ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। তবে সেই দিন অতীত। কয়েকজন কৃষকের হাত ধরে বক্সা পাহাড়ে টিমটিম করে জ্বলছে কমলা চাষ। তাই বক্সার কমলার পুরোনো সুদিন ফেরাতে উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন।

এবছর বক্সা পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামের ১০০ জন কৃষককে ১০ হাজার কমলা চারা দেওয়া হবে। কমলা চাষে আগ্রহ বাড়াতেই এই উদ্যোগ বলে বলছেন প্রশাসনিক কর্তারা। এবিষয়ে জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক দীপক সরকারের কথায়, 'গত বছর কিছু কমলা চারা বিলি করা হয়েছিল। তবে সেটা গোটা জেলাজুড়ে। একজন হয়তো দশটা চারা পেয়েছিল।' এবছর শুধু বক্সায় কমলা চারা বিলি করা হবে বলে জানান তিনি।

কালচিনি ব্লকের রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে একশোজন কৃষকের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেই তালিকা অনুযায়ী জুন মাস থেকে কমলা চারা দেওয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক।

এই খবরে বক্সা পাহাড়ের কমলাচাষিদের মধ্যে খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে। পাশাপাশি তাদের মুখে আশঙ্কা। ফলন ভালো হবে কি না সেই চিন্তা রয়েছে অনেকের। স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, বক্সার কমলা চাষের ইতিহাস অনেক পুরোনো। কমলার ইতিহাসের অভিশপ্ত সময় ১৯৯৩ সালের বন্যা। সেই সময় বক্সা পাহাড়ে প্রচুর কমলা গাছ নষ্ট হয়। পাশাপাশি সেসময় থেকে মাটির চরিত্র বদল হয়ে যায়। এই কথাগুলো উঠে এল লেপচাখা গ্রামের কমলাচাষি পাশাং দোরজি ডুকপার থেকে। তিনি বলেন, 'বর্তমানে অনেকেই কমলা চাষ বাদ দিয়েছে। ফলন ভালো নয়। গাছে পোকা ধরে। আর চারারও অনেক দাম।'

কমলাচাষিদের দাবি, জেলা প্রশাসন থেকে গাছের চারা দেওয়ার পাশাপাশি সেগুলোর কী সমস্যা হচ্ছে তার জন্যও যেন ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে বক্সা পাহাড়ের লেপচাখা, খাটা লাইন, ওছলুং, চুনাভাটির মতো এলাকায় কমলা চাষ হয়। এছাড়াও কেপলুং নদীর পাশেও বক্সার কিছু বাসিন্দা কমলা চাষ করে আসছেন।

বক্সার বাসিন্দারা জানালেন, প্রশাসনিক কর্তারা শুধু গাছের চারা দিচ্ছেন। কিন্তু কমলার সুদিন ফেরাতে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করা প্রয়োজনীয়। বক্সা বিকাশ অভিযানের সম্পাদক বিকাশ থাপার কথায়, 'বক্সার কমলা চাষের যে পরিস্থিতি ছিল, তা সময়ের সঙ্গে বদলে গিয়েছে। আগে কীটনাশক ছাড়াই ফল হত। এখন প্রচুর কীটনাশক দিতে হয়। আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে। সমস্যার মূল পর্যন্ত পৌঁছালে সমাধান করা সম্ভব।'

আত্মশুদ্ধি

তৃতীয় বিবাহবার্ষিকীর দিনই আইনি প্রক্রিয়ায় দাম্পত্যের বিচ্ছেদ হতেই দুধ দিয়ে স্নান করে আত্মশুদ্ধি করলেন তরুণ। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় এই ঘটনায় হতবাক স্থানীয়রা।

নিখোঁজ তরুণ

দেড় মাস ধরে নিখোঁজ হুগলি জাঙ্গিপাড়া থানা এলাকার তরুণ। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হল তাঁর স্ত্রী, শ্বশুর, শ্যালক ও ভায়রাভাইকে।

মায়ের ভূমিকা

মায়ের চোখের সামনে থেকে শিশুকে অপহরণ করার অভিযোগ হাওড়ার ডোমজুড়ে। ঘটনায় মায়ের ভূমিকায় সন্দেহ পুলিশের। অপহরণ নাটক না সত্যি। তদন্তে পুলিশ।

গণপিটুনি

পর্ণশ্রীতে গণপিটুনিতে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। জখম আরেক ব্যক্তি এসএসকেএমে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় গ্রেপ্তার ৮ জন। ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

প্লাস্টিক সরাতে পঞ্চায়েতের উদ্যোগ

কলকাতা, ২২ জুন : বিশ্ব প্লাস্টিক ব্যাগ মুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে ‘প্লাস্টিক দান’ শিবিরের উদ্যোগ নিয়েছে পঞ্চায়েত দপ্তর। আগামী ১ থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালন করা হবে রাজ্যজুড়ে। উদ্দেশ্য, রাজ্যকে প্লাস্টিকমুক্ত করা। কর্মসূচি অনুযায়ী, প্লাস্টিক ফেলে দূষণ ছড়ানোর পরিবর্তে সেগুলিকে শিবিরে এসে যাঁরা দান করবেন, তাঁরা প্রত্যেকেই পাবেন একটি করে কাপড়ের ব্যাগ।

দপ্তরের তরফে জেলাশাসকদের চিঠি পাঠানো হয়েছে। আগামী ২৫ জুন থেকে সচেতনতামূলক প্রচার শুরু হবে প্রতিটি ব্লকে। রাজ্যের প্রত্যেকটি ধর্মীয় স্থান, বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পর্যটন কেন্দ্রে এই কর্মসূচি পালনের নির্দেশ দিয়েছে দপ্তর।

ভাতা মামলায় ডিভিশন বেঞ্চে

কলকাতা, ২২ জুন : চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। একক বেঞ্চের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে যেতে চলেছে রাজ্য। এই অন্তর্বর্তী নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে বলে সূত্রের খবর। পাশাপাশি চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের একাংশও ইতিমধ্যেই আইনি পরামর্শ নেওয়া শুরু করেছে। এই মামলায় সংযুক্ত হয়ে তাদের বক্তব্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে চাইছে তারা।

গ্রুপ সি কর্মী বিক্রম পোল্লে বলেন, ‘আমরা আইনজীবীদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছি। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে মূল মামলায় যাতে সংযুক্ত হতে পারি এবং নিজেদের বক্তব্য জানাতে পারি সেই বিষয়ে মতামত নিচ্ছি। রাজ্য সরকারের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোনওরকম কথা হয়নি। আগে বিকাশভবনের এক আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনা চললেও এখন আমাদের সময় দেওয়া হয় না।’ সূত্রের খবর, একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। চলতি সপ্তাহে মামলা দায়ের করার সম্ভাবনা রয়েছে।

শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ

কলকাতা, ২২ জুন : রাজ্যের মোট ২০২৬টি স্কুলের গ্রন্থাগারে বই পাঠানোর নির্দেশিকা জারি করল শিক্ষা দপ্তর। স্কুলপিছু ১ লক্ষ টাকার বই পাঠানো হবে। পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য প্রকাশকের মাধ্যমে জেলা স্কুল পরিদর্শকদের এই বই দেওয়া হবে। মোট ৫টি সেটে বই পাঠানোর জন্য রাজ্যের ধার্য খরচ ২০ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। প্রথম সেটে বই পাঠানো হবে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, মালদা, শিলিগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুরে। তৃতীয় সেটে বই যাবে উত্তরবঙ্গের আরেকটি জেলা দক্ষিণ দিনাজপুরে।

বন্যাপ্রবণ এলাকায় ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য শিবির। রবিবার ঘাটালে। - পিটিআই

ঘাটাল ডুবছে, পরিকল্পনা চলছেই

দেবের মুখে ফের ‘৫ বছর’

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২২ জুন : লাগাতার বৃষ্টি ও ডিভিসির ছাড়া জলে দক্ষিণবঙ্গে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ঘাটালের পরিস্থিতি নিয়ে শাসকদলের মধ্যেও তাই যথেষ্ট চিন্তা রয়েছে। দীর্ঘদিনেও ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানকার সাংসদ দেবকে পাশে নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্য একাই এই প্ল্যান রূপায়িত করবে। কিন্তু এত বিশাল কাজ করতে বহু বছর সময় লাগবে। তাই এবারের দুশ্চিন্তা ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটকে ঘিরে।

গত এক সপ্তাহ ধরে বিজেপি নেতাদের কটাক্ষের উত্তর দিয়ে রবিবার ঘাটালের সাংসদ দেব বললেন, মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত হওয়ার সময়সীমা কমপক্ষে ৪-৫ বছর। দীপক অধিকারীর এই উত্তরে আবারও মাস্টার প্ল্যান নিয়ে সংশয়ে ঘাটালবাসী। ঘাটালবাসীকে আশ্বস্ত করে তাঁর বক্তব্য, ‘দুর্যোগের সময় সরকার এবং প্রশাসন আপনাদের পাশে সবসময় আছে।’ যদিও এদিন রাজ্য সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগ ২০২৭ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান শেষ করার আশ্বাস দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দেবের দাবি, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এই কাজ শুরুও হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রের অসহযোগিতার দিকে নিশানা করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে তিনি মন্তব্য করেন, ‘এই মাস্টার প্ল্যানে ৭৮ কিলোমিটার+৫২ কিলোমিটার নদীর ড্রেজিং থেকে শুরু করে বাঁধ, ব্রিজ, খালকাটা, খালের সংস্কার, কৃত্রিম নদী তৈরি করা, জমি অধিগ্রহণ সবই আছে। যার সময়সীমা কমপক্ষে ৪-৫ বছর। বিগত ১০ বছর ধরে লোকসভার সকল অধিবেশনে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের সপক্ষে সওয়াল করে এসেছি। অনেক চেষ্টার পরও কেন্দ্রীয় সরকার তাতে সাড়া দেয়নি।’

দেবের বক্তব্যে স্বীকারোক্তির ছাপ মিলেছে এদিন। তিনি লিখেছেন, ‘ঘাটালে বন্যা হওয়ার পর মানুষের অভিমান যথারীতি জনপ্রতিনিধিদের ওপরই হবে।’ অর্থাৎ জলমগ্ন পরিস্থিতি নিয়ে ঘাটালবাসী শাসক দলকে ভুল বুঝতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা। বিজেপি নেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায় এদিন ঘাটাল পরিদর্শন করে বলেন, ‘এই ঘটনা অমানবিক। সরকার নেই, প্রশাসন নেই, আছে শুধু একগলা জলে হাঁটতে থাকা অসহায় মানুষজন।’

তৃণমূল কংগ্রেসও কেন্দ্রের গাফিলতির দিকে আঙুল তুলেছে। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে তারা জানিয়েছে, গত ১২ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একাধিকবার আবেদন জানালেও কেন্দ্রীয় সরকার একটিবারও সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। চলতি অর্থবর্ষের বাজেটে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলেও আশ্বাস দিয়েছে শাসকদল। একইসঙ্গে ডিভিসি ৭১ হাজার কিউসেকেরও বেশি জল ছাড়ায় প্লাবিত হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক এলাকা। সেই দিকেই নিশানা করে ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনের পর সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, ‘কথা ছিল, ৬০ হাজার কিউসেক জল ছাড়বে ডিভিসি। চুক্তিকে মান্যতা দেয়নি তারা। ডিভিসিকে চিঠি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যের তরফে আপত্তি জানানো হয়েছে।’

এদিন ঘাটাল মহকুমা শাসকের দপ্তরে প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেছেন মানস। তাঁর অভিযোগ, ‘বন্যায় প্রায় ২২০৭ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। ৭৮ সালের আগে এরকম হড়পা আসেনি। ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের কাজও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী লাগাতার খোঁজ নিচ্ছেন।’ তবে স্থায়ী সমাধান কবে মিলবে, সেই নিয়ে সংশয়ে ঘাটালবাসী।

মমতাকে চিঠি দেবেন হিরণ

কলকাতা, ২২ জুন : বন্যাদুর্গত ঘাটালের জন্য সাহায্যের আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দিতে চান বিজেপির খড়্গপুরের বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। রবিবার ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি দেখতে সেখানে গিয়েছিলেন হিরণ। তিনি বলেন, ‘ঘাটালের পরিস্থিতির কথা জানিয়ে সোমবার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখব। ব্যক্তিগতভাবে মুখ্যমন্ত্রীকেও আমি চিঠি দিতে চাই।’

বিধায়কদের উপস্থিত থাকতে হুইপ জারি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ জুন : মঙ্গলবার বিধানসভার বাদল অধিবেশনের শেষদিন। তার আগে সোমবার বিধানসভায় উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার অধিবেশনে পূর্ণ সময় থাকার জন্য দলীয় বিধায়কদের জন্য হুইপ জারি করেছেন বিধানসভায় তৃণমূলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ। ওইদিন অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্ব, উল্লেখ এবং দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব রাখা হয়নি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল নিয়ে আলোচনায় অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর।

সোমবারই কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশ হবে। এই আসনটি তৃণমূল ধরে রাখতে পারবে বলেই আশা করছেন দলের শীর্ষনেতৃত্ব। তাই বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থেকে উপনির্বাচনে জয়ের উৎসবও পালন করতে পারেন। তৃণমূল সূত্রে খবর, বেলা ১টার মধ্যেই ফল প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাবে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিধানসভায় মিষ্টি বিতরণ করার পরিকল্পনাও রয়েছে শাসকদলের।

পাশাপাশি রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে সময়সীমা প্রায় শেষ পর্যায়ে। তাই সোমবার বিধানসভার অধিবেশন থেকেই বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

ইতিমধ্যেই রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ ও ঋণপত্র মিলিয়ে ৪ হাজার কোটি টাকা নিয়েছে রাজ্য সরকার। আরও ৪ হাজার কোটি টাকার জন্য সোমবারই রিজার্ভ ব্যাংকের বিডে অংশগ্রহণ করবে রাজ্য। বেলা ১টার মধ্যেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যাবে। ফলে বিধানসভার দ্বিতীয়ার্ধে বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

বিধানসভার শীতকালীন ও বাজেট অধিবেশনে দলীয় বিধায়কদের উপস্থিতির হার নিয়ে যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল শাসকদলের। বিধানসভায় পরিষদীয় দলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এই নিয়ে নিজেই উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। এবারের বাদল অধিবেশনে বিধায়কদের উপস্থিত থাকতে প্রথমেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। রবিবারই দলীয় বিধায়কদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সকলকে পূর্ণ সময় থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচেতক। মুখ্যসচেতকের নির্দেশ মনে করিয়ে দিয়ে বিধায়কদের বিধানসভায় উপস্থিত থাকতে জানিয়ে দিয়েছেন পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। শোভনদেববাবু বলেন, ‘সোমবার বিধানসভায় সবাইকে পূর্ণ সময় থাকতে বলা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিধানসভায় আলোচনা হবে। তাই বিধায়কদের থাকার প্রয়োজন।’

মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ বলেন, ‘বিধানসভার প্রতিটি অধিবেশনেই বিধায়কদের সম্পূর্ণ সময় থাকা উচিত। তবে শীতকালীন ও বাজেট অধিবেশনের থেকে বাদল অধিবেশনে বিধায়কদের উপস্থিতির হার যথেষ্ট সন্তোষজনক। আমরা চাই সব বিধায়ক আলোচনায় অংশ নিক।’

> “বিধানসভার প্রতিটি অধিবেশনেই বিধায়কদের সম্পূর্ণ সময় থাকা উচিত। তবে শীতকালীন ও বাজেট অধিবেশনের থেকে বাদল অধিবেশনে বিধায়কদের উপস্থিতির হার যথেষ্ট সন্তোষজনক। আমরা চাই সব বিধায়ক আলোচনায় অংশ নিক।’
>
> **নির্মল ঘোষ,** মুখ্য সচেতক

পরীক্ষায় ফের ফেল প্রায় ২০০ ওষুধ

কলকাতা, ২২ জুন : ফের গুণমানের পরীক্ষায় প্রায় ২০০টি ওষুধ ফেল করল। গত মাসে পরীক্ষার জন্য এই ওষুধগুলির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। পরীক্ষার পর কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ তালিকা প্রকাশ করেছে। তাতেই দেখা গিয়েছে, বহু অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ ফেল করেছে গুণমানের পরীক্ষায়। এর মধ্যে কলকাতা সেন্ট্রাল ড্রাগ ল্যাবে ২৭টি ওষুধ গুণমানে অনুত্তীর্ণ। এই ওষুধগুলির মধ্যে রয়েছে ট্যাবলেট, ইনজেকশন, ক্যাপসুল।

চলতি সপ্তাহেই একটি নামী বহুজাতিক ব্র্যান্ডের ওষুধের ভেজাল সংস্করণ পাওয়া গিয়েছিল। সেই ওষুধ প্রস্টেট ও কিডনি রোগীদের জন্য বিশেষ জরুরি। এছাড়াও এপ্রিল মাসের রিপোর্ট অনুযায়ীও গুণমান যাচাইয়ে ১৯৮টি ওষুধ ফেল করে। এই পরিস্থিতিতেই ১৮৮টি ওষুধ ফের গুণমানের যাচাইয়ে উত্তীর্ণ হয়নি। জানা গিয়েছে, এর মধ্যে বেশিরভাগ ওষুধই হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের সংস্থার। হিমচলপ্রদেশের ৪৪টি, গুজরাটের ২৩টি, উত্তরাখণ্ডের ২৩টি, মহারাষ্ট্রের ১৬টি, পঞ্জাবের ১২টি, মধ্যপ্রদেশের ১৩টি সংস্থার ওষুধ নকল। কোনও ক্ষেত্রে ইনজেকশনের ভায়ালে ভাসছে ক্ষতিকারক ব্যাক্টেরিয়া, কোনও ওষুধ পরিশোধিত জল দিয়ে তৈরি নয়, কোনওটা নামী সংস্থার ব্র্যান্ডের নাম জাল করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই এই নিয়ে কেন্দ্রের ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ রাজ্যগুলিকে নোটিশ দিয়েছে। রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলকেও সতর্কতার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করবে রাজ্য।

বাম আমলের ঘটনার রায় ২৯ বছর পর

কলকাতা, ২২ জুন : ১৯৯৬ সালের ঘটনায় প্রায় ২৯ বছর পর রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ওই সময় বামেদের দখলে থাকা কলকাতা পুরসভার তরফে ইডেন গার্ডেনসের ভিতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি) থেকে ৫১ লক্ষ টাকা কর চাওয়া হয়েছিল। এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দিল, পুরসভার দাবি করা বিজ্ঞাপন কর বেআইনি। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ‘ন্যায়বিচারের অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের হিসেব পুরসভা দেয়নি। সিএবিকেও সময় দেওয়া হয়নি। ইডেনের ভিতরের বিজ্ঞাপন নিয়ম অনুযায়ী পুরসভার করের আওতায় পড়ে না।’

ওই সময় কলকাতা পুরসভার মেয়র ছিলেন প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়। ১৯৯৬ সালে মার্চ মাসে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলার দিন মাঠের ভিতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল সিএবির তরফে। পুরসভার বক্তব্য ছিল, ১৯৮০ সালের আইনের ২০৪ ধারা অনুযায়ী এই বিজ্ঞাপন কর তাদের অধিকার। তা নিয়ে একক বেঞ্চ ও ডিভিশন বেঞ্চে মামলা চলে। সিএবির দাবি, ইডেন পাবলিক প্লেস নয়। পাবলিক প্লেসে বিজ্ঞাপন দিতে কর লাগে। তারা ইডেনের বাইরে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছে তার কর দিচ্ছে, ভিতরে দেওয়া বিজ্ঞাপন বাইরে থেকে কেউ দেখতে পায়নি। ইডেন কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তি। তাই স্থানীয় কর বসানো যায় না। ২৯ বছর পর আদালত ওই বিজ্ঞাপন করের বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে দেয়।

ইরানের ওপর আমেরিকার হামলার প্রতিবাদে রাজপথে এসইউসিআই। রবিবার। - আবির চৌধুরী

মমতা-হামিদুল্লাহর বৈঠক আজ

কলকাতা, ২২ জুন : সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ। প্রায় ৯ বছর পর বাংলাদেশের কোনও হাইকমিশনারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হতে চলেছে।

বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নির্যাতন, স্থাপত্য ভাঙচুর ও মনীষীদের অপমানের মতো অরাজক পরিস্থিতি নিয়ে দুশ্চিন্তায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র। সম্প্রতি বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত কাছারি বাড়ি ভাঙচুর করা নিয়ে যথাযথ তদন্তের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই হামিদুল্লাহর নবান্নে আসার এই সিদ্ধান্ত।

সূত্রের খবর, রবীন্দ্রনাথের বাড়ি ভাঙচুর নিয়ে ‘প্রকৃত তথ্য’ তুলে ধরতেই হামিদুল্লাহর কলকাতায় আসা। এছাড়াও সীমান্ত সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

পুণ্যস্নান করে ফেরার পথে মৃত ৫

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ২২ জুন : পুণ্যস্নান করে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় চার মহিলা সহ মোট পাঁচজনের মৃত্যু হল। গুরুতর আহত দুই নাবালক শিশু সহ একাধিক মানুষ। ঘটনাটি রবিবার মুর্শিদাবাদের কান্দির গোকর্ণ এলাকায় ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকালে প্রায় ১৮-১৯ জন সদস্যের একটি দল ট্রেকার ভাড়া করে বীরভূমের সাঁইথিয়ার আহমেদপুরের একটি পুকুরে পুণ্যস্নান করতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে কান্দি-বহরমপুরগামী রাজ্য সড়কের পাওয়ারহাউস সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, একটি ডাম্পার রাস্তার বাঁদিকে বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যাত্রীবাহী ট্রেকারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডাম্পারের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। বিকট শব্দে ট্রেকারটি সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি এসে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয়। বাকি একজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয়। মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বেডে শুয়ে আহত এক পুণ্যার্থী বলেন, ‘আমরা বীরভূমে স্নান করার জন্য গিয়েছিলাম। সেখানে পুজোও দিয়েছি। হঠাৎ ফেরার পথে এই কাণ্ড ঘটে।’ ট্রেকারের ড্রাইভারের জন্যই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করছেন প্রত্যক্ষদর্শী ইউনুস আলি মণ্ডল। খবর পেয়ে কান্দি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী এসে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে হাজির হন পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ। ঘটনার জেরে ওই রাস্তায় ব্যাপক যানজট হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেকারটিকে ক্রেনের সাহায্যে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

মৃতদের মধ্যে রয়েছেন বেণুরানি সরকার (৪৫), চম্পা সরকার (৪৩) শম্ভু সরকার (৪০), লালিতা সরকার (৫০) এবং ব্যঞ্জনা সরকার (৫৬)।

রথে জগন্নাথ দর্শনে ভিড় বাড়ছে দিঘায়

কলকাতা, ২২ জুন : দিঘার ‘জগন্নাথ ধাম’ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে। দিঘাগামী বাসের টিকিট বিক্রির হিসাব সেকথাই বলছে। গত কয়েকদিনেই বিক্রি হয়েছে ২০ লক্ষ টাকার বেশি টিকিট। লাভের অঙ্ক তিন লক্ষেরও বেশি। এনবিএসটিসি সূত্রে খবর, কলকাতা থেকে দিঘা যাতায়াতের টিকিট সবই শেষ। উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের মধ্যেও দিঘা ভ্রমণের আগ্রহ বেড়েছে। চন্দননগরের আলোর কারুকার্যে নীল-লাল-সবুজ রঙে সজ্জিত দিঘাকে দেখতে ছুটে আসছেন তাঁরাও। ট্রেন ও বাসের টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে। এর মধ্যেই এনবিএসটিসি টিকিটের ওপর ২৫ শতাংশ ছাড় দেওয়ায় তা পর্যটকদের কাছে একেবারে সুবর্ণ সুযোগ হয়েছে বলেই রাজ্য সরকারের দাবি।

শনিবার থেকেই দিঘার সাজসজ্জা শুরু করে দিয়েছে প্রশাসন। দিঘা স্টেশন থেকে পুরোনো দিঘার নেহরু মার্কেট পর্যন্ত গোটা রাস্তাকে মোড়া হচ্ছে রঙিন আলোয়। চন্দননগরের আলোক শিল্পীদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বসছে বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি দেওয়া আলোর পোস্টার। অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) সৌভিক চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রঙিন আলোতে

রথযাত্রায় সাজছে দিঘা। নেচার পার্ক ও তার সামনে থাকা জলাশয়গুলিতে থাকছে আলোর সাজসজ্জা। তবে জগন্নাথধাম শুধু নয়, রথযাত্রায় পর্যটকদের মূল আকর্ষণ কেন্দ্র ‘মাসির বাড়ি’ও। সৈকত সরণি সহ এই মাসির বাড়ির সাজসজ্জা শুরু হয়েছে। এর পাশাপাশি মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বর্ষার কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে বাঁশের পরিকাঠামো তৈরির কাজ। কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে আলোর দায়িত্বে থাকা শিল্পীদের সতর্কও করা হয়েছে। পর্যটন দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, ‘ধর্মীয় পর্যটনের মাধ্যমে দিঘার আর্থসামাজিক চরিত্র অনেকটাই বদলে গিয়েছে।’

৩০ এপ্রিল জগন্নাথধাম উদ্বোধনের সময় থেকেই আশার আলো দেখেছিলেন দিঘার ব্যবসায়ীরা। সেই আশা বজায় থাকবে, তার প্রমাণ দিচ্ছে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়। ৫০০ টাকার হোটেল রুম বিকোচ্ছে প্রায় ৩৫০০ টাকায়। বিক্রি বেড়েছে খাবারের দোকান সহ ছোট ছোট স্টলগুলিতেও।

উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলা শহর থেকে আসা দিঘাগামী বাসগুলিতে সিট বুকিংয়ের হিড়িক বাড়ছে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, মালদা ও রায়গঞ্জের পর্যটকদের। এনবিএসটিসি সূত্রে খবর, বাসের টিকিট বিক্রিতে এ পর্যন্ত লাভ হয়েছে ৩ লক্ষ টাকারও বেশি।

হাসপাতালে ভর্তি সৌগত

কলকাতা, ২২ জুন : রবিবার দুপুরে অসুস্থ হয়ে পড়লেন দমদমের তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। সপ্তাহখানেক ধরেই স্নায়ুর সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। বুকে তীব্র ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট শুরু হতেই এদিন তাঁকে ভর্তি করা হয় কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে। চলতি বছরে এই নিয়ে তৃতীয়বার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন সৌগত। প্রায় দু-মাস আগেই তাঁর হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচার করে পেসমেকার বসানো হয়েছিল। এদিন ফের অসুস্থ হয়ে পড়ায় দুশ্চিন্তার ভাঁজ তাঁর পরিবারের কপালে। সৌগতর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন দলের কর্মী-সমর্থকরা।

গত ৩০ এপ্রিল দিঘায় জগন্নাথ ধাম উদ্বোধনের দিন আড়িয়াদহের বিষ্ণুপ্রিয়া মন্দির উদ্বোধনে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় সৌগতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানেই তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। এদিন হাসপাতালে তাঁর একাধিক শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছে। চিকিৎসার জন্য গঠন করা হয়েছে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিমও। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ডিমেনশিয়ার সমস্যা রয়েছে সৌগতর। তবে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি এখন স্থিতিশীল। খতিয়ে দেখা হচ্ছে তাঁর স্নায়ুর সমস্যাও।

কালীগঞ্জে মেরুকরণের পরীক্ষা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ জুন : আগামী বিধানসভা ভোটে হিন্দু ভোটের মেরুকরণ হতে চলেছে কি না সেই ইঙ্গিত দেবে কালীগঞ্জের উপনির্বাচনের ফল। কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের ফলে বিজেপির লক্ষ্য দুটি। প্রথমত, ’২১-এর বিধানসভা ও ’২৪-এর লোকসভা ভোটে দলের ভোট শতাংশ ধরে রাখা। দ্বিতীয়ত, বাম-কংগ্রেসের ভোট যতটা সম্ভব কমিয়ে ফেলা। এই দুটি বিষয়ে সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে রাজ্য বিজেপির জন্য সদর্থক বার্তা। বিধানসভা ভোটে রাজ্যে বিজেপির সেনাপতি শুভেন্দু অধিকারী মনে করেন, ৪০ শতাংশ হিন্দু জনসংখ্যার কালীগঞ্জে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ হিন্দু ভোট বিজেপি পেলে আগামী বিধানসভা ভোটে মেরুকরণের রাজনীতিতে সাফল্য নিশ্চিত।

সোমবার কালীগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনের ফলে অগ্নিপরীক্ষা বিজেপির। কালীগঞ্জে হিন্দু, মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত প্রায় ৪৫:৫৫। ’২১-এর বিধানসভা ও ’২৪-এর লোকসভা ভোটে কালীগঞ্জে বিজেপির ভোটের বিশেষ নড়চড় হয়নি। দুই ভোটেই মোটের ওপর বিজেপির ভোট শতাংশ ছিল প্রায় ৩২ শতাংশ। কালীগঞ্জের প্রায় ১ লাখ হিন্দু ভোটারের নিরিখে বিজেপির ভোট প্রাপ্তি ৬০ হাজারের কিছু বেশি। অপারেশন সিঁদুর দিয়ে শুরু হওয়া মেরুকরণের রাজনীতি রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে আরও তীব্র হবে ধরে নেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে কালীগঞ্জের মতো ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশের হিন্দু ভোট যুক্ত বিধানসভাতে যদি দলের ভোট ধরে রেখে বাম-কংগ্রেসের ভোটে থাবা বসানো যায়, তাহলে রাজ্যের প্রায় ১৫০ সংখ্যালঘু প্রভাবিত আসনের অনেক হিসেব ওলটপালট করে দিতে পারবে বিজেপি। কালীগঞ্জে জেতার কোনও সম্ভাবনা না থাকলেও হিন্দু ভোটের অঙ্ক মাথায় রেখে তাই সেখানে দু-দফায় নিজে প্রচারে গিয়েছেন শুভেন্দু।

রাজ্যের ১৪৬টি বিধানসভা কেন্দ্রকে সংখ্যালঘু প্রভাবিত বলে মনে করা হয়। এই ১৪৬টি-র মধ্যে ’২১-এর বিধানসভা ভোটে তৃণমূল ১৩১ ও বিজেপি ১৪টি আসন পেয়েছিল। বিজেপি যে ১৪টি আসন পেয়েছিল, তার মধ্যে বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদ ছাড়া বাকি ১২টি আসনেই সংখ্যালঘু জনসংখ্যা ২০ থেকে ৩৫-শতাংর মধ্যে। ১৪৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে প্রায় ১০০টি আসনে সংখ্যালঘু জনসংখ্যা ৪০ শতাংশের মধ্যে। শুভেন্দু সহ বিজেপি নেতৃত্ব মনে করেন মেরুকরণের ফলে হিন্দু ভোট একজোট হলে এদের সিংহভাগ আসনে বিজেপি তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেবে। তবে তার জন্য বাম-কংগ্রেসের ভোটপ্রাপ্তি একটা বড় ফ্যাক্টর। সম্প্রতি কালীগঞ্জের প্রচার থেকে ফিরে শুভেন্দু বলেছেন, ‘এবার সিপিএম সেভাবে নামেনি। এটাই আমাদের প্লাস পয়েন্ট।’ সোমবার কালীগঞ্জের ফলে হিন্দু বাম ভোট ফের গেরুয়ামুখী হল কি না, সেদিকেও তাকিয়ে শুভেন্দু সহ বিজেপি নেতৃত্ব।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৬ সংখ্যা, সোমবার, ৮ আষাঢ় ১৪৩২

রহস্যে সংঘর্ষ বিরতি

সাড়ে তিন বছর চলার পরেও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার লক্ষণ নেই। অথচ ভারত-পাকিস্তান সাম্প্রতিক লড়াই সাড়ে তিনদিন না গড়াতেই বিরতি ঘোষণা হয়ে গেল। কার আন্তরিক চেষ্টায় সংঘর্ষ বিরতি সম্ভব হল, তা নিয়ে যেন বিতর্কের শেষ নেই। যুদ্ধবিরতির কৃতিত্বের দাবিদার অনেক। ঘটনার দেড় মাস পরেও সেই বিতর্ক অব্যাহত।

সম্প্রতি পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের দুটি বিবৃতি এই বিতর্ককে নতুন করে উসকে দিয়েছে। দুজনেরই সুপারিশ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে ভারত এবং পাকিস্তানকে সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, তাতে নোবেল শান্তি পুরস্কার তাঁরই প্রাপ্য হওয়া উচিত। যদিও শরিফ-মুনিরের প্রস্তাব নিয়ে খাস পাকিস্তানেই বুদ্ধিজীবী-লেখক-সাংবাদিক মহলে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

যুদ্ধবাজ বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর শাগরেদ কোন যুক্তিতে নোবেল শান্তি পুরস্কারের দাবিদার হতে পারেন- এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। হয়তো ট্রাম্পকে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে পাকিস্তানের এটা চাল হতে পারে। সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। আগে সংঘর্ষ বিরতির তথাকথিত স্বঘোষিত কারিগরকে নিয়ে আলোচনা করতে হলে গত ১০ মে বিকেলের ঘটনাপ্রবাহে নজর রাখা জরুরি।

পহলগামে হামলার বদলা ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর' চলে ৭ মে ভোররাত থেকে ১০ মে বিকেল পর্যন্ত। সেদিন বিকেলে টিভিতে ছিল দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা- এক) রাত আটটায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণ এবং দুই) সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ট্রাম্পের সাংবাদিক বৈঠক। এরমধ্যে ব্রেকিং নিউজ হয়ে গেল যে, হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর, ভারত ও পাকিস্তান দু'পক্ষই সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়ে গিয়েছে।

সংঘর্ষ বিরতির এই ঘোষণায় দেশবাসী হতভম্ব। সংঘর্ষ হল ভারত-পাকিস্তানের আর সংঘর্ষ বিরতির খবর কি না ঘোষণা করা হচ্ছে আমেরিকা থেকে। স্বভাবতই চরম বিভ্রান্তি। সন্ধ্যায় মার্কিন প্রেসিডেন্টও সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করলেন, মোদি-শরিফকে তিনিই সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি করিয়েছেন এবং তাতে পরমাণু যুদ্ধ ঠেকানো গিয়েছে। দেশবাসী বেশ ধাঁধায় পড়লেন। পাকিস্তানের প্রস্তাবে ভারত রাজি হয়েছে নাকি ট্রাম্পের মধ্যস্থতাতেই হল?

রাত আটটায় মোদি দাবি করলেন, পাকিস্তানই সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব দিয়েছে। মানুষ আরও বিভ্রান্ত হল। রহস্য আরও ঘনীভূত হল। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগল, পহলগামের বদলা হিসেবে যখন পাকিস্তানকে কোণঠাসা করার মোক্ষম সুযোগ পাওয়া গেল, তখন ট্রাম্পের কথায় কেন তড়িঘড়ি মোদি যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়ে গেলেন? ভারতের অনেকের মনোভাব ছিল, সুবর্ণ সুযোগ যখন পাওয়াই গিয়েছে, তখন আরও কয়েকদিন লড়াই করে পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনর্দখল করাই উচিত।

তারপরে গত দেড় মাসেও সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে চর্চা বন্ধ নেই। মোদি মাঝেমধ্যেই দাবি করেন, পাকিস্তান প্রথম প্রস্তাব দিয়েছিল। ট্রাম্পের পালটা দাবি, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের টোপ দিয়ে তিনি ভারত ও পাকিস্তানকে লড়াই থেকে বিরত করেছেন। হালে মোদি-ট্রাম্পের দীর্ঘ ফোনালাপ হলেও পরিস্থিতি সেই একই। মোদি যা-ই দাবি করুন না কেন, ট্রাম্প নিজের বক্তব্যে অবিচল।

গত দেড় মাসে সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে বহুবার নিজের ঢোল পিটিয়েছেন তিনি। সদ্য শরিফ ও মুনিরের নোবেল প্রস্তাব শোনার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট আবারও দাবি করেছেন, তিনিই সংঘর্ষ বিরতির রূপকার। ট্রাম্প-শরিফ-মুনির একরকম বলছেন আর মোদি বলছেন উলটো কথা। তাহলে কোনটা সত্যি? রহস্যের কিনারা হল না। ট্রাম্পকে যতই ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে দাবি করুন মোদি, তাঁর মানসম্মান নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মাথাব্যথা নেই।

সুতরাং বিষয়টি নিয়ে যত তর্জা চলবে, মুখ পুড়বে মোদিরই। বিশ্ব ইতিহাসের বহু রহস্যের যেমন কিনারা হয়নি, ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির মূলে কে, সেই প্রকৃত সত্যটি হয়তো অজানাই থেকে যাবে।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা- সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

মানুষই লিখছে উত্তরের নদীর এপিটাফ

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহরের মাঝে বয়ে চলা নদীর অস্তিত্ব বিপন্ন। আলোচনা চলে, বাঁচানোর ভালো সিদ্ধান্ত হয় না।

তুহিনশুভ্র মণ্ডল

অন্তত দুই দশক হয়ে গেল উত্তরবঙ্গে 'নদী ভালো নেই' কথাটা বলতে শুরু করার। জলপাইগুড়ির পরিচয়ের সঙ্গে মিশে থাকা দুই নদী করলা ও তিস্তার সঙ্গে অতি সম্প্রতি দেখা হওয়ার পর আবার মনে হল কথাটা। নতুন একটি শব্দবন্ধ নদী গবেষকরা ভীষণ ব্যবহার করছেন। তা হল 'নদীর স্বাস্থ্য' বা রিভার হেলথ। এই বর্ষাতেও যদি তিস্তা-করলার স্বাস্থ্যের রিপোর্ট প্রকাশ করা যায়, মুখ লুকোনোর জায়গা পাওয়া যাবে?

২০১১ সালের ১৩ মে করলা নদীর জলে কী পাওয়া গিয়েছিল? মনে আছে, করলা প্রসঙ্গে গুয়াহাটি আইআইটির রিপোর্ট? বলা ছিল, করলার জলে অ্যাসিডের পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি। প্রতিশ্রুতি ছাড়া কী দিল জলপাইগুড়ি পুরসভা?

যতটা কথা খরচ হয় করলা-তিস্তাকে নিয়ে, তার একবিন্দুও খরচ হয় না গদাধর, পাঙ্গা এবং ধরধরা নদী নিয়ে। অথচ জলপাইগুড়ির রায়কতপাড়া দিয়ে বয়ে যাওয়া ধরধরা নদীর অস্তিত্বই নেই হয়ে যেতে বসেছে। জলের দেখা পাওয়াই দুষ্কর। নদীর পাড়ে নাগরিক সভ্যতার আবর্জনা। নাগরিক সমাজ সেই নদীর খোঁজ রাখে না!

এই অবস্থা কি শুধু ধরধরার? কোচবিহার জেলার নিশিগঞ্জের আমতলা নদীর নয়? নদীটা ভাগাড়ে পরিণত। সেতুর নীচে আবর্জনার স্তূপ। কেমন অবস্থা ময়নাগুড়ির কাছে খট্টিমারির সানিয়াজানের? নদীখাত চেনা যায় গ্রামের মানুষের কথায়। নদীর জলে নয়।

আলিপুরদুয়ার জেলার রায়ডাক-১, রায়ডাক-২, সংকোশ নদী দেখে ফেরার পথে দেখা হয়েছিল সংকোশের উপনদী জোড়াইয়ের সঙ্গে। নদী বলে চেনা যায় না। নোনাই নামের পত্রিকা আছে। ক'দিন গিয়ে নোনাই নদীর জলের কাছে নিজের কান্না জমা করে আসে মানুষ। যে দেশি মাছ পাওয়া যেত, তাদের হত্যা করে কী নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে মানুষ!

কোচবিহার শহরের পাশেই মরাতোর্ষা নদী। যা তোর্ষা নদীর প্রধান খাত ছিল। এখন আবর্জনা আর পরিপোষক ঘটিত জল দূষণে সেই নদী মরেই গিয়েছে। নিজেদের উদ্যোগে মরাতোর্ষার প্রায় ২৫ কিলোমিটার সাফাই করেছিল মানুষ। যদি প্রশাসনিক উদ্যোগ নদী পুনরুজ্জীবনে না দেখা যায়, তাহলে যারা প্রকৃতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নদী সাফাই করল, তাদের মনে নিরাশাবাদের জন্ম হয়। নাগরিক প্রকৃতি চেতনায় গণকবর দেওয়া হয়। তার দায় কার?

দিনহাটার বানিয়াদহের পরিচয় আজ নদীভাঙন, নাব্যতা হ্রাস, দূষণ আর অবৈধ উপায়ে মাছ ধরার জন্য। হারিয়ে গেল বানিয়াদহ নদীর দেশি মাছ। কোচবিহারে তোর্ষা নদীর পাড়ে গাড্ডা বাড়িতে আবর্জনা ক্ষেত্রের বর্তমান পরিস্থিতি কী? কে খোঁজ রাখে? কোচবিহারে একসময় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ঘরবাড়িবিহীন বোর্ড দেখা যেত। এখন আর দেখা যায়? প্রশ্নও করে না কেউ। উত্তর মিলবে না জানা কথা যে! কী দরকার? হরিণঘাটায় একটা আছে তো!

আবার ওদিকে মালদায় ফুলহর নদীর ভাঙন নিয়ে গবেষণা হবে। ভাঙন রোধে অর্থনৈতিক বরাদ্দ নিয়ে কটাক্ষ হবে, কাদা ছোড়াছুড়ি হবে, রাজনৈতিক তর্জা হবে কিন্তু মিলিত যৌথ সিদ্ধান্ত হবে না। রতুয়ার মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি, হরিশ্চন্দ্রপুরের ইসলামপুর ও দৌলতপুরের মানুষের দুর্ভোগ শেষ হবে না। শুধু গোটা কয়েক ত্রিপল আর শুকনো খাবার বিলি হবে ক'দিন। আগামীতে গঙ্গা ও ফুলহর মিলে গেলে মালদার কী হবে? ভাবনা নেই। প্রয়োগের চিন্তা তো দূরস্থান। মালদার কালিন্দীর প্রবাহ যে অবরুদ্ধ হয়েছে, বেহুলার দূষণ যে সর্বগ্রাস, মহানন্দা দখল করে যে ঘরবাড়ি হচ্ছে নদীর অভিভাবক, অভিভাবিকা আছে? নেই।

দায়হীন ও চেতনাহীন অভিভাবকত্বে তাই গঙ্গারামপুরের ব্রাহ্মণী নদী মরে যায়, কামারপাড়ায় ঘুসকি নদীর পুনরুজ্জীবনে অনুমোদিত অর্থ বেপাত্তা হয়, রাবার ড্যামের নাগপাশে পুনর্ভবা, টাঙন মৃত্যুর পরোয়ানা লেখা হয়। ধারাবাহিক দাবি তোলে নদীকর্মীর দল, কিন্তু সমাধানের কোনও প্রভাতসংগীতের অস্ফুট সুরও ভেসে আসে না।

শিলিগুড়ির সূর্য সেন সেতুর (মহানন্দা সেতু) নীচের খাটালের মহাগন্ধা মহানন্দায় পার্শ্ববর্তী রাস্তা ঠিকঠাক করতে গিয়ে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে যেভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে, চম্পাসারি থেকে একটু এগিয়ে সমরনগরের মহানন্দাকে যেভাবে অবরুদ্ধ করে রেখেছে ব্রিজ নির্মাণের পাহাড়সম উপকরণ, মহানন্দা নতুন বিপদ শিলিগুড়ির জন্য বয়ে আনবে না কে বলতে পারে? তবু আমরা মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে লুকোচুরি খেলব। তিস্তার ঘোলা জল, ভাঙন প্রবণতা বৃদ্ধি নিয়ে উদাসীন থাকব। শহর ছাড়িয়ে বালাসন ও মহানন্দা যেখানে মিলছে সেখানে কোন নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, আর কে কার জল নিচ্ছে, খোঁজ নিয়ে লাভ কী? সিংহাসনের সুনিশ্চিতকরণে কি নদীর জল লাগে? লাগে না। সে তো লাগে মানুষের বিবাহে। মৃত্যুতে। রাজনীতির পালাবদলে ভোটের জল লাগে না তো!

বালাসনের বালি তোলার কাজগুলো কি নিয়মে চলে? ডায়না, চেল, লিস, ঘিস নদীতে অবাধে বালি তোলা, তিস্তা সহ ১১টি নদীতে বালি, বজরি, পাথর তোলার গ্রিন ট্রাইবিউনালের স্থগিতাদেশ কেন? কোথায় সমস্যা? সমাধান তো নেই-ই উলটে দোষ চাপানো পর্ব ও নদী এবং প্রকৃতি হত্যার ধারাবাহিকতা জারি।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র খনিজ আইন ২০০২-এর পঞ্চম ধারা অনুযায়ী নদীবক্ষের দু'পাশে ২০০ মিটারের মধ্যে কোনও খনিজ নদীগর্ভ থেকে তোলা যায় না কিন্তু এই আইনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখানো হচ্ছে। অবৈধভাবে খনিজ তুলে নেওয়া হচ্ছে। ফলে নদীপথের গতিশীল ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। বর্ষায় নদীভাঙনের পরিমাণ প্রকট হচ্ছে। এছাড়া ভূমিধসের পরিমাণও বাড়ছে।

সরকারি নির্দেশিকার ফাঁক দিয়ে জলঢাকা সহ অন্যান্য নদীতে পাথর তোলার অনিয়ম, আলিপুরদুয়ার জেলার পানা ও বাসরা নদীতে পাশাখা শিল্পাঞ্চলের দূষণ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার দিক নির্দেশ করে। সেসব নিয়ে কবে সমাধান হবে?

জলস্রোতের শব্দ অথবা জলপ্রবাহের প্রাবল্যে (বন্যার সময় ছাড়া) কোন নদীর অবস্থান, কোথায় তার সেরা দশের তালিকা করতে বসেছিলাম। তাতে কিছু সময়ের তিস্তা, নাগরাকাটা অংশের জলঢাকা (ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ির মাঝের জলঢাকা নয়), বর্ষার সময়কার কিছুদিন আগের আত্রেয়ী, মালদা সংলগ্ন গঙ্গার কিছু সময়ের দৃশ্য ছাড়া আর কোনও ছবি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। জল থাকলে তবু জল দূষণের বিষয়টা আসে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের অনেক নদী যে ক্রমশ জলশূন্য হয়ে গিয়েছে অথবা হচ্ছে কিংবা হতে চলেছে তার কী হবে? শুকনো টাঙন, শুকনো জয়ন্তী দেখলে নদীর নতুন সংজ্ঞা লিখতে হবে নিশ্চিত।

ধূপগুড়ির বামনি, ময়নাগুড়ির জরদা, শিলিগুড়ির ফুলেশ্বরী, সাহু, জোড়াপানি, পঞ্চনই ইত্যাদি পুনরুজ্জীবনের আলোচনা হয়। ওইটুকুই। আমরা যদি সময়ের দাবি অনুযায়ী মাগুরমারি, লচকা (দার্জিলিং জেলা), কাঞ্চন (উত্তর দিনাজপুর), শ্রীর (দক্ষিণ দিনাজপুর) মতো উত্তরের অসংখ্য ছোট নদী পুনরুদ্ধার করে নিজস্ব কলকল স্রোত ফিরিয়ে দিতে পারি তবেই তো সভ্যতার প্রতি আমাদের ঋণ স্বীকার করা হবে।

কিছুদিন আগে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকার স্মৃতি মনে পড়ে গেল। শিরোনাম ছিল 'রিভার-এ লিভিং বিইং'। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নদী একটি জীবন্ত সত্তা, প্রাণের অধিকারী তা মানতে চাওয়া হয় কি? তাহলে আত্রেয়ী নদীতে বালুরঘাটের অংশে লো ড্যাম দেওয়া হল কেন? স্থানীয়দের আপত্তিকে না শুনে। যারা পার্শ্ববর্তী দেশের রাবার ড্যাম ইস্যু সবার প্রথমে চিহ্নিত করল, তাদের কাছে শোনাই হল না, স্থানীয়রা কী চান। যার প্রাণ আছে (এক্ষেত্রে নদী), তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তার ভালো করা যায়? অতএব ভাটিতে ফল ভুগছে বালুরঘাট।

উত্তরবঙ্গের আন্তঃসীমান্ত নদীগুলির দাবি, ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনে উত্তরবঙ্গের নদীর যথাযথ গুরুত্বের কথা কবে উঠে আসবে? নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে গত কয়েক বছরে বেশ কিছু ইতিবাচক কাজে আক্ষরিক অর্থেই আশায় বুক বেঁধেছিলেন নদীকর্মীরা। সেখানেও জন্ম নিয়েছে হতাশা।

তাহলে কি এখনই উত্তরের মানুষ লিখতে শুরু করবে নদীর এপিটাফ? হতাশ হয়ে লাভ নেই। নদী উৎসবের মধ্য দিয়ে, বুকের মধ্যে ক্লোরোফিল জন্ম দিয়ে, সবুজ চেতনা ফিরুক। চেতনা ফিরুক জলের কাছে, নদীর কাছে, জীবনের কাছে।

(লেখক বালুরঘাটের বাসিন্দা। শিক্ষক ও পরিবেশকর্মী)

আজ

১৯৫৩

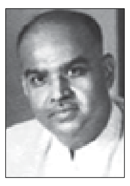

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৩৬

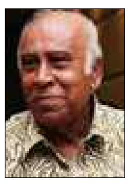

কিংবদন্তি ফুটবলার পিকে ব্যানার্জি জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দৃঢ় এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বকে ধন্যবাদ। আমরা শান্তি চাই বলেই ইরানের নিউক্লিয়ার শক্তিকে পুরোপুরি ধ্বংস করেছি। এটা আমাদের অবিশ্বাস্য সাফল্য। আমাদের কমান্ডার ইন চিফের নির্দেশ পালন করতে আমরা ফোকাসড ছিলাম।

- পিট হেগসেথ
(আমেরিকান ডিফেন্স সেক্রেটারি)

ভাইরাল/১

ক্লাসরুমে শিক্ষকের ঘুমোনোর ভিডিও ভাইরাল। মহারাষ্ট্রের এক স্কুলে ক্লাস চলছে। পড়ুয়াদের সামনে চেয়ারে গা এলিয়ে পা দুটি টেবিলের ওপর তুলে ঘুমোচ্ছেন শিক্ষক। হঠাৎ আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়েন। তদন্তে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

ভাইরাল/২

রাস্তার মাঝে চলছে কামড়াকামড়ি। দুজনের মারামারিতে যানজট। জাতশত্রু কুকুরও তাদের কাছে ঘেঁষতে পারছে না। কয়েকজন লাঠি নিয়ে থামানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু কেউ ছাড়ার পাত্র নয়। দুই বিড়ালের ভয়ংকর যুদ্ধের সাক্ষী নেটদুনিয়া।

জনমন
জনমত

প্রফুল্ল রায়ের লেখার অস্ত্র ছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতা

জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই অনেক সময় কোনও কোনও লেখককে বড় করে তোলে। একসময় ভারত নামক এই বিশাল দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরেছেন সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়। শুধুই কি ঘুরেছেন! আসলে দেখেছেন ঝাঁ চকচকে ভারতের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আরেকটা ভারতকে, এদেশের পিছিয়ে থাকা দরিদ্র, শোষিত মানুষকে জানার মাধ্যমে জেনেছেন আসল ভারতকে। দেশকে এই নিবিড়ভাবে জানা এবং তার জীবনধারাকে উপলব্ধি করার স্পর্শ ও গন্ধ তাঁর লেখায় পাওয়া যেত।

দেশভাগ প্রত্যক্ষ করেছেন এমন মানুষ, এমন লেখকরা আমাদের আশপাশে সংখ্যার দিক থেকে নগণ্য এখন। আমরা ইয়াং জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা হয়তো কল্পনাতেই আনতে পারি না দেশভাগ শব্দের ব্যাপ্তি কতটা। প্রফুল্লবাবু শুধু দেশভাগই দেখেননি, সেইসঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছেন অনুপ্রবেশ ও পুনর্বাসন সমস্যা, দাঙ্গা, অসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক অবিশ্বাস সহ নানা ভাঙন ও বিপর্যয়কেও। ফলে সেই অভিজ্ঞতা এসেছে তাঁর লেখায়। দেশভাগের আগে ও পরে বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মুম্বই, লখনউ, যেখানে দাঙ্গা হয়েছে তাঁর পটভূমিকায় গল্প, উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু দেশভাগ কিংবা দাঙ্গাতেই তাঁর লেখা শেষ হয়ে যায়নি। দেশভাগের পর নানা সংকটে বিপর্যস্ত মানুষ এবং নতুন সমাজবিন্যাসও তাঁর লেখায় এসেছে।

প্রফুল্লবাবু লিখেছেন অনেক, কিন্তু একটি অনাড়ম্বর ও সাবলীল ভঙ্গি তাঁর সব লেখাতেই আছে। তাঁর পাঠকও ছিলেন প্রচুর মানুষ, ফলে স্বাভাবিকভাবে পাঠকদের পছন্দের ভিন্নতাও থাকবে। তবু যদি তাঁরর বিপুল সাহিত্য থেকে একটি বই বেছে নিতে বলা হয়, আমি 'আকাশের নীচে মানুষ' বইটা বেছে নেব।

অরিন্দম ঘোষ
মাস্টারপাড়া, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

চা মহল্লায় শ্রমিক বিদ্রোহের ৭০ বছর

১৯৫৫-র ২৫ জুন মার্গারেটস হোপ চা বাগানে শ্রমিকদের ওপর গুলি চলে। নিহত হন ৬ জন। দু'দিন পরেই সে দিন।

নবেন্দু গুহ

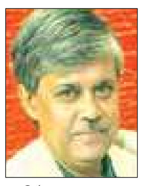

মার্গারেটস হোপ। কার্সিয়াংয়ের কাছেই ছোট্ট সুন্দর এই চা বাগান। মালিকপক্ষের অত্যাচার বন্ধ করা, কর্মক্ষেত্র এবং বাসস্থান এলাকাতে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখা, কথায় কথায় কাজ থেকে অকারণে বিনা মজুরিতে বসিয়ে দেওয়া, গায়ে হাত দেওয়া, মজুরি বৃদ্ধি করা, কোম্পানির বার্ষিক লভ্যাংশ থেকে শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া সহ বিভিন্ন ন্যায্য দাবিতে শ্রমিকরা আন্দোলনে শামিল হন। সেই সময় এখানে আরও একটি কালা কানুন চালু ছিল। কোনও শ্রমিককে নিতান্তই অকারণ ম্যানেজারের ব্যক্তিগত পছন্দ না হলে চা বাগানগুলিতে 'হাট্টাবাহার' শাস্তির বিধান ছিল। শাস্তিপ্রাপ্ত সেই শ্রমিককে সেই চা বাগান থেকে বহিষ্কার করা হত। কোনও কারণ না দেখিয়েই। সেই শ্রমিক যাতে অন্যত্র কাজ না পান সেই ব্যবস্থাও করা হত। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মর্জিমাফিক সময়ে সেই শাস্তিপ্রাপ্ত শ্রমিক ফের তাঁর বাগানে প্রবেশের অনুমতি সহ কাজে যোগ দিতে পারতেন।

তবে এসব সহ্য করতে শ্রমিকরা রীতিমতো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৫৫ সালের ৮ মে ১৪ দফা দাবি সংবলিত পত্র তাঁরা মালিকপক্ষের কাছে জমা দেন। মালিকপক্ষ ব্যাপারটাকে গুরুত্বই দেয়নি। এর জেরে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। ১৯৫৫ সালের ৫ জুন পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা দার্জিলিংয়ের জিডিএনএস হল-এ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন। ওই বৈঠকে গোর্খা লিগ এবং সিপিআই নেতারা মূলত শামিল হয়েছিলেন। ২২ জুনের মধ্যে শ্রমিকদের দাবিগুলি মালিকপক্ষ মেনে না নিলে ধর্মঘট করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। শেষপর্যন্ত অবশ্য সেটাই হয়। মার্গারেটস হোপ চা বাগানের শ্রমিকরা ২৫ জুন ধর্মঘট শুরু করেন। কাজে যোগ না দিয়ে মিছিল করেন। পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়া শুরু করলে পুলিশ গুলি চালিয়ে দেয়। পুলিশ গুলি চালালে জিতমান তামাং, পদমলাল কামি, শোভা রাইনি, ইচ্ছা সুনোয়ার, অমৃত কামিনী ও কালে লিম্বুর প্রাণ যায়। ২৫০ চা শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। স্বাধীন ভারতবর্ষে কোনও চা বাগানে সেই প্রথম গুলিচালনার ঘটনা ঘটেছিল।

এর আগে অবশ্য ১৯২১ সালে অসম এলাকার চা বাগানের শ্রমিকরা 'মুলুক চলো' আন্দোলন শুরু করেন। মালিকপক্ষের অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে দলে দলে চা শ্রমিকরা নিজ নিজভূমে ফিরে যাবেন বলে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এই অধ্যায় 'চারগোলা এক্সোডাস' হিসেবেই খ্যাত। ১৯২১ সালের ২০ মে চাঁদপুর জাহাজঘাটা এবং চাঁদপুর রেলস্টেশন চত্বরে হাজার হাজার চা শ্রমিক জমায়েত হন। ভুল বুঝিয়ে, লোভ দেখিয়ে তাঁদের বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে অসমে নিয়ে আসা হয়েছিল। 'গাছ নাড়ালে টাকা পড়ে' বলে তাঁদের লোভ দেখানো হয়েছিল। সরল মনোভাবাপন্ন আদিবাসীরা এ কথা বিশ্বাস করে নিজভূমি ছেড়ে অসম এসেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁদের স্বপ্নভঙ্গ হয়। মালিকপক্ষ এতে চিন্তায় পড়ে যান। ভয় দেখিয়ে শ্রমিকদের বাগানে ফেরত আনতে হবে। অতএব চালাও গুলি। কত রাউন্ড গুলি চলেছিল, তার হিসেব নেই। গুলিবর্ষণের ফলে কত চা শ্রমিক প্রাণ হারান, তারও হিসেব মেলেনি। আজ চা বাগানে হয়তো গুলি চলে না, কিন্তু বরাবরের সঙ্গী শ্রমিকদের সেই দুঃখও কিন্তু সমানে চোখ রাঙিয়েই চলেছে।

(লেখক সাংবাদিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭৩

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। জমির চৌহদ্দি বা প্রান্তভাগ ৪। হাত দিয়ে আঘাত, থাপ্পড় ৫। বন্যপ্রাণী খরগোস ৭। উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত ৮। রামায়ণে মায়াবী ও দুন্দুভির বোনের নাম ৯। জানলা, গবাক্ষ ১১। সংগীতে কোকিলের কণ্ঠ থেকে যে স্বর এসেছে ১৩। শিরদাঁড়া বেঁকে গেলে যে অবস্থা হয় ১৪। গাছের ছাল ১৫। যোগ্য বা উপযুক্ত।

উপর-নীচ : ১। সূচিকর্ম বা সেলাই ২। আর কোনও উপায় নেই, নিরুপায় ৩। আসবাবপত্র বা উপকরণ ৬। রাত হতে পারে, মহিলাও হতে পারে ৯। পরিচিত একটি সবজির নাম ১০। কমজোর, পড়ে যেতে পারে ১১। অসার, শক্তপোক্ত নয় ১২। সুন্দর বা মধুর।

সমাধান ■ ৪১৭২

পাশাপাশি : ১। মিসিবাবা ৩। চাকলা ৫। ইলশেগুঁড়ি ৭। লোপাট ৯। মনোজ ১১। অপরাজিতা ১৪। কণিকা ১৫। মনোহর।

উপর-নীচ : ১। মিশকালো ২। বালাই ৩। চালশে ৪। লাকড়ি ৬। গুঁড়ানো ৮। পাদপ ১০। জলকর ১১। অবাক ১২। রাধিকা ১৩। তালিম।

বিন্দুবিসর্গ

ইরানের ‘জবাব’ নিয়ে শঙ্কায় পশ্চিম এশিয়া

তেহরান, ২২ জুন : আমেরিকার হামলায় রবিবার কার্যত ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ইরানের ৩টি পরমাণুকেন্দ্র। ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধে আমেরিকার অনুপ্রবেশের ফল কী হতে চলেছে এবার সেই হিসাব কষার পালা।

মধ্যপ্রাচ্যে চলতি সংঘাতের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এর প্রভাব যে সুদূরপ্রসারী হবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। আমেরিকা হামলা চালালেও জবাবে এদিন কোনও মার্কিন পরিকাঠামো বা সেনাঘাঁটিকে নিশানা করেনি ইরান। ইরানি রেভলিউশনারি গার্ডের যাবতীয় হামলা পরিচালিত হয়েছে ইজরায়েলের শহর তেল আভিভ লক্ষ্য করে। যার জেরে গত ১০ দিনের মধ্যে সেখানে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে ইরানের সম্ভাব্য হামলার আশঙ্কায় শুধু মধ্যপ্রাচ্যের ঘাঁটিগুলিতে নয়, খোদ মার্কিন ভূখণ্ডেও সতর্কতা জারি করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক সহ আমেরিকার সব বড় শহরে হাই অ্যালার্ট ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, আমেরিকায় সরাসরি হামলা চালানো কঠিন হলেও ইরানের পক্ষে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত মার্কিন সেনা ও পরিকাঠামোকে নিশানা করা অসম্ভব নয়। এজন্য তাদের কাছে পর্যাপ্ত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। ইরাক, সিরিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার, বাহারিন, জর্ডনে ছড়িয়ে থাকা মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালে শুধু আমেরিকা নয়, ওইসব দেশের সঙ্গেও ইরানের টানাপোড়েন শুরু হতে পারে। সংশ্লিষ্ট ঘাঁটিগুলিতে ৪০ হাজারের বেশি মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে। এডেন উপসাগরে রয়েছে আমেরিকার বিশাল নৌবাহিনী। আরব দেশগুলিতে কর্মসূত্রে বাস করছেন কয়েক হাজার মার্কিন। তাঁদের আক্রান্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

ইতিমধ্যে ইজরায়েল লক্ষ্য করে ছোড়া ইরানের একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ধ্বংস করার কথা জানিয়েছে জর্ডন। ওইসব ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে জর্ডনে আঘাত হানতে পারত এই আশঙ্কা থেকে সেগুলি ধ্বংস করা হয়েছে বলে সেদেশের সরকার জানিয়েছে। ইরানে আমেরিকার হামলার পর ইজরায়েল-ইরান হামলা, পালটা হামলার তীব্রতা বাড়বে বলে মনে হচ্ছে। আমেরিকার মদতে ইরানের ওপর আরও ব্যাপক আক্রমণ চালাতে পারে ইজরায়েল। ইরান তো এদিন থেকেই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে। যার জেরে দু’দেশেই সামরিক, বেসামরিক পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইজরায়েল ও আমেরিকার ওপর হামলা চালাতে হিজবুল্লা, হুতি, হামাসের মতো জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে কাজে লাগাতে পারে ইরান। সেক্ষেত্রে গোটা আরব ভূখণ্ডে ছায়াযুদ্ধে শুরু হয়ে যেতে পারে। আমেরিকার পথে চলতি সংকটে সরাসরি যুক্ত হতে পারে রাশিয়া ও চিন। দুই দেশ আগেই জানিয়েছে, ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধে আমেরিকা যোগ দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। রবিবার মার্কিন হামলার পর মস্কোর প্রতিক্রিয়ায় উদ্বেগ আরও বেড়েছে। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এক সহযোগী বলেছেন, ‘রাশিয়া ও ইরানের মধ্যে অংশীদারি চুক্তি রয়েছে। সেই অবস্থান থেকে সরে আসবে না রাশিয়া। এদিনের হামলার পর মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনার কোনও পরিকল্পনা নেই প্রেসিডেন্ট পুতিনের।’

ইরানের বিদেশমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাঘচি রবিবার মস্কো যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সোমবার পুতিনের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। ইস্তানবুলে আরাঘচি বলেন, ‘রাশিয়া ইরানের বন্ধু। আগামীকাল সকালে রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে।’ রাষ্ট্রসংঘের সনদের ৫১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তেহরান আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করবে বলে জানান তিনি।

ইরানে হামলার জের

- ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক সহ আমেরিকার সব বড় শহরে হাই অ্যালার্ট
- ইরাক, সিরিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার, বাহারিন, জর্ডনে মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সম্ভাবনা
- ইজরায়েল, আমেরিকার ওপর হামলা চালাতে পারে হিজবুল্লা, হুতি, হামাস
- হরমুজ প্রণালী বন্ধ করতে পারে ইরান
- চলতি সংকটে সরাসরি যুক্ত হতে পারে রাশিয়া ও চিন

ইরানি বিদেশমন্ত্রীর কথায়, ‘আমাদের জবাব দিতেই হবে।’ মার্কিন হামলার কড়া নিন্দা করেছে চিন।

ন্যাটো দেশগুলি মধ্যপ্রাচ্য সংকট থেকে দূরত্ব বজায় রাখলেও আমেরিকার হামলাকে সমর্থন করেছে। সংকট কাটাতে বিশ্ব নেতাদের জরুরি বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ কূটনীতিক কাজা ক্যালাস। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার বলেন, ‘ইরানের পরমাণু কর্মসূচি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি। ইরানকে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে দেওয়া যাবে না। আমেরিকা সেই লক্ষ্যে পদক্ষেপ করেছে।’ সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মেরুকরণের ছায়া বেশ স্পষ্ট। ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিতে পারে বলেও জল্পনা চলছে। বিশ্বের মোট তেলের ২৫ শতাংশ সরবরাহ হয় এই পথে। তা বন্ধ হয়ে গেলে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম যে বড় লাফ দেবে তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

ইরানের হামলার পর ইজরায়েলের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সেনা। নীচে তেল আভিভে দুই খুদেকে উদ্ধার।

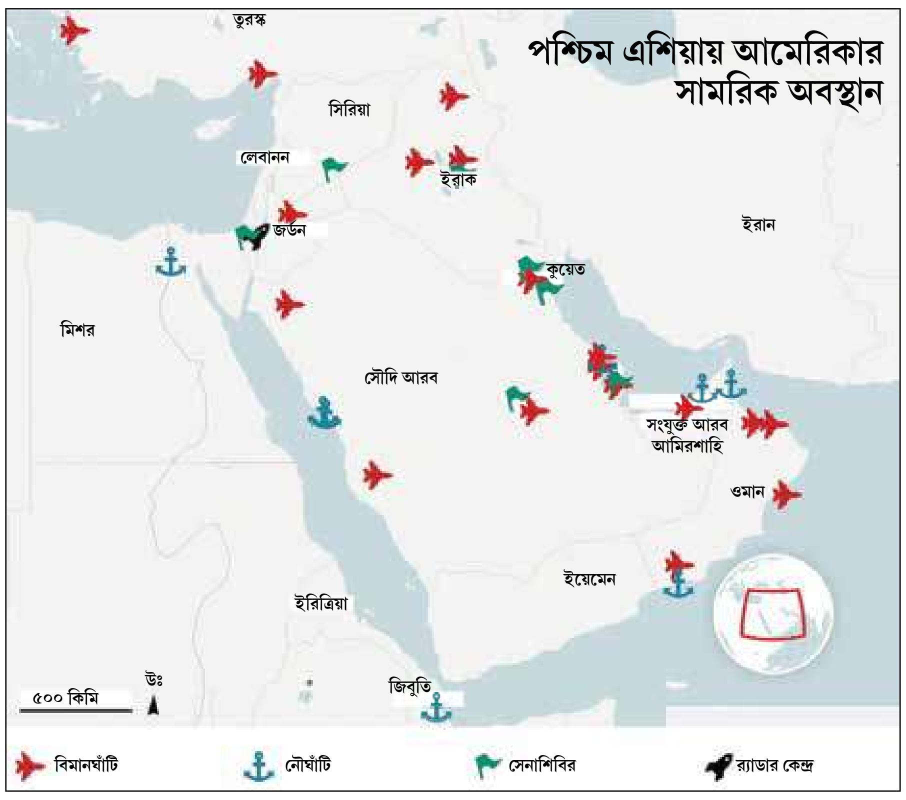

ইরানি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা মোদির

নয়াদিল্লি, ২২ জুন : ইরানের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরমাণু কেন্দ্রে মার্কিন হামলার পর সেদেশের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি অবিলম্বে উত্তেজনা প্রশমনে ইরান-ইজরায়েলকে আলোচনার টেবিলে বসার আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

পরে এক্স হ্যান্ডেলে প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানের সঙ্গে ফোনালাপের কথা জানিয়ে মোদি বলেন, ‘আমরা বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। যেভাবে যুদ্ধ পরিস্থিতি ছড়িয়েছে, তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। অবিলম্বে উত্তেজনা কমানো এবং কূটনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছি। শান্তি, নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা দ্রুত পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান পুনরায় তুলে ধরেছি।’ মোদি-পেজেশকিয়ানের মধ্যে প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে কথাবার্তা হয়। কীভাবে মার্কিন বায়ুসেনার বোমারু বিমানগুলি হামলা চালিয়েছে, সেই কথা মোদিকে জানান ইরানের প্রেসিডেন্ট। ভারতকে তিনি বন্ধুরাষ্ট্র এবং আঞ্চলিক শান্তি, সুরক্ষা এবং স্থায়িত্ব প্রসারের শরিক বলে আখ্যা দেন। ভারত যেভাবে উত্তেজনা প্রশমনের ডাক দিয়েছে, তাকেও সাধুবাদ জানিয়েছেন তিনি।

ঘটনা হল, ইজরায়েল-ইরান সংঘাত নিয়ে আন্তর্জাতিক দরবারে নয়াদিল্লির নীরবতাকে বিঁধে শনিবারই সরব হয়েছিলেন সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি। একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মোদি সরকারের ইজরায়েল-ইরান নীতির সমালোচনাও করেন তিনি। সোনিয়া মন্তব্য করেছিলেন, ‘গোটা বিষয়ে ভারতের নীরবতা শুধু কণ্ঠ হারিয়ে যাওয়া নয়, মূল্যবোধেরও বিসর্জন।’ ভারতে নিযুক্ত ইরানের উপ-রাষ্ট্রদূত মহম্মদ জাভেদ হোসেইনিও সম্প্রতি বলেছিলেন, ‘ভারতের উচিত, ইরানের ওপর ইজরায়েলের হামলার নিন্দা করা।’ ঘরে-বাইরে চাপের মুখে পেজেশকিয়ানের সঙ্গে মোদির ফোনালাপ নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

আমেরিকায় হাই অ্যালার্ট

ওয়াশিংটন, ২২ জুন : ইরানকে ‘সবক’ শেখাতে বোমারু বিমান দিয়ে তিনটি পরমাণুকেন্দ্রে হামলা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধে ট্রাম্পের দেশ সরাসরি জড়িয়ে পড়ায় তাদের মাশুল গুনতে হবে বলে পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছে তেহরান। এই পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলির পাশাপাশি গোটা আমেরিকা জুড়ে হাই অ্যালার্ট ঘোষণা করা হয়েছে। নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটনের মতো বড় শহরগুলিতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, তারা ইরানের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে। শহরের সমস্ত ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং কূটনৈতিক স্থানগুলিতে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে ওয়াশিংটন ডিসিকেও। অন্যদিকে লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র ক্যারেন বাস জানিয়েছেন, নাগরিকদের নিরাপত্তায় কোনও বিপদ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ফিরে এল ব্রিটিশ বিমান

চেন্নাই, ২২ জুন : ইজরায়েলের হামলার পর থেকেই আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে ইরান। বহু দেশের বিমানকে এজন্য অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। রবিবার একারণে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের চেন্নাই থেকে লন্ডনগামী বিমান বিএ ৩৬ যাত্রা শুরু করেও মাঝআকাশ থেকে চেন্নাইয়ে ফিরে এল। আরব সাগর অতিক্রম করার পর পাইলটরা ইরানের আকাশসীমা বন্ধের বার্তা

পান। চেন্নাই বিমানবন্দরের কর্তারা জানিয়েছেন, পাইলটরা তখনই চেন্নাইয়ে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। বিমানটি ফিরে এলে আরও জ্বালানি ভরা হয়। জানা গিয়েছে, ইরানের আকাশসীমা এড়িয়ে ঘুরপথে লন্ডনে যাবে বিমানটি। রবিবার ভারতীয় সময় ভোর ৫টা ৩৫ মিনিট নাগাদ বিমানটি ছাড়ার কথা ছিল। বিমানটি ৪০ মিনিট দেরিতে ছেড়েছিল। ইরানের মতো ইজরায়েলের আকাশপথও বন্ধ। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলা যাচ্ছে না।

২৪ ঘণ্টাতেই ডিগবাজি পাকিস্তানের

নোবেল প্রস্তাব ভুলে মার্কিন-নিন্দা

ইসলামাবাদ, ২২ জুন : শ্যাম রাখি না কুল, এই ভাবনাতেই দরদর করে ঘামতে শুরু করেছে পাকিস্তানের শাহবাজ শরিফের সরকার। ইরানের তিনটি পরমাণু কেন্দ্রে মার্কিন বায়ুসেনার বোমারু বিমান হামলা চালানোর পর ইসলামাবাদ পড়েছে সবথেকে ফাঁপরে। কারণ, শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ২০২৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া উচিত বলে জোর গলায় দাবি করেছিল শরিফ সরকার। কিন্তু সেই ঘোষণার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভোল বদলে ইরানে মার্কিন হামলার তীব্র নিন্দা করেছে পাকিস্তান। তাদের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ইরানের ওপর হামলা চালিয়েছে তাতে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন হয়েছে এবং এর ফলে মধ্য-প্রাচ্যে যুদ্ধ উত্তেজনা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইজরায়েলের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আনুষ্ঠানিকভাবে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় রবিবার এক বিবৃতিতে পাকিস্তান বলেছে, ‘এই অঞ্চলে উত্তেজনা আরও বাড়ায় আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করছি। ইরানের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের জেরে নজিরবিহীনভাবে যেভাবে উত্তেজনা এবং হিংসা বেড়েছে তা অত্যন্ত চিন্তাজনক।’ পাকিস্তান বলেছে, ‘এই অঞ্চলে উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুললে তার প্রভাব খুবই খারাপ হবে। আমরা আবার বলছি, এই হামলাগুলি আন্তর্জাতিক আইনের সমস্ত নিয়মবিধিকে লঙ্ঘন করেছে এবং রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুযায়ী আত্মরক্ষার বৈধ অধিকার ইরানের রয়েছে।’ তবে পাকিস্তানের ভোল বদলকে কটাক্ষ করেছেন এআইমিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। ইসলামাবাদকে বিঁধে তাঁর কটাক্ষ, ‘পাকিস্তানিরা কি এই হামলার জন্যও ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দিতে চান? এর জন্য কি পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল ট্রাম্পের সঙ্গে নৈশভোজে বসবেন?’

সম্প্রতি হোয়াইট হাউসে রীতিমতো জামাই আদর করে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে বসেছিলেন ট্রাম্প। ভারত-পাক যুদ্ধ থামানোর কৃতিত্ব দাবি করার পাশাপাশি পাকিস্তানকে তিনি ভালোবাসেন বলেও মন্তব্য করেছিলেন। ভারত-পাক সংকটে ট্রাম্পের নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে রীতিমতো গদগদ হয়ে তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে সুপারিশ করেছিল ইসলামাবাদ। কিন্তু ৯০০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে যাদের সঙ্গে, সেই ইরানের ওপর মার্কিন বোমাবর্ষণের পর রীতিমতো হতচকিত শরিফ সরকার। অবিলম্বে ইজরায়েল এবং ইরানের মধ্যে সংঘাত বন্ধ করে কূটনৈতিক পথে সমাধানের বার্তাও দিয়েছে পাকিস্তান।

টানা ৩৭ ঘণ্টা উড়ে ৩০ হাজার পাউন্ডের বাস্টার

ওয়াশিংটন, ২২ জুন : যুদ্ধের আঁচে টগবগ করে ফুটতে থাকা মার্কিন বাহিনীর উত্তাপের তীব্রতা কতটা, তা রবিবার ভোরে বুঝল ইরান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি প্রদেশ থেকে একটানা ৩৭ ঘণ্টা উড়ে মার্কিন সেনাবিমান হামলা চালাল ইরানের তিন পরমাণুকেন্দ্র নাতাঞ্জ, ফোর্দো ও ইসফাহানে। হামলা চালিয়েছে মার্কিন বি-২ স্পিরিট স্টেলথ বোমারু বিমান। দীর্ঘ পথ উড়ে আসার সময় আকাশেই জ্বালানি ভরে নিয়েছে বিমানগুলি। র‍্যাডারের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকা ওই বিমানগুলি আক্রমণ হেনে মসৃণভাবে ফিরে এসেছে নিজেদের ঘাঁটিতে।

একটি বিশেষ সূত্র জানিয়েছে, বি-২ স্টেলথ বোমারু বিমানগুলি ইরানের মাটিতে ৩০ হাজার পাউন্ড ওজনের বাংকার বাস্টার ফেলেছে।

কথায় আছে, নাম দিয়ে যায় চেনা। বি-২ স্টেলথ বোমারু বিমানের সঙ্গে স্টেলথ কথাটির গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম। স্টেলথ মানে নিজেকে লুকিয়ে রাখা, আড়াল করে রাখা। এমনভাবে গোপন বিমানগুলি আকাশে থাকবে যে, র‍্যাডারে তা ধরা পড়বে না। মার্কিন স্টেলথ বিমানগুলি দুর্ধর্ষ হামলা চালিয়ে চোখের নিমেষে উধাও হয়ে যায়। আকাশ প্রতিরোধী ব্যবস্থার কোনও ক্ষমতাই নেই বি-২ স্পিরিট স্টেলথ বোমারু বিমানকে ট্র্যাক করার। কারণ হল এই বিমানের প্রযুক্তি ও নকশা। সত্যি কথা বলতে কী বি-২ স্পিরিট স্টেলথ বোমারু বিমানের ইউএসপি এর ডিজাইন ও টেকনলজি।

বর্তমানে বিশ্বে সবচেয়ে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির বিমান বি-২ স্টেলথ বোমারু বিমানের নিঃশব্দে হামলা চালানোর ব্যাপারে জুড়ি মেলা ভার। তারা ম্যাগনেটিক বিকিরণকে সহজে এড়িয়ে যেতে পারে। আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধ চলার সময় মার্কিন সমর বিশেষজ্ঞরা র‍্যাডারের ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক বিকিরণ এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। সেটা ১৯৫৮ সাল। আস্তে আস্তে তাঁরা তৈরি করে ফেলেন স্টেলথ প্রযুক্তি। ফ্যালকন পাখির মতো দেখতে এই বিমান ওড়েও ঠিক তেমনই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মার্কিন কর্মকর্তা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, ইরানের সবচেয়ে সুরক্ষিত পরমাণুকেন্দ্র ফোর্দোতে নিক্ষেপ করা হয়েছে জিবিইউ ৫৭এস। ফেলা হয়েছে ছটি বাংকার বাস্টার বোমা ও ৩০টি টোমাহক ক্ষেপণাস্ত্র।

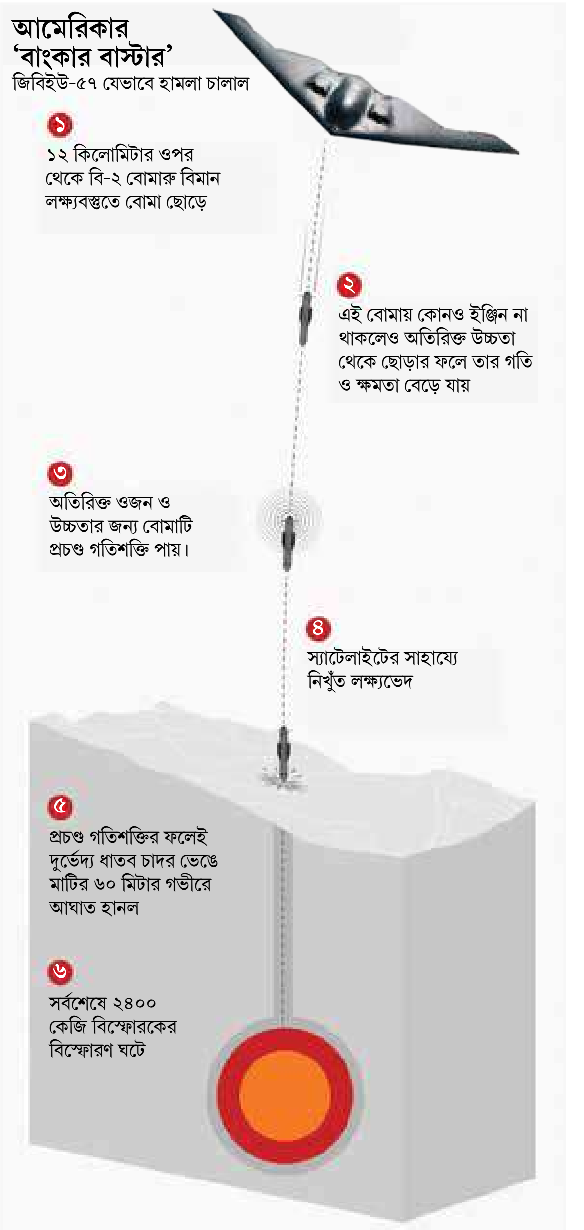

এয়ার ইন্ডিয়ায় এবার বোমাতঙ্ক

নয়াদিল্লি, ২২ জুন : আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার স্মৃতি এখনও টাটকা। এরই মধ্যে বোমাতঙ্কের কারণে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ড্রিমলাইনার বিমানকে রিয়াধে ঘুরিয়ে দেওয়া হল শনিবার। এআই-১১৪ উড়ানটি বার্মিংহাম থেকে দিল্লি আসছিল। মাঝপথে বিমানে বোমা রাখা আছে বলে একটি উড়োফোন আসে। পত্রপাঠ বিমানটিকে রিয়াধ বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো হয়। যাত্রীদের নিরাপদে বিমান থেকে নামিয়ে তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু কোনও বোমা বা বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি। এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, ওই বিমানের সমস্ত যাত্রীকে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অন্য বিমানে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই নিয়ে গত ১০ দিনের ভিতর তৃতীয়বার এমনটা ঘটল। এর আগে ১৬ জুন হায়দরাবাদ আসার পথে লুফৎহানসার একটি বিমান বোমাতঙ্কের কারণে ফ্র্যাঙ্কফুর্টে ফিরে গিয়েছিল। এদিকে ইন্ডিগোর একটি বিমান বাতিল করা হয়েছে।

মার্কিন মহিলাদের একা চলতে নিষেধ

ভারতে নিরাপত্তায় অখুশি আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ২২ জুন : ভারতে থাকা মার্কিন মহিলাদের একা বেরোতে নিষেধ করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ধর্ষণ এর অন্যতম কারণ। আমেরিকার বিদেশমন্ত্রক ভারতে ঘুরে বেড়ানোর ব্যাপারে আচমকা লেভেল-২ সতর্কতা জারি করেছে।

সতর্কবার্তায় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, মেঘালয় ও ওড়িশায় যাওয়ার ব্যাপারে মার্কিনদের আগাম অনুমতি নিতে হবে জানানো হল।

বলা হয়েছে, ‘ভারতের কয়েকটি জায়গায় গেলে বিপদের ঝুঁকি রয়েছে। পর্যটনক্ষেত্রগুলি তো বটেই, সাধারণ জায়গাতেও ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন ও হিংসা দ্রুতগতিতে বাড়ছে। যে কোনও সময় পর্যটকরা আক্রান্ত হতে পারেন। বাজার এলাকা, শপিং মলে সন্ত্রাসী হামলা হতে পারে। গ্রামীণ এলাকায় মার্কিন নাগরিকদের কিছু হলে জরুরি পরিষেবা দিতে মার্কিন সরকারের ক্ষমতা সীমিত।’ ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা বলতে মহারাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে তেলেঙ্গানার উত্তরাঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী শহরের বাইরে মার্কিনরা যেতে চাইলে বিশেষ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। অতিরিক্ত সতর্ক হতে হবে জম্মু ও কাশ্মীর, ভারত-পাক সীমান্ত, পূর্ব এবং মধ্য ভারতে। আরও বলা হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে স্যাটেলাইট ফোন রাখা যায় না ভারতে। জিপিএস ডিভাইস রাখাও অবৈধ। এগুলো কাছে থাকলে ২০ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা অথবা তিন বছরের জেল হতে পারে। সেই কারণে মার্কিন মহিলারা যেন একা না বেরোন।

ধৃত ২ আশ্রয়দাতা, অধরা জঙ্গিরা

পহলগাম হামলা

নয়াদিল্লি, ২২ জুন : পহলগামের বৈসরণ উপত্যকায় ২৬ জন নিরীহ পর্যটকের ওপর জঙ্গি হামলার পর থেকে কেটে গেল ২ মাস। অথচ এখনও পর্যন্ত ওই হামলায় জঙ্গিদের হদিস পেল না ভারতের তদন্তকারী সংস্থাগুলি। তবে যারা ওই জঙ্গিদের কাশ্মীরে আশ্রয় দিয়েছিল, রবিবার তাদের গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ। পহলগাম হামলায় দোষীদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে ধৃতরা হল বাটকোটের পারভেজ আহমেদ জোঠার এবং হিলপার্কের বশির আহমেদ জোঠার।

জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি তাদের খাবারদাবার এবং লজিক্যাল সাপোর্টও দিয়েছিল ধৃতরা। এনআইএ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তিনজন সশস্ত্র জঙ্গি পাকিস্তানের মদতপুষ্ট নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার সদস্য। অবশ্য লস্করের ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট হামলার দায় আগেই স্বীকার করেছিল। এনআইএ জানিয়েছে, জেরায় পারভেজ এবং বশির হামলাকারীদের পরিচয় জানিয়ে দিয়েছে। তিন জঙ্গিই পাকিস্তানের নাগরিক। হামলার আগে সবকিছু জেনেবুঝেই ওই তিন জঙ্গিকে অস্ত্রশস্ত্র সহ হিলপার্কের একটি কুঁড়েঘরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ধৃতদের ইউএপিএ আইনের ১৯ নম্বর ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২২ এপ্রিল পহলগাম হামলার পর থেকে ২ মাসের ভিতর ওই হামলাকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটেছে। কেন জঙ্গিদের এখনও পর্যন্ত ধরা গেল না তা নিয়ে বারবার কেন্দ্রকে বিঁধেছে কংগ্রেস, তৃণমূলের মতো বিরোধী দলগুলি। কেন্দ্রের সর্বদলে প্রতিনিধি হিসেবে বিদেশে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও এই নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পাঁচটি প্রশ্ন করেছিলেন। সেগুলিরও জবাব আসেনি। হামলার পরই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত অপারেশন সিঁদুর চালায়।

বার্ধক্যে দাঁতের চিকিৎসার গুরুত্ব

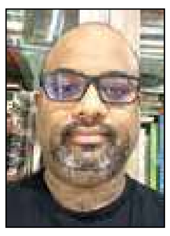

মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির সঙ্গে বার্ধক্যে স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। এই স্বাস্থ্যসেবার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ দাঁতের চিকিৎসা। দুর্ভাগ্যবশত, বার্ধক্যে মুখের স্বাস্থ্য প্রায়শই অবহেলিত হয়, যার ফলস্বরূপ প্রবীণদের জীবনে অনেক জটিলতা দেখা দেয়। বার্ধক্যে দাঁতের চিকিৎসার গুরুত্ব, প্রবীণদের দাঁতের সাধারণ সমস্যা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনায় শিলিগুড়ির শিবমন্দিরের কসমোডেন ডেন্টাল ক্লিনিকের দন্ত বিশেষজ্ঞ

ডাঃ অরিজিৎ সেন

প্রবীণ বয়সে দাঁত ও মুখের স্বাস্থ্য ভালো রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি শুধু খাবার চিবোনো বা কথা বলার ক্ষমতার ওপরই প্রভাব ফেলে না, বরং সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করে। দাঁতের সমস্যা থাকলে প্রবীণরা ভালোভাবে খেতে পারেন না। ফলে পুষ্টিহীনতায় ভোগার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এছাড়া মুখের সংক্রমণ শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে ডায়াবিটিস, হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের মতো গুরুতর অসুখের বুঁকি বাড়াতে পারে। সামাজিক মেলামেশায় আত্মবিশ্বাসের অভাবও দাঁতের সমস্যার কারণে দেখা দিতে পারে, যা একাকীত্ব ও বিষণ্ণতার কারণ হয়।

প্রবীণদের দাঁত সংক্রান্ত কয়েকটি সাধারণ সমস্যা

দাঁতের ক্ষয়
লালাপ্রবাহ কমে যাওয়া, মুখ শুষ্ক থাকা এবং নিয়মিত মুখ পরিষ্কার না করার কারণে দাঁতের ক্ষয় বার্ধক্যে একটি সাধারণ সমস্যা।

মাড়ির রোগ
মাড়ির প্রদাহ এবং সংক্রমণ প্রবীণদের মধ্যে অত্যন্ত প্রচলিত। এটি দাঁত হারানোর অন্যতম প্রধান কারণ।

শুষ্ক মুখ
অনেক ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে বা কিছু রোগের কারণে লালাগ্রন্থির কার্যকারিতা কমে যায়। ফলে মুখ শুষ্ক হয়ে যায়। এটি দাঁতের ক্ষয় এবং মাড়ির রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

দাঁতের সংবেদনশীলতা
মাড়ি সরে যাওয়ার কারণে দাঁতের গোড়া উন্মুক্ত হয়ে সংবেদনশীলতা বাড়াতে পারে।

আংশিক বা সম্পূর্ণ দাঁত হারানো
বার্ধক্যে দাঁত হারানো একটি সাধারণ ঘটনা। এর ফলে খাবার চিবোনোর ক্ষমতা কমে যায় এবং মুখমণ্ডলের গঠনে পরিবর্তন আসে।

ডেঞ্চারের সমস্যা
যাঁরা কৃত্রিম দাঁত (ডেঞ্চার) ব্যবহার করেন, তাঁদের ডেঞ্চার ফিটিং সমস্যা, মুখের ক্ষত বা সংক্রমণের মতো সমস্যা হতে পারে।

এইসব সমস্যা সমাধানে দাঁতের চিকিৎসকদের ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষ করে প্রবীণদের জন্য দাঁতের চিকিৎসা, যা 'জেরিয়াট্রিক ডেন্টিস্ট্রি' নামে পরিচিত, তা নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণে সাহায্য করে। চিকিৎসকদের উচিত, নিয়মিত দাঁতের পরীক্ষা এবং স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা করা, দাঁতের ক্ষয় ও মাড়ির রোগের প্রাথমিক পর্যায়েই নির্ণয় ও চিকিৎসা করা। শুষ্ক মুখের সমস্যা সমাধানের জন্য বিকল্প উপায় বাতলে দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কৃত্রিম লালা বা ফ্লোরাইড থেরাপির পরামর্শ দেওয়া।

দাঁত হারানো প্রবীণদের জন্য ডেঞ্চার, ব্রিজ বা ডেন্টাল ইমপ্ল্যান্টের মতো আধুনিক সমাধান সম্পর্কে জানানোর পাশাপাশি তাঁদের জন্য উপযুক্ত বিকল্প বেছে নিতে সাহায্য করা উচিত। ডেঞ্চার ব্যবহারকারীদের জন্য নিয়মিত পরীক্ষা এবং ডেঞ্চার পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা দেওয়াও জরুরি। এছাড়া প্রবীণদের পুষ্টি ও অন্যান্য স্বাস্থ্যগত অবস্থার সঙ্গে দাঁতের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা উচিত।

সর্বোপরি প্রবীণদের চিকিৎসকের কাছে যেতে উৎসাহিত করা এবং তাঁদের ভয় ও উদ্বেগকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। দাঁতের চিকিৎসার খরচ এবং চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।

বার্ধক্যে দাঁতের চিকিৎসা শুধু মুখের সুস্থতাই নয়, ববং প্রবীণদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য অপরিহার্য। সরকার, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং পরিবার সকলেরই উচিত, বার্ধক্যে দাঁতের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া এবং প্রবীণদের জন্য সহজলভ্য ও মানসম্মত দাঁতের চিকিৎসা নিশ্চিত করা। এর মাধ্যমে আমরা প্রবীণ নাগরিকদের সুস্থ ও আনন্দময় বার্ধক্য উপহার দিতে পারব।

গর্ভাবস্থায় উচ্চ রক্তচাপ

গর্ভকালীন উচ্চ রক্তচাপ এমন একটি অবস্থা, যেখানে গর্ভাবস্থায় একজন মহিলার রক্তচাপের মাত্রা বেড়ে যায়। যদি চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে মা ও শিশু উভয়ের জন্যই গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। সাধারণত গর্ভাবস্থার ২০ সপ্তাহ পরে উচ্চ রক্তচাপের বিষয়টি বোঝা যায়। সেক্ষেত্রে মা ও শিশু যাতে সুরক্ষিত থাকে তাই প্রথম থেকেই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

গর্ভাবস্থায় যে ধরনের রক্তচাপ হতে পারে

দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ রক্তচাপ : গর্ভাবস্থার আগে বা ২০ সপ্তাহ আগে নির্ণয় করা হয়।

গর্ভাবস্থাকালীন উচ্চ রক্তচাপ : ২০ সপ্তাহ পর শুরু হয় কোনও অঙ্গের ক্ষতি ছাড়াই।

প্রিক্ল্যাম্পসিয়া : এক্ষেত্রে রক্তচাপ বৃদ্ধির সঙ্গে লিভার বা কিডনির ক্ষতি হতে পারে।

বেশকিছু জটিলতা হতে পারে। যেমন –

- এক্ল্যাম্পসিয়া এবং প্রিক্ল্যাম্পসিয়া (সিজারস)
- প্লাসেন্টার প্রাথমিক বিচ্ছেদ, যা প্লাসেন্টাল অ্যাবরাপশন নামে পরিচিত
- নির্দিষ্ট সময়ের আগেই জন্ম
- জন্মের সময় কম ওজন
- কিডনি বা লিভারের কার্যহীনতা

ঝুঁকি কমানোর উপায়

সক্রিয় থাকুন : ফিটনেস রুটিন মেনে চলুন। তাহলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমবে।

স্বাস্থ্যকর খাবার খান : পুষ্টিকর খাবার মা এবং গর্ভস্থ সন্তান উভয়কেই সুস্থ রাখে।

মদ্যপান ও ধূমপান নয় : এই দুটোই আপনার গর্ভাবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই এই সময় ধূমপান ও মদ্যপান এড়িয়ে চলুন।

স্ট্রেস কমান : গর্ভাবস্থায় শারীরিক ও মানসিক বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে, যা থেকে অনেক মায়েরই স্ট্রেস হয়। সেক্ষেত্রে মেডিটেশন করলে উপকার পেতে পারেন।

নিয়মিত ডাক্তারের কাছে যান : গর্ভাবস্থায় আপনি ফিট আছেন বলেই যে রুটিন চেকআপ এড়িয়ে যাবেন তা কখনও করবেন না। কারণ, নিয়মিত চেকআপে থাকলেই শরীরের অপ্রত্যাশিত কোনও পরিবর্তন শনাক্ত করা সম্ভব হবে। তাই অবশ্যই নিয়মিত ডাক্তারের কাছে যাবেন। সেইসঙ্গে নিয়মিত সুগার, প্রেশার ও ওজন মাপাবেন।

কখন সতর্ক হবেন

- প্রস্রাব কমে গেলে
- অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি বা জামাকাপড় টাইট হয়ে যাওয়া
- মুখ, হাত ও শরীরে ফোলাভাব
- তীব্র মাথাব্যথা, যা বারেবারে ওষুধ খেয়েও কমছে না
- পাঁজরের নীচে ব্যথা
- ঝাপসা দৃষ্টি বা আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা
- শ্বাসকষ্ট হলে

ঝুঁকির কারণ

প্রথমবার গর্ভধারণ করলে বা মায়ের বয়স ৩৫ বছরের বেশি হলে রক্তচাপ বাড়তে পারে। এছাড়া মায়ের যদি ওবিসিটি থাকে, ধূমপান বা মদ্যপানের অভ্যাস থাকে, তিনি যদি একবারে একের বেশি সন্তান ধারণ করেন তাহলেও রক্তচাপ বাড়ার ঝুঁকি থাকে। সেইসঙ্গে আগের গর্ভাবস্থায় কিডনির রোগ, ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা অনুরূপ কোনও রোগের ইতিহাস থাকলে সেটাও রক্তচাপ বৃদ্ধির ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

যদি উচ্চ রক্তচাপ তৎক্ষণাৎ নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তাহলে

রক্তদানে ভালো থাকে হার্টও

কথায় বলে, অন্যের জন্য ভালো কিছু করলে সেই ভালোটা নিজের কাছেও ফিরে আসে। রক্তদানের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্যি। কারণ, রক্তদান করে অপরের ভালো তো করছেনই, সঙ্গে নিজেরও শারীরিক উপকার করছেন। বিশেষ করে হৃদযন্ত্র ভালো রাখতে রক্তদান বেশ উপকারী বলে বিশেষজ্ঞদের মত।

সাধারণত রক্তদানের আগে একটা ছোট্ট পরীক্ষা করা হয়, যাতে দেখা হয় হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমবেশি বা রক্তচাপের অনিয়ম আছে কি না প্রভৃতি। এমনকি আপনার যদি বিরল রক্তের গ্রুপ হয় তাহলে সেটাও জানা যায়। এই প্রাথমিক চেকআপ থেকেই আপনি সতর্ক হতে পারেন এবং অবস্থা খারাপ হওয়ার আগে পদক্ষেপ করতে পারেন।

নিয়মিত রক্তদান রক্তচাপ কমাতে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। তাছাড়া আয়রন নিয়ন্ত্রণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সিনিয়ার কার্ডিওলজি কনসালট্যান্ট ডাঃ উজ্জ্বল কুমারের মতে, 'আয়রন জরুরি, কিন্তু সেটা অতিরিক্ত হলে ফ্রি র‍্যাডিক্যালস তৈরি করতে পারে, যা রক্তনালির আস্তরণের ক্ষতি করে। এতে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে।

রক্তদান করলে আপনি অতিরিক্ত আয়রন কমানোর পাশাাপশি ঝুঁকি কমাতে পারেন। যাঁদের হেরিডিটারি হেমোক্রোমাটোসিস রয়েছে তাঁদের জন্য এই পদ্ধতি বেশ সহায়ক। এটি এমন এক অবস্থা যেখানে শরীর অতিরিক্ত আয়রন তৈরি করে। আর তাই এই ধরনের মানুষকে প্রায়ই রক্তদান করার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

রক্তের ঘনত্ব আপনার হৃদযন্ত্র কতটা দক্ষভাবে কাজ করছে তাতেও প্রভাব ফেলতে পারে। ঘন রক্ত, রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি বাড়ায় এবং হৃদযন্ত্রে চাপ ফেলে। রক্তদান সাময়িকভাবে রক্তকে পাতলা করতে সাহায্য করে। এটি রক্তপ্রবাহ উন্নত করার পাশাপাশি রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি কমায়। প্রতিবার রক্তদানের সময় আপনার শরীর তাজা রক্ত তৈরিতে উৎসাহিত করে। এই পুনর্নবীকরণ প্রক্রিয়া স্বাস্থ্যকর ব্লাড প্রোফাইল বজায় রাখতে এবং ভাসকুলার হেলথ ভালো রাখতে সাহায্য করে।

তাছাড়া নিয়মিত রক্তদান রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। তবে যাঁদের রক্তচাপ বর্ডারলাইনে আছে বা সামান্য উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে রক্তদানের প্রভাব সামান্য কমতে পারে। সম্ভবত রক্তের পরিমাণ সাময়িক কমে যাওয়া এবং ভাসকুলার ফাংশন উন্নত হওয়ার কারণে এমনটা হতে পারে।

পাশাপাশি রক্তদানের মানসিক উপকারিতাও রয়েছে। এতে কর্টিসল বা স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা কমে এবং সামগ্রিকভাবে ভালো থাকার বোধ বাড়ে, যা দীর্ঘমেয়াদে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে।

যতই উপকারিতা থাক, রক্তদান নিয়ে ভুল ধারণাও কম নয়। অনেকেই রক্তদানের পরে দুর্বলতা বা অবসাদ হবে ভেবে রক্তদান করতে চান না, যা আদৌ ঠিক নয়। বরং হাইড্রেটেড থাকলে এবং বিশ্রাম নিলে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠা যায়।

ডাঃ কুমারের মতে, 'রক্তদান আপনার হার্টের যত্নের পরিপূরক হোক, প্রতিস্থাপন নয়। সেইসঙ্গে সুষম খাবার, নিয়মিত শরীরচর্চা, রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল চেক করা এবং তামাক বর্জনের মাধ্যমে হার্টকে সুস্থ রাখুন।'

সুতরাং, এরপর থেকে কোনও রক্তদান শিবির দেখলে মনে রাখবেন, শুধু অন্যের জীবনই রক্ষা করছেন না, নিজেরও উপকার করছেন।

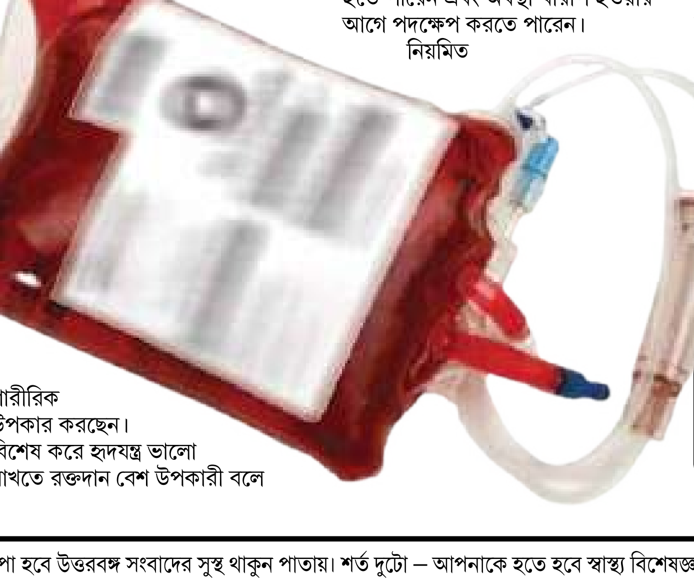

শহরে চোর-ডাকাত খেলা চলছে

হিলকার্ট রোডের ডাকাতির ঘটনা নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে দিল। পুলিশ কমিশনারেট হয়েও শহরের নিরাপত্তার এই হাল কেন? দিনদুপুরে ডাকাতির ছক কষা হলেও, তা শিলিগুড়ি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ আঁচ পর্যন্ত করতে পারল না কেন? সেসব প্রশ্নের জবাব মিলছে না। স্বভাবতই রবিবার আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে গয়নার দোকানে ডাকাতির ঘটনার পর শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, আলোকপাত করলেন সাগর বাগচী।

নিরাপত্তা নিয়ে ফের তর্জা শুরু

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : ব্যবসায়ীরা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। শহরের মধ্যে ব্যবসা করা কতটা সুরক্ষিত, তা নিয়ে তাঁরা সংশয় প্রকাশ করেছেন। আর হিলকার্ট রোডের মতো জায়গায় ডাকাতির ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে।

রবিবার দুপুরে সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনের উলটোদিকে থাকা গয়নার দোকানে ডাকাতির খবর পেয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীরা সেখানে যান। যেভাবে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে, কর্মীদের বেঁধে রেখে দোকানে লুটপাট করা হয়েছে, তা দেখে অন্য সোনার ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত। হিলকার্ট রোড স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির চেয়ারম্যান বিজয় গুপ্ত বলেন, 'শহরের নিরাপত্তা কম বলেই ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ভিনরাজ্যের দুষ্কৃতীরা শিলিগুড়িকে টার্গেট করে ফেলেছে। আমরা দারুণ আতঙ্কিত। তাহলে কি রবিবার করে আমরা দোকান খুলব না? সোনার দাম প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। তাই মনে হয় সোনার গয়নার দোকানগুলিকে দুষ্কৃতীরা টার্গেট করছে।' বিজয়ের পরামর্শ, বড় বড় গয়নার দোকানের সামনে পুলিশ পিকেট বসানো প্রয়োজন।

ব্যবসায়ীদের সন্দেহ, এই অঞ্চলের দুষ্কৃতীদের সঙ্গে বাইরের দুষ্কৃতীরা জুটি বেঁধে রেইকি করে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে। দিনদুয়েক আগেই চম্পাসারি এলাকায় এটিএম লুটের ঘটনার পর শিলিগুড়ি শহরের পুলিশি নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বিষয়টি নিয়ে আবার রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে। সিপিএমের দার্জিলিং জেলার আহ্বায়ক সমন পাঠক অভিযোগ করে বলেন, 'পুলিশ-প্রশাসনের অপদার্থতার জেরে এভাবে ডাকাতির ঘটনা ঘটে গেল। পুলিশ সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। তৃণমূল সরকারের আমলে শহরের মাফিয়া আর গুন্ডারাজ চলছে। এই ঘটনার সঙ্গে হয়তো শহরের গুন্ডারা জড়িত।'

এদিনের ঘটনার খবর পেয়ে গয়নার দোকানে যান শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, 'শিলিগুড়ি শহর এমন ছিল না। গোটা উত্তরবঙ্গের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে। পুলিশ অনুব্রত মণ্ডলদের সেলাম ঠুকবে, না মানুষকে নিরাপত্তা দেবে তা নিয়ে বিভ্রান্ত। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে কাজের ক্ষেত্রে পুলিশের মনোবল আঘাত পাক, তেমন কোনও কথা বলব না।' জেলা কংগ্রেসের তরফেও শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের আহ্বায়ক সুবীন ভৌমিকের কথায়, 'পুলিশ-প্রশাসন আরও সতর্ক হলে এমন ঘটনা ঘটত না।'

যদিও শহরে নিরাপত্তার প্রশ্নে পুলিশের পাশেই দাঁড়িয়েছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। মেয়রের কথায়, 'এত বড় শহরে এক-দুটো ঘটনা হয়েছে। পুলিশ এর আগে বিভিন্ন কেসে সাফল্য পেয়েছে। শিলিগুড়ি সীমান্ত এলাকা। এখানে অপরাধ করে বাইরে পালিয়ে যাওয়া অনেক সোজা। এই এলাকায় সুরক্ষা দেওয়াটা পুলিশের কাছে চ্যালেঞ্জিং বিষয়। পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা হয়েছে। পুলিশ সকলকে ধরতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।'

শিলিগুড়ি শহরে ভিনজেলা, ভিনরাজ্য এমনকি বিদেশ থেকেও অনেকে আসেন। শহরে বিভিন্ন এলাকায় তাঁরা ঘরভাড়া নিয়ে থাকেন। হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সনৎ ভৌমিক বলেন, 'পুলিশের সঙ্গে এর আগে একাধিকবার দেখা করে হিলকার্ট রোডে পেট্রলিং ভ্যান বাড়ানোর আবেদন করেছিলাম। পাশাপাশি পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ও সিসিটিভি ক্যামেরা বাড়ানো হোক। যাতে আমারা নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে ব্যবসা করতে পারি।'

> শহরের নিরাপত্তা কম বলেই ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ভিনরাজ্যের দুষ্কৃতীরা শিলিগুড়িকে টার্গেট করে ফেলেছে। আমরা দারুণ আতঙ্কিত।
>
> **বিজয় গুপ্ত** *চেয়ারম্যান, হিলকার্ট রোড স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতি*

> পুলিশ-প্রশাসনের অপদার্থতার জেরে এভাবে ডাকাতির ঘটনা ঘটে গেল। পুলিশ সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ।
>
> **সমন পাঠক** *সিপিএম নেতা*

> গোটা উত্তরবঙ্গের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে। পুলিশ অনুব্রত মণ্ডলদের সেলাম ঠুকবে, না মানুষকে নিরাপত্তা দেবে তা নিয়ে বিভ্রান্ত।
>
> **শংকর ঘোষ** *বিধায়ক*

> এখানে অপরাধ করে পালিয়ে যাওয়া সহজ। এই এলাকায় সুরক্ষা পুলিশের কাছে চ্যালেঞ্জিং বিষয়। পুলিশ সকলকে ধরতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।
>
> **গৌতম দেব** *মেয়র*

হিলকার্ট রোডে ডাকাতির পর ফাঁকা গয়নার দোকান। (মাঝে) দোকানের সামনে কৌতূহলীদের জটলা। (নীচে) রাস্তায় পুলিশের নাকা চেকিং। রবিবার ছবিগুলি তুলেছেন সূত্রধর।

বারবার টার্গেট শিলিগুড়ি

রবিবার ভরদুপুরে হিলকার্ট রোডে গয়নার দোকানে ডাকাতি নিয়ে বিস্তর হইহই শুরু হয়েছে। আর এদিনের দুঃসাহসিক ডাকাতির পর শহরবাসীরও মনে পড়ে যাচ্ছে পুরোনো ঘটনার কথা। গয়নার দোকান থেকে শুরু করে ফিন্যান্স কোম্পানির অফিস, দুষ্কৃতীদের 'নজর' থেকে বাদ যায়নি কিছুই। লুটপাটের পুরোনো ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

এনটিএস মোড়ে ডাকাতি

২০১১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর : এনটিএস মোড়ের কাছে একটি গয়নার দোকানে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ছয় দুষ্কৃতী ঢুকে পড়ে। একজন নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন। তিনি বন্দুক তোলার আগেই এক দুষ্কৃতী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে। বুকে গুলি লাগায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। সেবার ওই দোকান থেকে প্রচুর গয়না নিয়ে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে গিয়েছিল। তদন্তে নেমে পুলিশ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছিল। কিছু গয়না উদ্ধার হয়েছিল। কিন্তু আর কাউকে ধরতে পারেনি পুলিশ। নিরাপত্তা নিয়ে জোরালো প্রশ্ন উঠলেও সব রহস্য ফাঁস হয়নি।

হিলকার্ট রোডে ডাকাতি

২০১৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর : রবিবার যে সোনার দোকানে ডাকাতি হল, ঠিক তার উলটো দিকের একটি নামজাদা সোনার দোকানে সেবার ক্রেতা সেজে গয়না লুট করেছিল দুষ্কৃতীরা। সেদিন তিন দুষ্কৃতীর হাতেই ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। সেবারেও নিরাপত্তারক্ষী ছিল দুষ্কৃতীদের টার্গেট। তাঁর পায়ে দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলি লাগে। তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র পর্যন্ত লুট হয়ে যায়। সেইসঙ্গে গয়না হাতিয়ে দুষ্কৃতীরা বাইকে করে পালানোর চেষ্টা করে। এলাকার লোকজন তিনজনকে ধরে ফেলে বেধড়ক মারধর করে। পরে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

উঠছে প্রশ্ন

- রবিবার লুট হওয়া সোনার গয়না আদৌ কি উদ্ধার করা যাবে
- শিলিগুড়ির পুলিশ কি ডাকাতদলের সব দুষ্কৃতীকে ধরতে পারবে
- বারবার কেন শিলিগুড়িতে নজর পড়ে ডাকাতদলের

বর্ধমান রোডে ডাকাতি

২০১৯ সালের ২৪ অগাস্ট : বর্ধমান রোডের একটি ফিন্যান্স অফিসে একদল দুষ্কৃতী হানা দিয়ে ৩০ কেজির বেশি সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছিল। ওই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। পাঁচ দুষ্কৃতী অফিসের নিরাপত্তাকর্মীকে মারধর করে। এরপর লুটপাট চালায়। তারপর গাড়ি করে ওই গয়না নিয়ে ধাঁ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন তদন্ত চললেও না কেউ ধরা পড়েছে, না আমানতকারীরা লুট হওয়া সোনা ফেরত পেয়েছেন।

ডাকাতির পর হিলকার্ট রোডে জটলা।

ডাকু ধরে হিরো দিলীপ ও রবিন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : তাঁরা দুজনেই এখন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের চোখের মণি। একজনের সন্দেহ গোটা ডাকাতির লিংক তুলে দিয়েছে তদন্তকারী পুলিশকর্তাদের কাছে। আর একজন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে থাকা দুষ্কৃতীকে বাগে আনতে গিয়ে নাকে চোট পেয়েছেন। সোনার দোকানে ডাকাতি কাণ্ডে মহম্মদ সামশাদ ও মহম্মদ সাফিক খানকে পাকড়াও করে কার্যত এখন হিরো এসআই দিলীপ সরকার ও এএসআই রবিন লামা। এঁদের মধ্যে একজন পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিকে কর্মরত। আর একজন শিলিগুড়ি থানায়। জীবন বাজি রেখে দুজনের লড়াই উদ্বুদ্ধ করছে বাকি পুলিশকর্মীদেরও।

আর পাঁচটা দিনের মতোই দুপুরে হিলকার্ট রোডে বাইক পেট্রলিং করছিলেন পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের এসআই দিলীপ সরকার। দশ বছরের বেশি সময় ধরে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত দিলীপের হঠাৎ করেই নজরে আসে, দুজন ব্যক্তি একটি ভবন থেকে দৌড়ে নামছে। পুলিশি নজর বলে কথা, মনে সন্দেহ হয় ওই দুই ব্যক্তির গতিবিধিতে। দাঁড়িয়ে পড়েন দিলীপ। মহম্মদ সামশাদ ও মহম্মদ সাফিক খান বাইকে উঠে স্টার্ট দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করতেই দিলীপের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। পেছনে বসা মহম্মদ সামশাদকে ধরতেই পালিয়ে যায় মহম্মদ সাফিক। শুরু হয় ধস্তাধস্তি। এরমধ্যেই দিলীপের নজরে আসে, কোমর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বের করছে। সেই আগ্নেয়াস্ত্র বের করার চেষ্টা আটকাতে গেলে ভ্যান নিয়ে হাজির হয় পুলিশের একটি টিম। লম্বা-চওড়া ওই দুষ্কৃতীকে বাগে এনে তোলা হয় ভ্যানে। প্রকাশ্যে ওই তল্লাশি করলে এলাকায় ভয়ের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। ভ্যানে তুলে তল্লাশি করতেই দেখা যায়, কোমর থেকে একটি নয়, দুটি অত্যাধুনিক পিস্তল বেরিয়ে আসছে।

মহম্মদ সামশাদের আর এক সঙ্গী কোথায়? ধস্তাধস্তির মধ্যেই দিলীপদের নজরে এসেছিল, ওই দুষ্কৃতী গাঁজাগলির দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। খবর পাওয়া মাত্র, গাড়িতে করে শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, সেকেন্ড অফিসার দীপ্তজিৎ ধরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন এএসআই রবিন লামা। বিবেকানন্দ রোডে উঠতেই তাঁদের নজরে আসে, দুই হাতে দুটো হেলমেট নিয়ে এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে দৌড়োচ্ছে। গাড়ি নিয়ে ওই দুষ্কৃতীর পিছু করতে শুরু করেন রবিন। পেছন থেকে মহম্মদ সাফিক খানকে ধরতেই দুই হাতের হেলমেট দিয়ে এলোপাতাড়ি হাত চালাতে শুরু করে ওই ব্যক্তি। হেলমেটের চোটে নাকে আঘাতও লাগে রবিনের।

তবে দুষ্কৃতীকে হাতের বাইরে যে কোনওভাবেই করা যাবে না বুঝতে পেরেই হাত দিয়ে ওই দুষ্কৃতীকে চেপে ধরেন রবিন। পেছনে দৌড়ে এসে সাফিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন আইসি ও সেকেন্ড অফিসারও। পুলিশকর্মীদেরই কথায়, দিলীপ ও রবিন নিজেদের জীবনের পরোয়া না করে খালি হাতে যেভাবে ছুটে গিয়েছে, তাতে ঘটনায় জড়িত বাকিদের ধরার ব্যাপারেও আত্মবিশ্বাসী পুলিশের বাকি কর্মীরা। মুখে বিশেষ কিছু বলতে না চাইলেও মুখে চওড়া হাসি দিলীপ ও রবিনের। তাঁদের কথায়, সাধারণ মানুষের সুরক্ষার স্বার্থে যে কোনও পরিস্থিতিতে লড়াই করাটাই আমাদের কর্তব্য।'

পুলিশের কব্জায় এক দুষ্কৃতী। রবিবার তোলা সংবাদচিত্র।

যেভাবে অপারেশন

দুষ্কৃতী নম্বর ওয়ান

- দুপুরে হিলকার্ট রোডে বাইক পেট্রলিং করছিলেন পুলিশকর্মী দিলীপ সরকার
- হঠাৎ তাঁর নজরে আসে, দুই ব্যক্তি এক ভবন থেকে দৌড়ে নামছে
- ওরা বাইকে উঠে স্টার্ট দিতে গেলে সন্দেহ আরও গাঢ় হয়
- বাইকের পেছনে বসা এক দুষ্কৃতীকে ধরতেই আর একজন পালিয়ে যায়

দুষ্কৃতী নম্বর দুই

- আর এক দুষ্কৃতী তখন গাঁজাগলির দিকে পালিয়ে যাচ্ছে
- বিবেকানন্দ রোডে পুলিশের নজরে আসে এক ব্যক্তি দৌড়োচ্ছে
- তাকে ধরতেই হেলমেট দিয়ে নাকে আঘাত করে এক পুলিশকর্মীর
- তবু খালি হাতেই ওই দুষ্কৃতীকে চেপে ধরেন পুলিশকর্মী রবিন

দিলীপ সরকার

রবিন লামা

আতঙ্কে জ্যোতির্ময় কলোনি

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : শিলিগুড়ি ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতির্ময় কলোনিতে বহিরাগতদের আনাগোনা ফের বেড়েছে। সম্প্রতি একটি মারামারির ঘটনাকে কেন্দ্র একটি খুনের ঘটনাও ঘটে। এই ঘটনার পর থেকেই কলোনির মানুষ রাতে বহিরাগতদের আনাগোনায় আতঙ্কিত।

এদিকে, এখনও রাত যত বাড়ে, ততই বাড়ছে জ্যোতির্ময় কলোনির মাঠে বহিরাগতদের আনাগোনা, এমনই বক্তব্য স্থানীয়দের। তাঁদের বক্তব্য, তরুণ খুনের ঘটনার পর যতদিন পুলিশের টহলদারি ছিল, ততদিন বাইরের কাউকে দেখা যায়নি এলাকায়। কিন্তু এখন পুলিশি টহলদারি নেই, ওরা আসছে।

অনীতা দাস নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'এত বড় মাঠে কেউ যদি নেশার আসর বসায়, দূর থেকে তা ঠিক করে বোঝার উপায় নেই। আলোর ব্যবস্থা থাকলে, হয়তো কেউ নেশার আসর বসানোর সাহস দেখাত না। বুঝতে পারছি না কেন এখানে আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে না।'

সংগীতা সরকার নামে এক গৃহবধূ বলেন, 'এই মাঠে কেউ লুকিয়ে থাকলেও বোঝার উপায় নেই। রাস্তা থেকে মাঠের দিক করে লাইট লাগালে ভালো হয়।' আইনি জটিলতায় আলোর ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না বলে আবার বক্তব্য ওয়ার্ড কাউন্সিলার তাপস চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি বলছেন, জমিটি নিয়ে আইনি জটিলতা রয়েছে। কিছু মানুষ জমিটি মাপতে এসেছিল। সেচ দপ্তর সেখানে বোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে। জমিটি নিয়ে একটি মামলাও চলছে। সে কারণে কিছু করা যাচ্ছে না। এমন বেশ কিছু এলাকা আমাদের ওয়ার্ডে রয়েছে।'

যমজ সন্তানে সাফল্য স্টার হাসপাতালে

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : মাত্র সাত মাসে যমজ সন্তানের জন্ম দিলেন সুতনুকা দেবী। বহুদিনের চেষ্টার পর আইভিএফ পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি গর্ভধারণ করেছিলেন। তবে সাত মাসেই হঠাৎ তাঁর অবস্থা সঙ্গিন হয়ে যায়। যমজ সন্তানের একজনের ওজন ছিল ১ কেজি ২০০ গ্রাম এবং আরেকজনের ১ কেজি ৪০০ গ্রাম। প্রথম সন্তান ছিল আড়াআড়ি অবস্থানে। সন্তানের প্রাণ বাঁচাতে ঝুঁকি নিয়ে সিজার করেন ডাঃ তামামি চৌধুরী। এরপর যমজ সন্তানের একজন প্রায় তিন সপ্তাহ এনআইসিইউ'তে ছিল। শিশুদের প্রথম থেকেই তত্ত্বাবধান করছিলেন শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ নীতীশ কুমার। তিনি জানান, শিশুটির ফুসফুসে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। এই অবস্থায় খুব কম শিশুই বাঁচে। কিন্তু পেডিয়াট্রিশিয়ান ও এনআইসিইউ টিমের দিন-রাতের অক্লান্ত চেষ্টায় শিশুটি সুস্থ হয়ে ওঠে। স্টার হাসপাতালের উন্নত পরিকাঠামো ও আধুনিক চিকিৎসার ফলে দুই শিশুই এখন সুস্থ। এই সাফল্যে স্টার হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সরা অত্যন্ত আনন্দিত।

রজত জয়ন্তী

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : শিলিগুড়ি সাউন্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শনিবার একটি সম্মেলন হয়। শহরে শোভাযাত্রা ও স্বাস্থ্য শিবিরও হয়। রবিবার অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে প্রতাপ বসু ও সম্পাদক হিসেবে পবিত্র সাহাকে বাছাই করা হয়।

বাজ পড়ে মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : বাজ পড়ে মৃত্যু হল নির্মলাদেবী সিংহের (৫৩)। বাড়ি ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডেমডেমা এলাকায়। নদীর ধারে ওই মহিলা তাঁর নাতিকে নিয়ে ছাগল চরাতে গিয়েছিলেন। তখন হঠাৎ বজ্রপাত হয়। তারপর নির্মলাদেবী পড়ে যান। নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

মহানন্দা সেতুর নীচে ট্রাকস্ট্যান্ড নিয়ে প্রশ্ন

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : নৌকাঘাট মোড়ের কাছে তৃতীয় মহানন্দা সেতুর নীচে রয়েছে ট্রাকস্ট্যান্ড। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি লোকাল ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ট্রাকগুলি নৌকাঘাটে নীচে বিভিন্ন সময় পার্ক করে রাখা হয়। কিন্তু প্রশ্ন নদীর বেড়ে এভাবে কী করে থাকছে ট্রাকস্ট্যান্ড। একটা সময় ওই ট্রাকস্ট্যান্ডটি মহাবীরস্থানে ছিল। প্রশাসনের তরফে সেটিকে সরিয়ে কামরাঙ্গাগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। উত্তরকন্যা তৈরির সময় সেই স্ট্যান্ডটিকে পোড়াঝাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে আবাসন প্রকল্পের কারণে নৌকাঘাটে তৃতীয় মহানন্দা সেতুর নীচে স্ট্যান্ডটিকে নিয়ে আসা হয়। মহাবীরস্থানে ট্রাকস্ট্যান্ডের জায়গাটি যেভাবে দখল হয়েছে তাতে ট্রাক মালিকরা ক্ষুব্ধ। সংগঠনের সদস্য রমন ঝা বলেন, 'প্রশাসনের তরফে মৌখিক অনুমতি মেলায় আমরা এখানে রয়েছি। কিন্তু যেভাবে মহাবীরস্থানের জায়গা রাতারাতি দখল হয়ে গেল তারপর প্রশাসন কিছু করল না। বহিরাগতরা এসে মহাবীরস্থান দখল করে নিয়েছে। আর আমরা বিভিন্ন জায়গাতে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

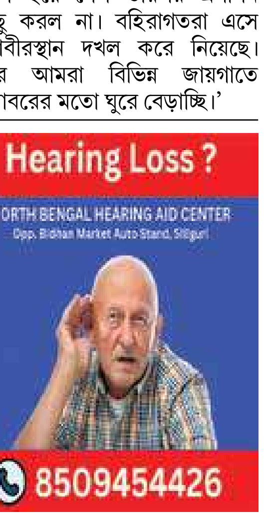

‘উত্তরবঙ্গ’ বোধ ও বাস্তবতা

প্রথম পাতার পর

অভিযোগ উঠে আসতে খুব বেশি সময় নেবে না। প্রশ্নটা এখানেই যে, উত্তরবঙ্গ বলে যে ভৌগোলিক এলাকার বর্গীকরণ ঘটেছে তা কি সমসত্ত্ববিশিষ্ট? জেলা দার্জিলিং, তার পাহাড় ও সমতল উভয় জনবসতিতেই কি সমমানের ‘উত্তরবঙ্গ’? দিনাজপুর দক্ষিণ এবং উত্তর, উভয় জেলাই এখনও জলপাইগুড়ি ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত, এর যৌক্তিকতা কি ‘উত্তরবঙ্গ’ত্ব দিয়ে বিচার্য? মালদা, উত্তরবঙ্গ পরিচয়ের অংশী হবার চেয়ে ‘গৌড়বঙ্গ’ পরিচয়েই কি কৌলিন্য বেশি দেখছে না? - আসলে এ যাবতীয় দোলাচলের মুখ্য কারণ হল সেই অনির্ধারিত ‘উত্তরবঙ্গ’র ক্ষমতাকেন্দ্রটি এখনও পেন্ডুলামের মতো দোদুল্যমান!

ক্ষমতাসীন সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরটি শিলিগুড়ি আর দিনহাটার মধ্যে পিংপং খেলছে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পদটি নিয়ে আলিপুরদুয়ার-জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ির মধ্যে মিউজিক্যাল চেয়ার চলছে। এমনকি সরকার বাহাদুর ‘উত্তরকন্যা’ নাম দিয়ে যে প্রশাসনিক ভবনটি ফ্রেমে বাঁধিয়ে দিয়েছেন– সেটাও টাঙানো হয়েছে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্তবর্তী মৌজায়। সেইসঙ্গে তথাকথিত উন্নয়নের দোহাই দিয়ে একই ভৌগোলিক এলাকাতে নতুন নতুন জেলা বিভাজনের চেষ্টা ও নজির ‘উত্তরবঙ্গ’-এর ধারণাটিকেই আজ শাসকপক্ষের ‘লেজে খেলানো’র বিষয় বলে প্রমাণিত করেছে।

মজার বিষয় হল, একটি নির্ধারিত ক্ষমতাকেন্দ্র আছে বলেই হয়তো কলকাতা থেকে লোকাল ট্রেনের স্পর্শদূরত্বে যে সমস্ত অন্য জেলাভুক্ত শহর বা শহরতলি রয়েছে সেখানকার বাসিন্দারা অনেকেই ফরাক্কা পার করে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করলেই নিজেদেরকে ‘কলকাতার লোক’ বলে পরিচয় দেন! তখন ক্যানিং থেকে কল্যাণী সবই কলকাতা’র পরিচয়ে ঢুকে পড়তে রবীন্দ্রকথিত কেরোসিন শিখার মতোই গরজের আত্মীয়তা প্রকাশের চেষ্টায় অস্বাচ্ছন্দ্য কিছুমাত্র দেখা যায় না। বলাই বাহুল্য, সেটা রাজধানী শহরের সঙ্গে নৈকট্যের বৈষয়িক সুবিধা আদায়ে আত্মীয়তা স্থাপনের আগ্রহ। কিন্তু সেই একই ধরনের চেষ্টা কি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মধ্যে তৈরি হয়েছে? হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ কোথায় প্রতিষ্ঠা হবে তা নিয়ে শিলিগুড়ি আর জলপাইগুড়ির মধ্যে শীতল দ্বৈরথ কিংবা দার্জিলিং মেলের অন্তিম স্টপ নিয়ে হলদিবাড়ি ও নিউ জলপাইগুড়ির দড়ি টানাটানি, স্কুল সার্ভিস কমিশনের উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক দপ্তর আদায় নিয়ে মালদা বনাম কোচবিহার টানাপোড়েন বা উত্তরবঙ্গে প্রথম মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, প্রথম পূর্ণাঙ্গ পুলিশ কমিশনারেট গঠনের প্রশ্নেও স্থানীয় ও আঞ্চলিক দাবির চেয়েও সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে নগরোন্নয়ন আর রেল-বিমান ইত্যাদি যোগাযোগ সুবিধার মান!

দেনেওয়ালারা এখানে কিছু দিয়েছেন, ওখানে কিছু দিয়েছেন– সেটাও অবশ্যই রাজনৈতিক প্রভাববিস্তারের অঙ্ক কষেই, উত্তরবঙ্গকে একটি ‘সমগ্র’ হিসেবে গণ্য করে উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকৃত কোনও মডেল রূপায়ণের চেষ্টা হয়েছে, এমন দূরদর্শিতার দাবি কোনও রাজনৈতিক পক্ষই করে উঠতে পারবে না। কারণ তাতে সম্ভবত উত্তরবঙ্গকে একটি সমসত্ত্ব বা পরিপূরক অঞ্চলের বাস্তবতায় পাঠিয়ে আলাদা রাজ্যের দাবির বাস্তবতাকেই সুবিধা করে দেওয়া হত! তাই উন্নয়নের জগাখিচুড়ি বিলিয়ে বঞ্চিতের উন্নয়ন-ক্ষুধা নিরসনের অপরিকল্পিত ব্যবস্থাই টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

গোটা উত্তরবঙ্গে যখন রাজা রামমোহনপুর থেকে পরিচালিত একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় আধিপত্যের যুগ একেবারে শেষলগ্নে, তখনকার ছাত্র হিসেবে দেখেছিলাম, অন্য জেলাগুলি থেকে সহপাঠীরা শিলিগুড়িতে এসে থেকে পড়াশোনা করার সুবাদে নিজেদের শিলিগুড়ির পরিচিতির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে খুব একটা অসুবিধা বোধ করত না। আমাদের ‘কসমোপলিটান’ হয়ে ওঠার সূত্র ছিল জীবনের মানোন্নয়নের সুযোগদায়ী ওই সবেধন নীলমণি প্রতিষ্ঠানটি। তখন আমরা সবাই ‘নবু’। জলপাইগুড়ির কালান্তক বন্যায় শিলিগুড়ি তার সামর্থ্য নিয়েই পাশে থাকার ইতিহাস গড়েছিল। বিপন্নতা আমাদের একাকার করেছিল। এখন প্রবল উন্নয়নের জোয়ার এসেছে ইটে-কাঠে-কংক্রিটে-নিয়োগে-বন্দোবস্তে, কিন্তু সেই মানবিক আবেগের ঐক্য থেকে উত্তরবঙ্গ বৈষয়িক ‘অহং’-এর কতগুলি ছোট ছোট উপনিবেশ হয়ে উঠছে!

‘উত্তরবঙ্গ’ তকমা দিয়ে রাজধানী আমাদের যে ‘বিশেষাঞ্চল’ করে রেখেছিল তাতে বঞ্চনার ক্ষোভে আমরা একত্র ছিলাম, আজ উন্নয়ন দিয়ে আমাদের নজর ধুইয়ে আমাদের সবার প্রতি সবার নজরকে ‘বাঁকা’ করে দিয়েছে! ‘উত্তরবঙ্গ’ বোধের মাজা ভেঙে দিতে না পারলে তার ভূখণ্ড থেকে রাজ্যের সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে নিয়েও সেখানে সরকারি ব্যয়বরাদ্দের ক্ষেত্রে ও সেখানকার সমস্যায় গুরুত্বপ্রদানে চেপেচুপে চালানো যাবে কী করে? কোচবিহার, জলপাইগুড়ির একাধিক জায়গায় নদীর ওপর যাতায়াতের সেতু বানিয়ে দেবার গাজর ঝুলিয়ে কতবার ভোট নিয়ে গিয়েছে কত দল! আজও নিচ্ছে।

খেয়াল করলেই বোঝা যায়, দলমতনির্বিশেষে রাজ্যের সরকারের দপ্তর বণ্টনেই হোক বা সরকারে আসীন দলের নীতিনির্ধারকমণ্ডলীতেই হোক উত্তরবঙ্গের জননেতা বা নেত্রীদের আসন ‘কোটা’র অতিরিক্ত কিছুই জোটেনি। তাই কেউ অন্য কোনও দলের জাতীয় স্তরের নীতিনির্ধারকমণ্ডলীর সদস্যতা কোরবানি দিয়ে দলবদল করে শাসকদলে ঢুকে পড়লেও তার ভাগ্যে সে শিঁকে ছিঁড়বে না, সেটা সহজেই অনুমেয়।

অথচ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ও দুরাচারের প্রশ্নে একটি শব্দবন্ধ সাম্প্রতিক বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল, ‘উত্তরবঙ্গ লবি’! যেন অন্ধকার জগতের কোনও গোপন ডেরা হয়ে গোটা রাজ্যে ছড়ি ঘুরিয়েছে উত্তরবঙ্গ! ন্যায্য প্রাপ্তির ধারায় নয়, অপবাদের আস্তাকুঁড়ে ঠেলে দেওয়া পুরোনো প্রবণতাও এতে স্পষ্ট।

(লেখক শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক)

সিসিইউতে ভর্তি সাবিনা

মালদা, ২২ জুন : রবিবার রাতে মালদা মেডিকেলের সিসিইউতে ভর্তি করা হল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে। জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস জানিয়েছেন, তিনি কয়েকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে রবিবার মালদা মেডিকেলের সিসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে, তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা যাচ্ছে, গত কয়েকদিন ধরে তিনি বাড়িতেই ছিলেন। তাঁর মাথা ঘুরছিল বলেও তারা জানিয়েছে। তবে এদিন সাবিনার শারীরিক পরিস্থিতির কিছুটা অবনতি হয়। মালদা মেডিকেল সূত্রে জানা গিয়েছে, সাবিনার প্রেশারের সমস্যা রয়েছে।

মৃতদেহ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ ও চোপড়া, ২২ জুন : পুঠিয়া ব্লকের ডুবানচি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহানন্দা নদীর ডাঙ্গাপাড়া ঘাটের কাছে রবিবার সকালে নদী থেকে হামিদুল ইসলাম (২২) নামে এক তরুণের মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করেছে।

লাভায় পর্যটকদের ‘উপহার’

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২২ জুন : লাভা বেড়াতে যাচ্ছেন? তাহলে আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে ‘উপহার’। তাও আবার স্থানীয় বাসিন্দাদের একেবারে নিজেদের বাড়িতে বা জমিতে তৈরি একশো শতাংশ জৈব পণ্য। তৈরি করছেন স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাই। উৎপাদন থেকে প্যাকেজিং ও মার্কেটিং ইউনিট পরিচালনার দায়িত্ব তাঁরাই সামলাবেন। আর সমস্ত সামগ্রী মিলবে একেবারে ন্যায্যমূল্যে।

তবে ঠিক কী কী থাকছে ওই ‘উপহারে’?

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের উৎপাদিত হলুদ, মধু, ছাতু, গোলমরিচ, বাজরা, করলার চিপস সহ আরও সামগ্রী ইতিমধ্যে বিক্রির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া বাঁশ-বেতের তৈরি শিল্প সামগ্রীও তাতে যুক্ত করা হবে।

এজন্য কালিম্পং জেলার ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে একটি প্যাকেজিং ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। গোটা রাজ্যের মধ্যে এমন উদ্যোগ লাভাতেই প্রথম।

বিডিও ভারতী চিকবড়াইকের কথায়, ‘এখানকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মহিলারা বছরভর নানা ধরনের পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত থাকেন। প্যাকেজিং, ব্র্যান্ডিং ও সেই সঙ্গে বিপণনের ব্যবস্থা করে দিয়ে তাঁদের আয়ের পথ আরও প্রশস্ত করাই কর্মসূচিটির মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি পর্যটক সহ অন্যদের হাতে লাভা-র একেবারে নিজস্ব স্বাদের পণ্য তুলে দেওয়ার বিষয়টি তো রয়েইছে।’

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি পণ্য প্যাকেজিং ইউনিটে পঞ্চ সূত্রের ওপর ভিত্তি করে কাজ করবে। প্রথমত, একটি মার্কেটিং সংঘ কেন্দ্রীয়ভাবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে তাঁদের সামগ্রী কিনে নেবে।

এরপর ওই প্যাকেজিং ইউনিটে সেগুলির ঝাড়াই বাছাই, গ্রেডিং, প্যাকিং, লেবেলিং ও সিলিং-এর কাজগুলি করা হবে। ওই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ১০ সদস্যর আরও একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রশিক্ষিত মহিলাদের। এরপর প্যাকেটজাত সামগ্রী বিক্রির জন্য চলে যাবে সৃষ্টিশ্রী স্টল, স্থানীয় বাজার, সরকারী আউটলেট, মেলা, গোর্খে হাট সহ বিভিন্ন জায়গায়। স্থানীয় নেপালি ভাষায় প্যাকেটজাত পণ্যের ব্র্যান্ড নাম রাখা হয়েছে কোসেলি। বাংলায় যার অর্থ ‘উপহার।’

লাভার মনাসটেরি, নকডারার মতো আরও বহু জনপ্রিয় পর্যটনস্থলেও সেগুলি থাকবে। লাভাতে ঢোকার প্রতিটি এন্ট্রি পয়েন্টেও একটি করে স্টল থাকবে। যাবতীয় সামগ্রী অনলাইনের ই-কমার্স সাইটগুলির মাধ্যমেও চলতি মাসেই বিক্রির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে বৈঠকের ব্যবস্থা করে পণ্য পরিচিতি ও চাহিদা বৃদ্ধির কাজটিও প্যাকেজিং ইউনিটে নিয়মিত ভিত্তিতে করা হবে। লাভা ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে,

নয়া উদ্যোগ

- স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের উৎপাদিত হলুদ, মধু, ছাতু, গোলমরিচ, বাজরা, করলার চিপস সহ আরও সামগ্রী ইতিমধ্যে বিক্রির তালিকায়
- সমস্ত সামগ্রী মিলবে একেবারে ন্যায্যমূল্যে
- উৎপাদন থেকে প্যাকেজিং ও মার্কেটিং ইউনিট পরিচালনার দায়িত্ব মহিলাদেরই

সেখানে মোট ৭৩৩টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আওতায় ৬০৮৭ জন মহিলা রয়েছেন। গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ৭টি সংঘ রয়েছে। সম্প্রতি লাভার প্যাকেজিং ইউনিটের উদ্বোধন হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মনিয়াণ টি, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল লাইভলিহুড মিশনের নির্দেশক কুহুক ভূষণ, জিটিএ’র পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রকল্প নির্দেশক সুমেধা প্রধান প্রমুখ।

প্যাকেজিং ইউনিটের মাধ্যমে লাভার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি এক ছাতার তলায় নানা সুযোগসুবিধাও পাবে। বক্স, জার, পাউচ, ট্যাগ সহ ছোটখাট যন্ত্রপাতি সেখান থেকেই কিনে নিজেদের পণ্য নিজেরাই প্যাকেট করতে পারবে তাঁরা। প্যাকেটের লেবেলিং ও লোগো, ব্র্যান্ডের ডিজাইন, প্রিন্টিং-এর মতো কাজগুলি নামমাত্র মূল্যে সেখানেই করানো যাবে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ব্যবসা করার জন্য প্রয়োজনীয় ফুড লাইসেন্স, প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স তৈরি করে দেওয়ার সহায়তাও করা হবে প্যাকেজিং ইউনিট থেকে। পেশাগত দক্ষতা বাড়ানোর প্রশিক্ষণও মিলবে তাঁদের। পাশাপাশি পণ্য বিক্রির জন্য সেখান থেকে একটি গাড়ি গোটা লাভা ব্লকের লাভা-গীতবিয়ং, গীতডাবলিং, লোলে, সন্তক, সামচে, দোলপচাদ ও পিয়ং-এর মতো সবক’টি পঞ্চায়েত এলাকায় ঘুরবে। মার্কেটিং ইউনিটের দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংঘের নেত্রী সবিতা ছেত্রী বলেন, ‘এই প্রকল্প পাহাড়ের বহু মহিলাদের আয়ের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিশা তৈরি করতে চলেছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস। সবাই অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে কাজ করছে।’

খুদে ফুটবলার

কোচবিহারের কাকরিবাড়িতে রবিবার ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চলে পুলিশ জাগবে কবে?

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : ব্যর্থতা কোথায়? নজরদারি, না কি তাতে ফাঁক খুঁজে মেরামতের সদিচ্ছায়? একের পর এক ঘটনা শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশকে আয়নার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। তবুও দুষ্কৃতীমূলক কর্মকাণ্ডে লাগাম পরানো যাচ্ছে না। গ্যাংয়ের দাপাদাপি থেকে জমির কারবার নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে গুলি ছোড়া। এটিএম কাউন্টার লুট থেকে তালিকায় সাম্প্রতিকতম সংযোজন গয়নার দোকানে ডাকাতি। এটিএম লুটে অভিযুক্তদের নাগাল মেলেনি এখনও, এরমধ্যেই দোকান থেকে বিপুল অঙ্কের সামগ্রী নিয়ে পগারপার হল দুষ্কৃতীরা।

দুষ্কর্মের আগে অপরাধীরা একাধিকবার রেইকি চালালেও পুলিশের কাছে সেই খবর পৌঁছাল না কেন? সোর্স নেটওয়ার্ক কি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে? এটিএম লুটের পরও শহরের নিরাপত্তা জোরদার করা হল না কেন? বুধবার রাতের ঘটনার রেশ না কাটতেই ডাকাতি, তবে কি শহরের ঢিলেঢালা নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুষ্কৃতীদের সাহস জুগিয়েছে এমন কাণ্ড ঘটানোর? একাধিক প্রশ্নবাণে বিদ্ধ পুলিশকর্তারা। তাঁদের অবশ্য একটাই দায়সারা বক্তব্য, ‘তদন্ত চলছে। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।’

গত কয়েক মাসের ঘটনা শহর শিলিগুড়ির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। বাংলাদেশি গ্রেপ্তারির ঘটনায় আলোচনায় উঠে এসেছিল ফ্ল্যাট ও বাড়িভাড়ার প্রসঙ্গ। বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ শিক্ষা বা কর্মসূত্রে এখানে এসে ভাড়ায় থাকছেন। তাঁরা কোথা থেকে আসছেন, কবে থেকে থাকছেন, আদৌ ভাড়া নেওয়ার আগে নথি জমা দিয়েছেন কি না ইত্যাদি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। পুলিশ-প্রশাসনের কাছে এই সমস্ত ভাড়াটিয়াদের সঠিক তথ্য নেই।

জাল আধার কার্ড চক্রের রমরমা শহর ও সংলগ্ন এলাকায়। ফকদইবাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে ভুয়ো নথির কারবার চলার পর টের পায় পুলিশ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি ছাত্রটির কাছেও ভারতীয় নথি রয়েছে। সে শহরে একটি ফ্ল্যাটও কিনেছে। ঠাকুরনগরে মুখিয়া গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্যও না কি অজানা ছিল পুলিশের। ঝামেলার তদন্ত করতে গিয়ে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। শহরবাসী বিশ্বজিৎ দাসের কটাক্ষ, ‘আসলে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের নজরদারির ফাঁকফোকরগুলো এখন জনসমক্ষে প্রকাশ পাচ্ছে। কোনও ধরনের সোর্স কাজে আসছে না আর। এদিকে, মানুষের বিপদ বাড়ছে।’

পরপর হানা

- দেবীডাঙ্গায় গুলি চালানোর ঘটনা– ৮ জুন
- ঠাকুরনগরে গ্যাংয়ের দাপট– ১৭ জুন
- চম্পাসারিতে এটিএম লুট– ১৮ জুন
- সোনার দোকান লুট– ২২ জুন

শিলিগুড়িতে বিভিন্ন সময় কাজ করা বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীরা একটি বিষয়ে সহমত, আর তা হল, শহর বরাবরই সেনসিটিভ জায়গা। তাই আপাতদৃষ্টিতে শান্ত বলে মনে হলেও নজরদারিতে একটু ঢিলেমি দিলে যে কোনও মুহূর্তে বড় বিপদ হয়ে যেতে পারে। সবসময় পুলিশকে সতর্ক থাকতে হবে। এক মাসের মধ্যে চারটে বড় ঘটনা মোটেই পুলিশের পক্ষে সুখকর পরিস্থিতি নয়।

প্রশ্ন উঠছে, পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের ভূমিকা নিয়ে। চারটে ক্ষেত্রে একবারের জন্যও ঘটনাস্থলে দেখা মেলেনি তাঁর। এমনকি সারাবছর খুব বেশি তাঁকে শহরের রাস্তায় দেখা যায় না বলে অভিযোগ। পুলিশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেন, তাছাড়া নিজের চেম্বারেই দিন কাটে সিপি’র। তাঁর আমলে নেওয়া নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক উদ্যোগ কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য সাইকেল পেট্রোলিং। সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায় না এসিপিদেরও। একবার এক এসিপির বিরুদ্ধে ভিড় সামলাতে গিয়ে একজন তরুণকে লাথি মারার অভিযোগ ওঠে। তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়। যদিও সেই অভিযোগে আমল দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি শিলিগুড়ি পুলিশ।

মজার ব্যাপার হল, দক্ষিণবঙ্গে একের পর এক গয়নার দোকানে ডাকাতির সময় শহরে প্রতিটি গয়নার দোকানে পুলিশকর্মী মোতায়েন করেছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। সেনসিটিভ জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করে বিশেষ নজরদারির চালানোর কথা বলা হয়েছিল। এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নজরদারি শিথিল হয়ে যায়। রবিবার তাই কার্যত বিনা বাধায় লুটপাট চালাল ডাকাতরা।

ঘটনার পর পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সমাজমাধ্যমে একের পর এক পোস্ট করেন শহরবাসী। নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন সাধারণ মানুষ। এই যেমন শুভ্রদীপ ভট্টাচার্য নামে এক তরুণের পোস্ট, ‘প্রাণের প্রিয় শহর শিলিগুড়ি অপরাধীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। গ্যাংবাজি, দিনদুপুরে ডাকাতি, নির্ভয়ে অপরাধীরা অপরাধ করবে আর মানুষ ভয়ে ভয়ে দিন কাটাবে! চরম প্রশাসনিক ব্যর্থতা!’

আরও ভিস্টাডোম কোচ শতাব্দীতে

মালিগাঁও, ২২ জুন : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) উন্নত যাত্রী অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য একটি বড় পদক্ষেপ করেছে। যার ফলে ১ জুলাই, ২০২৫ থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনে স্থায়ীভাবে এবং আরেকটি ট্রেনে অস্থায়ীভাবে কোচ বাড়ানো হবে। ক্রমবর্ধমান যাত্রী চাহিদা পূরণ, ট্রেনে সুযোগসুবিধা উন্নত করা এবং নেটওয়ার্কজুড়ে ভ্রমণের সামগ্রিক মান উন্নত করার জন্যই এই উদ্যোগ। ট্রেন নম্বর ১২০৪২/১২০৪১ নিউ জলপাইগুড়ি জংশন-হাওড়া জংশন-নিউ জলপাইগুড়ি জংশন (শতাব্দী এক্সপ্রেস)-এ স্থায়ীভাবে আরও একটি ভিস্টাডোম কোচ যুক্ত করা হয়েছে। ফলে ট্রেনটি এখন মোট ১৫টি কোচ নিয়ে চলবে। একইভাবে, ট্রেন নম্বর ১২০৬৭/১২০৬৮ গুয়াহাটি–জোরহাট টাউন–গুয়াহাটি (জনশতাব্দী এক্সপ্রেস)-এও একটি ভিস্টাডোম কোচ যোগ করা হয়েছে। ফলে ওই ট্রেনে কোচের সংখ্যা এখন ১৬। অতিরিক্তভাবে, ট্রেন নম্বর ১৫৪১৭/১৫৪১৮ আলিপুরদুয়ার জংশন–শিলঘাট টাউন–আলিপুরদুয়ার জংশন (রাজ্য রানি এক্সপ্রেস)-এও স্থায়ীভাবে একটি অতিরিক্ত এসি ৩ টিয়ার কোচ যুক্ত করা হয়েছে। ট্রেনটির এখন মোট ১২টি কোচ নিয়ে চলাচল করবে।

এছাড়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্রেন নম্বর ১৫৭১৩/১৫৭১৪ কাটিহার-পাটনা-কাটিহার (ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস)-এর অস্থায়ী কোচ সংযোজন আরও এক বছরের জন্য বাড়ানো হয়েছে। মনোরম রুটে ভিস্টাডোম কোচ সংযোজন দ্বারা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কপিঞ্জলকিশোর শর্মা, মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক।

স্বাস্থ্য শিবির

নাগরাকাটা, ২২ জুন : ডুয়ার্সের অচল ও রুগ্ন বান্দাপানি, ঢেকলাপাড়া, জয়বীরপাড়া চা বাগানের দুঃস্থ শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ালেন চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও সমাজকর্মীরা। রবিবার পাবলিক হেলথ ইনিশিয়েটিভ অফ নর্থবেঙ্গল নামে একটি সংস্থার পক্ষ থেকে বান্দাপানিতে বিনামূল্য চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে লাগোয়া আরও দুটি চা বাগানের শ্রমিকরাও উপস্থিত ছিলেন। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন সবমিলিয়ে এদিন ৫১২ জন শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। ৫১ জনের চোখে ছানি ধরা পড়ে।

ভিলেজ পুলিশ থেকে যুব সভাপতি

তৃণমূলের অন্দরেই বিতর্ক

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২২ জুন : আশ্চর্য সমাপতন বোধহয় একেই বলে। গত ১৮ জুন ভিলেজ পুলিশের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন ময়নাগুড়ি থানা এলাকার চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের ভিলেজ পুলিশ রামমোহন রায়। আর ২১ জুনই চামুর্চির সন্দীপ ছেত্রীকে সরিয়ে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি করা হল তাঁকে। রামমোহন নিজে অবশ্য বলছেন, দল যে তাঁকে এত বড় দায়িত্ব দেবে, সেকথা আগে থেকে আঁচই করতে পারেননি তিনি।

দলের যুব সংগঠনের জেলা সভাপতির পদে রামমোহনের অভিষেক ঘিরে তৃণমূলের ঘরে-বাইরে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। তৃণমূলের অন্দরেই অনেকে মনে করছেন, আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে ময়নাগুড়ি আসনে রামমোহনের মনোনয়ন এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আবার অনেকে মনে করছেন, জেলায় যুব সংগঠনে পরিচিত রাজবংশী মুখ আনতেই রামমোহনকে এই পদে বসানো হয়েছে।

শনিবার বিকেলে জলপাইগুড়িতে দলের জেলা দপ্তরে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা ছিল জেলা তৃণমূল যুবর। সন্দীপ ছেত্রীর সভাপতিত্বে সেই সভা শেষ করে সবাই বাড়ি ফেরার আগেই দলীয় ফেসবুক পেজে তালিকা পোস্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয় সন্দীপকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, রামমোহনের সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক নতুন নয়। ২০১২ সালে ভিলেজ পুলিশ পদে নিয়োগের আগে কলেজে টিএমসিপি নেতা হিসেবে নজর কেড়েছিলেন। চাকরিতে থাকাকালীনও রামমোহনকে ঘিরে বিতর্ক ছিল সবসময়ই। কখনও থানায় তাঁর জন্য আলাদা চেম্বার বা গাড়ি ব্যবহার করা নিয়ে বিতর্ক। আবার কখনও তাঁর নামে চলা ফ্যান ক্লাবের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিতর্ক। বিরোধী দলের নেতারা রামমোহনের বিরুদ্ধে লরি-ডাম্পার সিন্ডিকেট থেকে মাসোহারা নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। আবার ভিজেল পুলিশ রামমোহনের ‘দাপট’ ভালো চোখে দেখত না ময়নাগুড়ির শাসকদলের নেতাদের একটা বড় অংশও। এবারে তাঁকেই দলীয় বড় পদে বসানোয় ময়নাগুড়িতে তৃণমূলি রাজনীতির সমীকরণ নিয়েও দলের ভেতর চর্চা শুরু হয়েছে।

আর যাঁকে ঘিরে এত জল্পনা, সেই রামমোহন বলেন, ‘ব্যক্তিগত কারণেই ১৮ জুন চাকরি ছেড়েছিলাম। ভাবিনি দু’দিন পরেই দল আমাকে এত বড় দায়িত্ব দেবে। দলীয় সৈনিক হিসেবে লড়াইয়ের ময়দানে আমার সবটুকু উজাড় করেই দেব।’

জোর চর্চা

- থানায় রামমোহনের জন্য আলাদা চেম্বার বা গাড়ি ব্যবহার করা নিয়ে বিতর্ক
- তাঁর নামে চলা ফ্যান ক্লাবের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিতর্ক
- লরি-ডাম্পার সিন্ডিকেট থেকে মাসোহারা নেওয়ার অভিযোগে বিতর্ক
- ভিলেজ পুলিশ হিসেবে রামমোহনের ‘দাপট’ নিয়ে তৃণমূলের অন্দরেই বিতর্ক

যুব সংগঠনে রদবদল হলেও মহিলা ও শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি পদে যথাক্রমে নুরজাহান বেগম এবং তপন দে-কেই ফের বসানো হয়েছে। দলের অন্দরমহলের অনুমান, সংখ্যালঘু অঙ্কে নুরজাহানের চেয়ার রক্ষা পেয়েছে। আর তপনকে পদ দিয়ে দলের আরেক নেতা কৃষ্ণ দাসকে বার্তা দিয়েছে দল। তবে এই রদবদল নিয়ে দলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে, গোটা বিষয়টি নিয়ে ঘাসফুল শিবিরে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

ভরদুপুরে গয়নার দোকানে লুট

প্রথম পাতার পর

শংকর বলেন, ‘শহরের যা পরিস্থিতি তাতে চলাফেরায় রীতিমতো ভয় লাগছে।’ মেয়র বললেন, ‘ভৌগোলিক পরিস্থিতির কারণে আমাদের শহরে অপরাধ করে পালানো সহজ। পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা হয়েছে।

তাঁরা চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করছেন। দ্রুতই বাকি দুষ্কৃতীরাও ধরা পড়বে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।’ হাওড়ায় একটি গয়নার দোকানে লুটপাটের ঘটনার সঙ্গে এদিনের ঘটনার মিল পাওয়া যাচ্ছে। এদিন শিলিগুড়ির দোকানটিতে যেভাবে অপারেশন চালানো হয়, হাওড়ার দোকানটিতেও অনেকটা একইভাবে সশস্ত্র অপারেশন চালানো হয়েছিল। ওই দোকানের ক্ষেত্রেও মহিলা দুষ্কৃতীর খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল।

শিলিগুড়ির ওই দোকানের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ঘোমটা মাথায় দিয়ে এক মহিলা সহ দুই ব্যক্তি বেলা আড়াইটা নাগাদ ওই দোকানে ঢোকে। দোকান কর্মী অজয় কর্মকার বলেন, ‘ওরা আমাদের কাছ থেকে সোনার চেন দেখছিল। এরপর হঠাৎ করেই দুজন আগ্নেয়াস্ত্র বের করে। এরপর গ্যাংয়ের বাকি পাঁচ সদস্যও ভেতরে ঢুকে আসে।’ দোকানকর্মীদের দাবি, লুট শেষে ব্যাগ নিয়ে মহিলারা প্রথমে বের হয়। এরপর দুজন করে টিম বানিয়ে বাকিরা বের হয়। শেষে বের হওয়া দুজন দোকানের সঙ্গে লাগানো গেটের বাইরে থাকা তালাটি বন্ধ করে চাবি ফ্লোরে ছুড়ে ফেলে দেয়। কর্মীদের সকলের ফোন একটি ব্যাগে ঢুকিয়ে সেটা মূল গেটের বাইরের চেয়ারে রেখে দিয়ে তারা চলে যায়।

দোতলা ভবনে থাকা ওই দোকানটি থেকে বের হওয়ার আগে তারা ওই দোকানের ১২ জনকে টয়লেটে ঢোকানোর চেষ্টা করে। সবাইকে ভিতরে ঢোকাতে না পেরে কয়েকজনকে টয়লেটের সামনে বসিয়ে রাখা হয়। ওই কর্মীদের মধ্যে একজন কোনওভাবে নিজের হাতের বাঁধন খুলে বাকিদের মুক্ত করেন। এর মধ্যেই শিলিগুড়ি থানায় খবর চলে গিয়েছিল। পুলিশ সেইমতো পদক্ষেপ শুরু করে। ধরা পড়া দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিধাননগর পর্যন্ত পুলিশ খোঁজ চালায়। পরবর্তীতে খোদ পুলিশ কমিশনার ওই দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। সূত্রের খবর, আড়াইটার সময় দোকানে ঢোকা তিনজন এদিন বেলা ১২টার সময়ও ওই দোকানে একবার এসেছিল। রবিবার করে এই ভবনটিতে শুধুমাত্র এই দোকানটিই খোলা থাকে। অন্যসময় দুজন নিরাপত্তারক্ষী থাকলেও ঘটনার সময় একজন নিরাপত্তারক্ষীই ছিলেন। তাঁর কাছে কোনও অস্ত্রও ছিল না। তাই রীতিমতো রেইকি করেই এদিন ওই দোকানটিতে অপারেশন চালানো হয়েছিল বলে তদন্তকারীরা নিশ্চিত।

ছয় গ্রামে গাছ লাগিয়ে সবুজায়নে দিশা

মালদা, ২২ জুন : আধুনিকতার দাপটে ক্রমেই ধ্বংস হচ্ছে সবুজ। বাড়ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন। তাই পরিবেশ বাঁচাতে এবার এগিয়ে এলেন মালদা কলেজের পড়ুয়ারা। কলেজের ভূগোল বিভাগের উদ্যোগে মালদা জেলার ছয়টি গ্রামকে বেছে নিয়ে সবুজায়নের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। কলেজ পড়ুয়াদের এই কাজে সহযোগিতায় হাত বাড়িয়েছে জেলা বন দপ্তর এবং একটি পরিবেশপ্রেমী সংস্থা সহকার। মানিকচক ব্লকের নওদা-হাড্ডাটোলা ও ঈশ্বরটোলা গ্রাম ছাড়াও ইংরেজবাজারের পিরপুর, রতুয়া-২ ব্লকের বালিপাথার, গাজলের চম্পাদিঘি এবং চাঁচল ২ নম্বর ব্লকের বিশানপুর গ্রামকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। পড়ুয়াদের দাবি, শুধু গাছ লাগানো নয় বরং গাছ বাঁচানোই মালদা কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রধান লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ওই গ্রামগুলির মানুষের চাহিদা অনুযায়ী শাল, সেগুন, মেহগনি, কাঁঠাল সহ নানা ধরনের ফলের গাছ তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে সেই গাছগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

> জাতীয় সেবা প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকরা বৃক্ষরোপণ এবং গাছ পরিচর্যায় এক নতুন দিশা দেখাচ্ছেন। বাকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও এমনভাবে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।
>
> **ডঃ মানসকুমার বৈদ্য**
> *অধ্যক্ষ, মালদা কলেজ*

রবিবার মালদা কলেজের পড়ুয়ারা দলবেঁধে রতুয়ার বালিপাথার গ্রামে গিয়েছিল। সঙ্গে ছিলেন বনকর্মীরাও। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে মালদা ডিভিশনের ডিএফও জিজু জাসফার জোশেফ একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করেছেন। যেখানে মালদা কলেজ, বন দপ্তর এবং পরিবেশপ্রেমী সংস্থার প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিনিধিদল ইতিমধ্যে হাড্ডাটোলা গ্রাম ঘুরে দেখেছে যে, ৯০ শতাংশের বেশি চারাগাছ বেঁচে আছে। এ নিয়ে মালদা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মানসকুমার বৈদ্য বলেন, ‘জাতীয় সেবা প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকরা বৃক্ষরোপণ এবং গাছ পরিচর্যায় এক নতুন দিশা দেখাচ্ছে। বাকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও এমনভাবে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।’

কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক মিঠুন রায় জানান, ২০২৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে সমীক্ষা করে ওই ছয়টি গ্রামের মানুষের কাছ থেকে তাঁদের পছন্দের গাছের তালিকা সংগ্রহ করা হয়। তারপর সেই তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন রেঞ্জ অফিস থেকে প্রায় ছয় হাজার চারাগাছ সংগ্রহ করে গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক গ্রামের দায়িত্বে একজন করে স্বেচ্ছাসেবক রয়েছেন। চারাগাছ দেওয়ার এক সপ্তাহ পরে তাঁরা প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে দেখে আসেন চারাগাছগুলি ঠিকঠাক লাগানো হয়েছে কি না। এরপর তাঁরা এক মাস ও তিন মাস পর আবার সমীক্ষা করে রিপোর্ট জমা দেন যে গাছগুলি ঠিকঠাক আছে কি না। নওদা-হাড্ডাটোলার বাসিন্দা সুব্রত দাস, বন্দনাকুমারী মণ্ডলদের গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে গাছ লাগানোয় প্রকৃতি যেমন ভারসাম্যতা ফিরে পাচ্ছে, তেমনি এলাকার মানুষের আর্থিক উন্নতিও হবে। অন্যদিকে, মনিটরিং কমিটির সদস্য তথা পরিবেশপ্রেমী সংস্থা সহকারের সম্পাদক রূপক দেবশর্মার কথায়, ‘বৃক্ষরোপণের কাজে এগিয়ে এসেছে মালদা কলেজ।’

পন্থের বন্দনায় ব্যাটিং কোচ কোটাক

তিন রকম সেলিব্রেশন ভেবে শেষে সামারসল্ট ঋষভের

প্রথম ইনিংসে ফলিং সুইপে বাউন্ডারি মেরে চর্চায় ঋষভ পন্থ।

লিডস, ২২ জুন : তিনি বদলে গিয়েছেন। তিনি পরিণত হয়েছেন। তিনি পরিকল্পনা করে ব্যাটিং করতে শিখে গিয়েছেন।

বিলেতের মাটিতে চলতি হেডিংলে টেস্টেই দুনিয়া দেখে ফেলেছে ঋষভ ২.০-কে। যিনি ব্যাট হাতে হঠকারিতার পথ থেকে সরে এসেছেন। ভেবেচিন্তে, পরিকল্পনা করে দলের স্বার্থে ইনিংস গড়ার কথা ভেবে ব্যাটিং করেছেন। পেয়েছেন শতরান। টপকে গিয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনিকেও। আর হেডিংলের মাঠে সেঞ্চুরি করে সামারসল্ট দিয়েছেন নিজস্ব স্টাইলে।

মাস খানেক আগে শেষ হওয়া অষ্টাদশ আইপিএলে লখনউ সুপার জায়েন্টসের অধিনায়ক ঋষভ একেবারেই ছন্দে ছিলেন না। এলএসজি-র শেষ ম্যাচে শতরান করেন অধিনায়ক ঋষভ। আর শতরানের পর মাঠে সামারসল্টের মাধ্যমে সেলিব্রেশন করেন। হেডিংলের মাঠে টেস্ট শতরানের পরও সামারসল্ট দিয়েছেন ঋষভ। কেন? হেডিংলে টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে চেতেশ্বর পূজারাকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন পন্থ। জানিয়েছেন, শতরানের পর সেলিব্রেশনের জন্য তিন রকম পদ্ধতির কথা ভেবেছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত সামালসল্ট দেন। কারণ. ছোট থেকেই ক্রিকেট ছাড়াও জিমনাস্টিক্স তাঁর পছন্দ। ঋষভের কথায়, 'তিনটি সেলিব্রেশনের কথা ভেবেছিলাম। একটা চোখের উপর ডানহাত রেখে। অন্যটা হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দেওয়া ব্যাটেই জবাব দিলাম। অপরটা সামারসল্ট। শতরানের পরই মনে হল ডিগবাজি খেয়ে সেলিব্রেট করব। সেটাই করেছি।'

হেডিংলে টেস্টে তিনজন ভারতীয় ব্যাটার শতরান করেছেন। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনা বদলে যাওয়া পরিণত ঋষভকে নিয়ে। কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকার পর্যন্ত ঋষভের ব্যাটিংকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। ঋষভের কথায়, 'শতরান পেয়ে ভালো লাগছে। নিজের খামতি মেটানোর চেষ্টা করেছি। সেটব্যাককে কামব্যাকে বদলে দিয়েছি। জানতাম আমার কিছু ভুল ছিল। সেই ভুল শুধরে নেওয়ার জন্য পরিশ্রম করেছি। ব্যাটিংয়ে মনোসংযোগ বাড়িয়েছি। শৃঙ্খলা এনেছি। আর তাতেই এসেছে সাফল্য।' পন্থের শতরানের ইনিংসে কখনও ছিল 'অচেনা' ঋষভ। আবার কখনও রকমারি শটের সম্ভারের পন্থ। টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটার তাঁর একসময়ের সতীর্থ পূজারাকে বলেছেন, 'শোয়েব বশিরের ওভারেই ভেবেছিলাম শতরান করে ফেলব। কিন্তু বাড়তি ঝুঁকি নিইনি। মজা করে বশিরকে বলেছিলাম, ফিল্ডার ভিতরে রাখলে বড় শট মারব। সেটাই করেছি। কিন্তু সেই ওভারে নয়। পরের ওভারে। আসলে আগে থেকে কিছু না ভেবে বল বুঝে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সঙ্গে শতরানের এই ইনিংসে অনেকগুলো পছন্দের শট খেলার চেষ্টাই করিনি আমি।'

> শোয়েব বশিরের ওভারেই ভেবেছিলাম শতরান করে ফেলব। কিন্তু বাড়তি ঝুঁকি নিইনি। মজা করে বশিরকে বলেছিলাম, ফিল্ডার ভিতরে রাখলে বড় শট মারব। সেটাই করেছি। কিন্তু সেই ওভারে নয়। পরের ওভারে। আসলে আগে থেকে কিছু না ভেবে বল বুঝে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সঙ্গে শতরানের এই ইনিংসে অনেকগুলো পছন্দের শট খেলার চেষ্টাই করিনি আমি।
>
> **ঋষভ পন্থ**

মৃত্যুঞ্জয়ী ঋষভ যে বদলে গিয়েছেন, হেডিংলের শতরানের পর এখন সেটা কারও অজানা নয়। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাকও একই কথা শুনিয়েছেন। ঋষভ বন্দনায় মজে তিনি বলেছেন, 'ঋষভের প্রতিভা ও দক্ষতার কথা আমাদের সবারই জানা ছিল। সম্প্রতি ও ব্যাট হাতে কতটা পরিণত হয়ে উঠেছে, হেডিংলের ইনিংস সেটা প্রমাণ করে দিল।' ঋষভের মতো অধিনায়ক শুভমান গিলের ইনিংসের প্রশংসাও শোনা গিয়েছে ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচের গলায়। কিন্তু তারপরও দলের ফিল্ডিংয়ের বেহাল দশা ভারতীয় সাজঘরে উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি করেছে, স্বীকার করে নিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কোচ।

ক্যাচ মিসের বহরে ক্ষুব্ধ গাভাসকার

বুমরাহকে নিয়ে চিন্তিত শাস্ত্রী

স্লিপে দাঁড়িয়ে একের পর এক ক্যাচ ফসকালেন যশস্বী জয়সওয়াল।

ক্যাচ গলালেন টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম নির্ভরযোগ্য ফিল্ডার রবীন্দ্র জাদেজাও।

লিডস, ২২ জুন : 'ওয়ান ম্যান আর্মি'।

অস্ট্রেলিয়ার সফরের পর চলতি হেডিংলে টেস্টে ভারতীয় বোলিং বলতে সেই জসপ্রীত বুমরাহ। বাকিরা হতাশার পারদ চড়াচ্ছেন। বাড়াচ্ছেন ভারতীয় থিংকট্যাংকের কপালের ভাঁজ। মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা, শার্দূল ঠাকুরদের 'সাদামাঠা' বোলিংয়ে ক্ষুব্ধ প্রাক্তনরাও।

বিরক্ত রবি শাস্ত্রী। চিন্তিত বুমরাহর ওয়ার্কলোড নিয়েও। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, বাকি বোলাররা যেরকম বল করেছে, তাতে আশঙ্কার কালো মেঘ দেখছেন। শাস্ত্রী বলেছেন, 'আমি বুমরাহকে নিয়ে চিন্তিত। এই সিরিজে ওর ওয়ার্কলোডে কীভাবে ভারসাম্য রাখা হবে, ভাবার বিষয়। যে কোনও স্পেলে উইকেট নিতে পারে একমাত্র বুমরাহই। কিন্তু কত ওয়ার্কলোড নেবে ও। আশা করব বাকিরাও দ্রুত দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসবে। সাহায্য করবে বুমরাহকে।'

> বুমরাহই ভারতের সর্বকালের সেরা ফাস্টবোলার। এই নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই আমার। কপিল দেবের সঙ্গে খেলেছি, কিন্তু বুমরাহ একেবারে অন্যরকম। যে কোনও প্রতিপক্ষকে যে কোনও পিচে বেলাইন করতে পারে।
>
> **রবি শাস্ত্রী**

ওয়ার্কলোড নিয়ে চিন্তার পাশাপাশি বুমরাহকে ভারতের সর্বকালের সেরা পেসারের মুকুটও তুলে দিচ্ছেন শাস্ত্রী। বলেছেন, 'বুমরাহই ভারতের সর্বকালের সেরা ফাস্টবোলার। এই নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই আমার। কপিল দেবের সঙ্গে খেলেছি, কিন্তু বুমরাহ একেবারে অন্যরকম। যে কোনও প্রতিপক্ষকে যে কোনও পিচে বেলাইন করতে পারে।'

বুমরাহর প্রশংসা করতে গিয়ে কিংবদন্তি ক্যারিবিয়ান বোলার ম্যালকম মার্শালের কথাও টেনে আনেন প্রাক্তন হেডকোচ। শাস্ত্রীর কথায়, তাঁর দেখা সেরা পেসার মার্শাল। ফাঁদ পেতে ব্যাটারদের আউট করায় সিদ্ধহস্ত। বুমরাহ খুব পিছিয়ে থাকবে না। নতুন বলটাকে এমনভাবে মুভ করায়, যা সামলানো ব্যাটারদের জন্য রীতিমতো কঠিন।

সুনীল গাভাসকার আবার সিরাজদের জঘন্য বোলিংয়ের সঙ্গে একঝাঁক ক্যাচ মিসের দিকেও আঙুল তুলছেন। কিংবদন্তির মতে, যে কোনও সফরে প্রথম টেস্ট গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এত ক্যাচ হাতছাড়া মেনে নেওয়া যায় না। ক্ষোভের সুরেই সানি বলেছেন, 'ফিল্ডিং কোচ প্রতি ম্যাচের পর সেরা ফিল্ডারদের মেডেল দিয়ে থাকেন। আমার ধারণা, এরপর পদক কাউকে আর দেওয়া হবে না। এত ক্যাচ মিস সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। যশস্বী জয়সওয়াল ভালো ফিল্ডার। অথচ, গোটা দুয়েক ক্যাচ ফেলল ও।'

দ্বিতীয় দিনে ভারত গোটা তিনেক ক্যাচ ফেলে। মিস করে রানআউট চান্স। রয়েছে নো বলে আউট হয়ে হ্যারি ব্রুকের বেঁচে যাওয়া। তৃতীয় দিনেও ব্রুকের ক্যাচ পড়েছে দুইবার। যা নিয়ে প্রাক্তন পেসার বরুণ অ্যারনের আশঙ্কা, শুধু ক্যাচ নয়, হয়তো ম্যাচও হাতছাড়া করে ফেলেছে ভারত। বারবার জীবন পাওয়া ওলি পোপ, বেন ডাকেট, ব্রুকরা বড় স্কোর করে যে সম্ভাবনা উসকেও দিয়েছে।

এফএসডিএল-মহমেডান সম্পর্ক শেষ মে মাসেই

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ জুন : যে ফরম্যাটেই হোক, আগামী আইএসএল হচ্ছেই।

ভারতীয় ফুটবল সমর্থকদের জন্য এটুকুই সুখবর আপাতত। ফেডারেশনে নির্বাচন হয়ে ফের এফএসডিএলের সঙ্গে হয়ত হয়ে যাবে নয়া চুক্তিও। প্রশ্ন এরপরেও থেকে যায়। নতুন চুক্তিতে যে কঠোর মনোভাব দেখাতে চলেছে এফএসডিএল, তাতে সব ক্লাবের পক্ষে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে তো? সব ক্লাবকেই কি আদৌ দেখা যাবে আসন্ন ইন্ডিয়ান সুপার লিগে? এফএসডিএল-কে ধরে রাখতে গেলে অবনমন চালু করা যাচ্ছে না এটা পরিষ্কার। শুধু তাই নয়, আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হলেই হয়তো আর আইএসএল খেলা সম্ভব নাও হতে পারে। যদি না সেই ক্লাব পাঁচ বছরের জন্য নিজেদের আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে।

মূলত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অবস্থা দেখেই এই কঠোর মনোভাব নিচ্ছেন এফএসডিএল কর্তারা। এবং আসন্ন আইএসএলে সম্ভবত সবথেকে বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে কলকাতার এই শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবই। অনেকেরই অজানা শুধু আর্থিক সমস্যার জন্যই নয়, মহমেডানকে এফএসডিএল যে কোনও সময়েই টুর্নামেন্ট থেকে বাতিল করে দিতে পারে। কারণ আই লিগ থেকে মহমেডান উঠে আসার পর তাদের সঙ্গে মাত্র এক বছরের চুক্তি করা হয়। যেহেতু তাদেরই এআইএফএফের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে, সেই কারণ দেখিয়েই মাত্র এক মরশুমের চুক্তি করা হয় মহমেডানের সঙ্গে। তার আগের মরশুমে পাঞ্জাব

নতুন চুক্তি একমাত্র আর্থিক স্থিতিশীলতা এলেই

এফসি-র ক্ষেত্রে ওই সমস্যা হয়নি। কারণ তখনও এআইএফএফের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে এই দোলাচল ছিল না। তাছাড়া তারা নিজেদের আর্থিক স্থিতিশীলতা দেখাতে পারায় আরও সমস্যা হয়নি। বাকি ক্লাবগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বেশিরভাগের সঙ্গেও টুর্নামেন্টের শুরু থেকে সম্পর্ক। তাই তাদের ক্ষেত্রে থাকলেও মহমেডানের প্রতি কোনও আলাদা দায়বদ্ধতা নেই এফএসডিএলের। সেই কারণেই বাকি সব দলের সঙ্গে আলোচনায় বসলেও ডাকা হয়নি মহমেডানের কোনও প্রতিনিধিকে। আসলে তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টিই সম্পূর্ণ আলাদা। গত মে মাসেই তাদের সঙ্গে এফএসডিএলের চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন নিজেদের যাবতীয় আর্থিক ব্যয়ভার মেটানোর পাশাপাশি, আগামী মরশুমের জন্য আর্থিক স্থিতিশীলতা দেখাতে হবে মহমেডানকে। তা না হলে আইএসএলে যদি খেলতে না দিলেও তাদের বিশেষকিছু করার থাকবে না। যদিও ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, এই রাজ্যে আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে মহমেডানের মতো ক্লাবকে নিয়ে সমস্যা তৈরি হোক, এটা কোনও রাজনৈতিক দলই চাইবে না। ফলে এরকম কঠোর সিদ্ধান্ত এফএসডিএলের পক্ষেও নেওয়া সহজ হবে না। এমনকি মহমেডান কর্তাদেরও ধারণা, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে ইস্টবেঙ্গলকে বিনিয়োগকারী ঠিক করে দিয়েছেন, সেভাবেই হয়তো মহমেডানকেও সাহায্য করবেন।

তবু যা পরিস্থিতি তাতে এখন নিজেদের পুরোনো বকেয়া মিটিয়ে নতুন স্থিতিশীলতা এলেই ফের এফএসডিএলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব মহমেডানের।

গোলের পর দাদা জুড়ে বেলিংহামের স্টাইলে সেলিব্রেশন জোবের।

বেলিংহামের ভাই জোবের প্রথম গোল

৭ গোলের থ্রিলারে জয় ডর্টমুন্ডের

ওয়াশিংটন, ২২ জুন : প্রথম সুযোগেই যোগ্যতার প্রমাণ দিলেন।

জোবে বেলিংহাম। ঠিকই ধরেছেন, সম্পর্কে রিয়াল মাদ্রিদ তারকা জুড়ে বেলিংহামের ছোট ভাই। শনিবার ক্লাব বিশ্বকাপে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের হয়ে প্রথমবার শুরু থেকে খেললেন। আর মাঠে নেমে গোলও করলেন। বছর পাঁচেক আগে ডর্টমুন্ডের প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েই জাত চিনিয়েছিলেন জুডে। এদিন মামেলোদি সানডাউনসের বিরুদ্ধে গোল করে দাদাকেই যেন মনে করিয়ে দিলেন জোবে। যদিও সাত গোলের থ্রিলারে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্লাবটির বিরুদ্ধে জিততে যথেষ্ট ঘাম ঝরল ডর্টমুন্ডের।

১১ মিনিটে গোল হজম। মিনিট পাঁচেকের ব্যবধানে সমতা ফেরায় বরুসিয়া। ৩৪ মিনিটে আরও এক গোল। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে লক্ষ্যভেদ জোবের। প্রতিপক্ষের বক্সে বুক দিয়ে বল নামিয়ে তা নিখুঁত প্লেসিংয়ে জালে পাঠান। ৫৯ মিনিটে স্কোরলাইন দাঁড়ায় ৪-১। শেষদিকে দুটি গোল হজম করতে হয় ডর্টমুন্ডকে। শেষপর্যন্ত ৪-৩ গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা। এদিকে ম্যাচ শেষে জোবে বলেছেন, 'আমরা জিতেছি এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গোলটা বাড়তি পাওনা। তবে এরকম গোল এবং দলের জয়ে অবদান রাখতে পারা নিঃসন্দেহে আমার কাছে আনন্দের।'

ক্লাব বিশ্বকাপের অন্য ম্যাচে উরাওয়া রেডসকে ২-১ গোলে হারাল ইন্টার মিলান। পিছিয়ে পড়েও

ইন্টার মিলানকে সমতায় ফিরিয়ে উল্লাস লওটারো মার্টিনেজের।

শেষ মুহূর্তের গোলে জয় ছিনিয়ে নিল তারা। গ্রুপের প্রথম ম্যাচ ড্র করায় টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে এদিন জিততেই হত ইন্টারকে। তবে শুরুতে গোল হজম তাদের চাপে ফেলে দেয়। ৭৮ মিনিটে ম্যাচে সমতা ফেরান লওটারো মার্টিনেজ। সংযুক্তি সময়ে ভ্যালেন্টিন কারবোনির গোলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ইন্টার। অন্যদিকে ক্লাব বিশ্বকাপে ব্রাজিলিয়ান ক্লাবগুলির অপরাজিত দৌড় অব্যাহত। শনিবার রাতে উলসানকে ৪-২ গোলে হারিয়ে দিল ফ্লুমিনেস।

৭ ম্যাচ পর জয় হরমনপ্রীতদের

অ্যান্টেয়ার্প, ২২ জুন : টানা সাত ম্যাচে হার। ভারতীয় হকি দলের পারফরমেন্স নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন কোচ ক্রেগ ফুলটন। অবশেষে ফাঁড়া কাটল। রবিবার এফআইএইচ প্রো লিগের ম্যাচে ভারত ৪-৩ গোলে হারাল বেলজিয়ামকে।

এদিন ভারতের হয়ে জোড়া গোল করেছেন সুখজিৎ সিং। বাকি গোলগুলি করেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং ও অমিত রোহিদাস। আপাতত এই জয়ের সুবাদে ১৬ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় সপ্তম স্থানে রয়েছেন ফুলটনের ছেলেরা। এরআগে একটানা সাত ম্যাচ হেরে চাপে পড়ে গিয়েছিলেন হরমনপ্রীতরা। এটাই ভারতীয় হকির ইতিহাসে একটানা সবচেয়ে বেশি ম্যাচে পরাজয়।

চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ২২ জুন : রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত ৭৩তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে জুনিয়ার ও সিনিয়ার বিভাগ মিলিয়ে লাল-হলুদের প্রাপ্ত পয়েন্ট ৬৮৯। চ্যাম্পিয়নশিপে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব শেষ করেছে দুই নম্বরে। সবুজ-মেরুনের পয়েন্ট ৪১০।

মিরান্ডেসকে হারিয়ে ওভেইদোর সতীর্থদের সঙ্গে উচ্ছ্বাস স্যান্টি কাজোর্লার।

শৈশবের ক্লাবকে স্যান্টি ফেরালেন লা লিগায়

মাদ্রিদ, ২২ জুন : এ যেন রূপকথা।

একটা সময় দলটা নেমে গিয়েছিল স্পেনের চতুর্থ ডিভিশনে। অর্থনৈতিক অবস্থাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে গ্রিক পুরাণের ফিনিক্স পাখির মতো উত্থান স্পেনের ক্লাব রিয়াল ওভেইদোর। আসন্ন মরশুমে তারা লা লিগায় খেলবে। প্রায় ২৪ বছর পর স্প্যানিশ ফুটবলের মূলস্রোতে ফিরছে রিয়াল ওভেইদো।

রিয়াল ওভেইদোর লা লিগায় প্রত্যাবর্তনের পিছোনে রয়েছেন স্প্যানিশ তারকা স্যান্টি কাজোর্লা। ৪১ বছর বয়সেও তিনি ক্লাবের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছেন। স্প্যানিশ দ্বিতীয় ডিভিশনের প্লে-অফ ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে ৩-১ গোলে মিরান্ডেসকে হারিয়েছে ওভেইদো। ম্যাচের প্রথমে অবশ্য ১ গোলে পিছিয়ে ছিল স্পেনের আস্তুরিয়াস অঞ্চলের দলটি। তবে সেই গোলশোধ করেন বর্ষীয়ান স্প্যানিশ তারকা কাজোর্লা। পরে অবশ্য আরও দুটি গোল করে নিজেদের জয় নিশ্চিত করে ওভেইদো। দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ ব্যবধানে জিতেছে তারা। আলাদা করে স্প্যানিশ তারকা কাজোর্লার কথা বলতে হবে। তাঁর কেরিয়ার শুরু রিয়াল ওবেইদো থেকেই। ক্লাবের আর্থিক দুরবস্থার সময় ত্রাতা হয়ে উঠেছিলেন তিনি। আবার কেরিয়ারের শেষলগ্নে এসে ফিরে এসেছেন তাদের লা লিগায় ফেরাবেন বলে। এমনকি বিনা বেতনে খেলতে চেয়েছিলেন কাজোর্লা। এই পেশাদারিত্বের যুগে ক্লাবের প্রতি ভালোবাসার অপূর্ব নিদর্শন রেখেছেন তিনি।

কুড়ির বিশ্বকাপে কানাডা

ওটাওয়া, ২২ জুন : টি২০ বিশ্বকাপের মূল পর্বে যোগ্যতা অর্জন করল কানাডা। আগামী বছর ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে হতে চলেছে কুড়ির বিশ্বকাপের আসর। সেখানেই প্রতিযোগিতার ১৩ নম্বর দেশ হিসেবে যোগ্যতা পেল কানাডা। আমেরিকার কোয়ালিফায়ার পর্বে বাহামাসকে আজ সাত উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে কানাডা। কুড়ির বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে টানা পাঁচটি ম্যাচ জিতে প্রথমবার টি২০ বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা পেল তারা। টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিং করে বাহামাস মাত্র ৫৬ রানে অলআউট হয়ে যায়। জবাবে ৫.৩ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করল কানাডা।

অলিম্পিক ডে পালন

কলকাতা, ২২ জুন : রবিবার হকি বেঙ্গলের উদ্যোগে অলিম্পিক ডে পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হকি সংস্থার সভাপতি তথা দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু এবং মন্ত্রী অরূপ রায়। এদিন ৮ দলের একটি হকি প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে খালসা অ্যাকাডেমি এবং রানার্স হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ।

ডুরান্ড কাপে মালয়েশিয়ার দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জুন : ডুরান্ড কাপে গত কয়েক বছর ধরেই খেলছে নেপালের দল ত্রিভুবন আর্মি। এবার তাদের সঙ্গে আরও এক বিদেশি দল। মালয়েশিয়ার আর্মড ফোর্সকেও দেখা যাবে ডুরান্ড কাপে। খুব সম্ভবত এই দলটি গ্রুপ পর্বে ইম্ফলে খেলবে।

প্রয়াত ইংরেজ ক্রিকেটারকে শ্রদ্ধা

লন্ডন, ২২ জুন : রবিবার প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন ইংরেজ পেসার ডেভিড লরেন্স। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। বেশকিছুদিন ধরে স্নায়ুরোগে ভুগছিলেন তিনি। এদিন প্রয়াত ক্রিকেটারকে শ্রদ্ধা জানাতে লিডস টেস্টের তৃতীয় দিনে কালো আর্ম ব্যান্ড বেঁধে খেলতে নামেন ভারত ও ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা।

এখনও আগ্রহী টিম ইন্ডিয়ার কোচিংয়ে

রাজনীতিতে না সৌরভের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জুন : ইঙ্গিত তিনি আগেও দিয়েছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠমহলে সবারই জানা তাঁর আগামীর ইচ্ছা ও স্বপ্নের কথা।

প্রশ্ন একটাই, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ইচ্ছা কি আদৌ কখনও পূরণ হবে? জবাব দেবে সময়। রবিবার সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক একইসঙ্গে দুইটি বিষয় স্পষ্ট করেছেন। এক, তিনি রাজনীতিতে কখনও, কোনওভাবেই আসতে চান না। তাঁকে নিয়ে যতই জল্পনা চলুক না কেন, রাজনীতি নিয়ে তাঁর জবাব 'না'। দুই, ভবিষ্যতে কখনও প্রস্তাব এলে টিম ইন্ডিয়ার কোচিংয়ের দায়িত্ব নিতে তিনি আগ্রহী।

ভারতীয় ক্রিকেটে সবে শুরু হয়েছে শুভমান গিল পর্ব। কোচের ভূমিকায় রয়েছেন গৌতম গম্ভীর। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গে গম্ভীরের চুক্তি রয়েছে ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ পর্যন্ত। বড় অঘটন না হলে তার আগে ভারতীয় দলের কোচের পদে সৌরভকে দেখার সম্ভাবনা কার্যত শূন্য। মহারাজ নিজেও জানেন বাস্তব ছবিটা। তাই তিনি গম্ভীরের হয়ে সওয়াল করার পাশে আজ বলেছেন, 'ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর অনেক কিছু করেছি। সিএবি-র সভাপতি হয়েছি। বিসিসিআইয়ের সভাপতিও হয়েছি। তখন সময় হয়নি। আমার বয়স এখন ৫০ (আগামী ৮ জুলাই ৫৩ হবে)। আমি জাতীয় দলের কোচিংয়ের জন্য প্রস্তুত। দেখা যাক কী হয়।'

টিম ইন্ডিয়ার কোচিংয়ে তিনি আগ্রহী হলেও এখনই গম্ভীরকে সরিয়ে দেওয়ার পক্ষে নন তিনি। বরং ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে গম্ভীরকে আরও সময় দেওয়ার কথা আজ শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। সৌরভের কথায়, 'গম্ভীর কোচ হিসেবে ভালোই কাজ করছে। হয়তো শুরুটা ভালো হয়নি ওর। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে হারতে হয়েছে। পরে আবার চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফিও জিতেছে ও। এখন ইংল্যান্ড সিরিজ চলছে। এই সিরিজ কোচ গম্ভীরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।' বিলেতে ভারত সিরিজ হারলে কি কোচ বদল হতে পারে? প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেননি সৌরভ। বরং 'রহস্যজনকভাবে' কোচ গম্ভীরের প্রশংসা শোনা গিয়েছে মহারাজের মুখে। অতীত বলছে, গম্ভীর-সৌরভ সম্পর্ক কখনও ভালো ছিল না। আজও নয়। এহেন গম্ভীর প্রসঙ্গে সৌরভ আজ বলেছেন, 'কোচ হিসেবে গম্ভীরের কৌশল বলতে পারব না। কিন্তু ক্রিকেটার হিসেবে ওকে দেখেছি। গম্ভীর অসম্ভব আবেগপ্রবণ ক্রিকেট নিয়ে। মানুষ হিসেবেও দুর্দান্ত।'

ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের সমীকরণ বদলে আগামীদিনে সৌরভ জাতীয় দলের কোচ হবেন কিনা, কারোর জানা নেই। কিন্তু মনের অন্দরে সুপ্ত বাসনা আজও বয়ে চলেছেন

মহারাজ। টিম ইন্ডিয়ার কোচিং নিয়ে মুখ খোলার পাশে আজ রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি নিয়েও তাঁর ভাবনার কথা শুনিয়েছেন সৌরভ। টি২০ ও টেস্ট থেকে অবসর নিলেও 'রোকো' জুটি একদিনের ক্রিকেট ছাড়েননি। তাঁদের পরিকল্পনায় রয়েছে ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের সিরিজ। বিরাটদের পক্ষে কি সম্ভব এখনও দুই বছর দূরে থাকা একদিনের বিশ্বকাপ খেলা? জবাবে সৌরভ বলেছেন, 'কাজটা কঠিন নয়। রোহিত, বিরাটদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। ফলে ওরা ভালোই জানে ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলতে হলে কীভাবে ফিট থাকতে হবে। তবে আবারও বলছি, রোহিতদের কাজটা সহজ হবে না একেবারেই।'

পোপ-ব্রুকদের বাজবলে অশনিসংকেত

আগ্রাসী বোলিংয়ে ৫ উইকেট নিয়ে জসপ্রীত বুমরাহ। লিডসে।

ভারত-৪৭১ ও ৯০/২
ইংল্যান্ড-৪৬৫
(তৃতীয় দিনের শেষে)

লিডস, ২২ জুন : ঘরের মাঠে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট।

বাড়িতে বসে থাকেন কী করে? প্রথম দিনেও ছিলেন। আজও নিজের ক্রিকেটীয় আঁতুড় হেডিংলে স্টেডিয়ামের ভিভিআইপি গ্যালারিতে মধ্যমণি ইয়র্কশায়ার ক্রিকেটের অন্যতম প্রধান মুখ জিওফ্রে বয়কট।

শৃঙ্খলা, নিয়ন্ত্রণ, ক্রিকেটীয় টেকনিকের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। 'ওল্ড স্কুল ক্রিকেটের' অন্যতম পতাকাবাহকও। বয়কট-উত্তর পর্বে ক্রিকেট আঙ্গিক বদলেছে। বিপ্লব ঘটিয়েছে টি২০-র আগমন। টেস্টেও যার ছোঁয়া। হ্যারি ব্রুকদের 'বাজবলে' তারই টাটকা অভিজ্ঞতা বয়কট কতটা উপভোগ করলেন?

বিশুদ্ধ ক্রিকেটে বিশ্বাসী বয়কট কী চোখে দেখছেন টেস্ট ক্রিকেটেও আড়া ব্যাটের দাপটকে? তবে চলতি হেডিংলে টেস্টের তৃতীয় দিনের প্রথম দুই সেশনের নির্যাস নিয়ে আলোচনা করতে বসলে বাজবলের হুংকার নিশ্চিতভাবে 'ফ্যাক্টর'।

একঝাঁক ক্যাচ পড়ল, বল ব্যাটের কানায় লাগল। যদি কোনও কিছুই ব্রেক লাগাতে পারেনি ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম ব্রিগেডের ব্যাটিং-দর্শনে। দ্বিতীয় দিনে শেষ দুই সেশনে বেন ডাকেট, ওলি পোপরা জীবন পাওয়ার সদ্ব্যবহার করেছিলেন। আজ তারই পুনরাবৃত্তি ব্রুকের ব্যাটে।

নিটফল, ৪৭১ রানের স্বস্তির ঢেকুর উধাও গৌতম গম্ভীরদের। বদলে বাজবল, জঘন্য বোলিং, ক্যাচ মিসের ফাঁসে অশনি সংকেত। অন্তিম স্পেলে ক্রিস ওকস ও জোশ টাঙ্গের উইকেট ছিটকে দিয়ে জসপ্রীত বুমরাহ যখন ইনিংসে ব্রেক লাগান, ততক্ষণে ইংল্যান্ড ৪৬৫-তে পৌঁছে গিয়েছে। লিড মাত্র ৬। ম্যাচ ৫০-৫০।

ম্যাচের রাশ হাতে নিতে ফের নতুন করে শুরুর চ্যালেঞ্জ শুভমানের তরুণ ভারতের। আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ৬৬ রান যোগ করেন দুজনে। মনে হচ্ছিল প্রথম ইনিংসে খাতা খুলতে না পারার আক্ষেপ মেটাবেন সুদর্শন। কিন্তু একবার জীবন পেয়েও ৩০-এ আটকে যান।

বৃষ্টিতে যখন তৃতীয় দিনের খেলায় ইতি পড়ে, ভারত ৯০/২। লিড ৯৬। অপরাজিত ৪৭-এ ভরসা জোগাচ্ছেন বিদেশের মাটিতে বরাবরের বিশ্বস্ত সৈনিক লোকেশ রাহুল। সঙ্গী শুভমান গিল (৬)। বাকি দুইদিনে ভারতের ভাগ্য অনেকাংশে যে জুটির ওপর নির্ভর করবে।

৫ উইকেট নিয়ে ত্রাতা জসপ্রীত

টেস্ট ওপেনার সুলভ ব্যাটিংয়ে ভরসা দিলেন লোকেশ রাহুল। রবিবার।

দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই যশস্বী জয়সওয়ালের (৪) আউট। গোটা তিনেক ক্যাচ ফেলার মনস্তাত্ত্বিক চাপ সামলাতে ব্যর্থ। ব্রাইডন কার্সের বল ব্যাটের কানে ছুঁয়ে সোজা উইকেটকিপার জেমি স্মিথের হাতে।

বি সাই সুদর্শনকে নিয়ে লোকেশ রাহুল অবশ্য পার্টনারশিপ গড়ায় মন

এর আগে ২০৯/৩ স্কোরে শুরু করে ইংল্যান্ড। তৃতীয় ওভারেই পোপের উইকেট। কিন্তু তারপরও ভবি বদলায়নি। বুমরাহর একক প্রদর্শনীর পাশে মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণাদের জঘন্য বোলিং। সঙ্গে ক্যাচ মিস। যোগফল, লাঞ্চের পর মেঘলা আকাশ ও জোড়ে বইতে থাকা হাওয়ার সুবিধা হাতছাড়া।

গতকালের সঙ্গে মাত্র ৬ রান যোগ করে আউট হন পোপ (১০৬)। প্রসিধের অফস্টাম্পের বল ব্যাটের কানা ছুঁয়ে চলে যায় ঋষভ পন্থের হাতে। ২২৫/৪। তখনও ভারতের লিড ২৪৬। বড় লিডের ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে।

যদিও গম্ভীরদের ভাবনা গুলিয়ে দেন ব্রুক। বেন স্টোকস (২০), স্মিথ (৪০), ওকসদের (৩৮) সঙ্গে নিয়ে ছোট ছোট জুটিতে দ্রুত ব্যবধান কমিয়ে ফেলেন। স্টোকসের উইকেট নিয়ে সিরাজ (১২৩/২) যতই লম্ফঝম্প করুন কিংবা প্রসিধ (৩/১২৮) তিন উইকেট নিন, দুজনের ব্যর্থতা ঢাকা যাচ্ছে না।

পাল্লা দিয়ে ক্যাচ মিসের বহর। শনিবার শেষবেলায় আউট হয়েও বেঁচে (নো বলে) গিয়েছিলেন ব্রুক। আজ দুইবার ক্যাচ (৪৬ ও ৮৩ রানে) পড়ল। একবার রবীন্দ্র জাদেজার বলে ঋষভ ফেলেন। পরে বুমরাহর বলে ফের যশস্বী (ইনিংসে তৃতীয় ক্যাচ ফসকান)।

শেষপর্যন্ত ছক্কা মেরে সেঞ্চুরি হাঁকাতে গিয়ে বাউন্ডারি লাইনে আউট 'লোকাল বয়' ব্রুক (৯৯)। জাদেজা-সুদর্শনের যৌথ উদ্যোগ। ক্যাচ ধরে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বল মাঠের ভিতরে ছুড়ে দেন জাদেজা। যা তালুবন্দি সুদর্শনের। আট নম্বরে নেমে ওকসও চাপ বাড়াচ্ছিলেন।

উদ্ধারকর্তা সেই বুমরাহ। অন্তিম স্পেলে জোড়া শিকারে ইংল্যান্ডকে লিড নিতে দেননি। পুরস্কারস্বরূপ, ৫ উইকেট এবং স্মারক বল নিয়ে ফেরা। বাজবলের দাপটের মাঝে ভারতের জন্য যা স্বস্তির দৃশ্য।

সুনীল গাভাসকারের কথায়, গোটা তিনেক ক্যাচ না পড়লে বুমরাহর উইকেট সংখ্যা ৭-৮টা হত। ভারতের সৌভাগ্য, বুমরাহর মতো একজন বোলার দলে রয়েছে। দুই দলের মধ্যে মূল পার্থক্য 'জসসি'-ই।

শ্রোতা বুমরাহর ঘরণী চলতি সিরিজে কমেন্ট্রি টিমের অন্যতম সদস্য সঞ্জনা গণেশন। মাইকেল ভন বলেন, প্রসিধ-সিরাজরা যেভাবে রান বিলিয়েছেন তা দৃষ্টিকটু। যেটা বলেননি, তাহল চতুর্থ ইনিংসে ভুল শুধরোতে না পারলে হাত কামড়াতে হবে ভারতকে।

দুই দলে পার্থক্য বুমরাহই : ডাকেট

ম্যাচে আছি আমরাও, হুংকার টাঙ্গের

লিডস, ২২ জুন : ভারতের ৪৭১ রানের পালটা জবাব দিচ্ছে ইংল্যান্ড।

একঝাঁক ক্যাচ মিস, জীবন পাওয়ার সুযোগ দুই হাত ভরে তুলছেন ইংরেজ ব্যাটাররা। তালিকায় রয়েছেন ওপেনার বেন ডাকেট। নতুন বলে জসপ্রীত বুমরাহকে সামলাতে রীতিমতো হিমসিম খেয়েছেন। দুই-দুইবার বুমরাহর বলে ক্যাচ দিয়েও রেহাই পান।

দিনের শেষে ভারতীয় স্পিডস্টারের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারও করে নিলেন। ইংল্যান্ড ওপেনার ডাকেট রাখঢাক না করে বলেছেন, 'এই মুহূর্তে সেরা বোলার বুমরাহ।

৯৯ রানে আউট হয়ে হতাশা চেপে রাখতে পারলেন না হ্যারি ব্রুক।

> প্রথম স্পেল সবসময় চাপের হয়। পরে অবশ্য ছন্দ খুঁজে পেয়েছিলাম। সুযোগও তৈরি করেছি। যার নেপথ্যে স্টোকসি। ওর 'হিট দ্য ডেক' বোলিংয়ের পরামর্শ আমাকে সাহায্য করে। তারপর বাড়তি সুইং মিলতে শুরু করে। ঋষভ পন্থের উইকেটের ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে।
>
> **জোশ টাঙ্গ**

পরিস্থিতি যেরকমই থাকুক না কেন, ওকে খেলা কঠিন। বিশেষত, যখন দুইদিক থেকে সুইং করায়, তখন ওর বল সামলানো ব্যাটারদের জন্য চ্যালেঞ্জ।'

ডাকেটের মতে, বুমরাহর হাতে তিন-চার রকম মারাত্মক অস্ত্র রয়েছে। কিন্তু গ্রিপ দেখে আগেভাগে যার আন্দাজ পাওয়া যায় না। যতক্ষণ না বল বুমরাহর হাত থেকে বেরোয়, তার আগে বোঝা মুশকিল, কী বল ধেয়ে আসছে। একই অ্যাকশনে বাউন্সার, স্লোয়ার, ইয়র্কার, আউটসুইং! এমন একজন বোলারকে সামলানো সত্যিই কঠিন।

শতরানকারী ওলি পোপকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দেন ডাকেট। বলেছেন, 'অত্যন্ত ধৈর্য ধরে খেলেছে। একটা সময় বুমরাহর বিরুদ্ধে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তবে সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে দ্রুত নিজের সহজাত ক্রিকেট মেলে ধরে। এরকম বোলিংয়ের চ্যালেঞ্জ সামলে সেঞ্চুরি কৃতিত্বের। তাই পোপের সেলিব্রেশনও ছিল কিছুটা বেশি। তিন নম্বরে নেমে যেভাবে ব্যাটিং করেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। মনে রাখতে হবে ম্যাচের দ্বিতীয় ওভারেই ওকে ব্যাট হাতে নামতে হয়েছিল।'

এদিকে, প্রথম ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটারদের দাপটে ভাগ্যকেও দুষছেন জোশ টাঙ্গ। চার উইকেট নেওয়া ইংল্যান্ড পেসারের দাবি, প্রথম দিন মাত্র তিন উইকেট এলেও বোলিং মোটেই খারাপ হয়নি। প্রত্যেকে সর্বোতভাবে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ভাগ্যের সাহায্য না পাওয়া তাঁদের বিপক্ষে গিয়েছে। দ্বিতীয় দিনে অবশ্য ভুলচুক হয়নি। প্রত্যাঘাতে ম্যাচে ফেরা। ম্যাচ যেখানে দাঁড়িয়ে, তাতে তাঁরা খুশি।

প্রথম দিনে প্রভাব ফেলতে না পারলেও দ্বিতীয় দিনে একেবারে অন্য বোলার টাঙ্গ। যার জন্য অধিনায়ক বেন স্টোকসকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন। ডানহাতি পেসার বলেছেন, 'প্রথম স্পেল সবসময় চাপের হয়। পরে অবশ্য ছন্দ খুঁজে পেয়েছিলাম। সুযোগও তৈরি করেছি। যার নেপথ্যে স্টোকসি। ওর 'হিট দ্য ডেক' বোলিংয়ের পরামর্শ আমাকে সাহায্য করে। তারপর বাড়তি সুইং মিলতে শুরু করে। ঋষভ পন্থের উইকেটের ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে।'

ক্লাব বিশ্বকাপ জিতলেও হতাশা ঢাকবে না : পেপ

আটলান্টা, ২২ জুন : কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসেনি।

এখনও পর্যন্ত ম্যাঞ্চেস্টার সিটির এই মরশুমের মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে প্রাপ্তির ঝুলি শূন্য। তবে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জিতে মরশুমটা ভালোভাবে শেষ করার সুযোগ রয়েছে নীল ম্যাঞ্চেস্টারের সামনে। তা যদি হয় তবুও হতাশা ঢাকবে না। সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার মত এমনটাই।

৩২ দলের ক্লাব বিশ্বকাপে বেশ ভালো শুরু করেছে ম্যান সিটি। তবুও 'খারাপ মরশুম' যেন গুয়ার্দিওলার গলায় কাঁটার মতো বিঁধে রয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আগেও অনেকবার বলেছি, মরশুমটা আমাদের ভালো কাটেনি। ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা জিতলেও পরিস্থিতি খুব একটা পালটাবে না।' আসলে মরশুমের শেষবেলায় দাঁড়িয়ে কোনওভাবেই হতাশা ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না তিনি। একই সঙ্গে ক্লাব বিশ্বকাপ জেতা নিয়ে যে এখন থেকেই তিনি কিছু ভাবছেন না তা স্পষ্ট করে দেন। বলেছেন, 'এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে খেতাব জয় নিয়ে ভাবছিই না আমরা। বরং এই সময়টা উপভোগ করতে চাইছি। কারণ চার বছরে একবারই ক্লাব বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ আসবে। তাই প্রতিযোগিতায় যতটা বেশি সময় সম্ভব টিকে থাকাই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য।'

কুইন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

কুইন্স ক্লাবেও আলকা'রাজ'

লন্ডন, ২২ জুন : কুইন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে উইম্বলডনের প্রস্তুতি সারলেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। ফাইনালে হারালেন চেক প্রজাতন্ত্রের জিরি লেহচকাকে।

রবিবার লন্ডনের অ্যান্ডি মারে এরিনায় পুরুষ সিঙ্গলসের ফাইনালে প্রথম দুই সেট টানটান লড়াই হয়। তবে তৃতীয় সেটে চেক প্রতিপক্ষকে দাঁড়াতেই দেননি আলকারাজ। স্প্যানিশ তারকা ম্যাচ জেতেন ৭-৫, ৬-৭ (৫/৭) ও ৬-২ গেমে। কেরিয়ারে দ্বিতীয়বার কুইন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পর তিনি বলেছেন, 'জিরি দারুণ সময় কাটাচ্ছে। ওর বিরুদ্ধে খেলা একরকম দুঃস্বপ্ন। সত্যিই ও অনেক উচু মানের খেলোয়াড়।'

এদিকে সম্প্রতি ইউএস ওপেনের নতুন জুটির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। আলকারাজ ইংল্যান্ডের এমা রাডুকানুর সঙ্গে খেলার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। ব্রিটিশ টেনিস তারকার কাছে সেই অনুরোধও করেছেন আলকারাজ। এব্যাপারে স্প্যানিশ তরুণ বলেছেন, 'আমি খুবই উত্তেজিত। দারুণ কিছু হতে চলেছে। রাডুকানুর কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম ও আমার সঙ্গে খেলতে আগ্রহী কি না। বিশেষ অনুরোধও করেছিলাম। ও উত্তর দিতে কিছুটা সময় নেয়। বোধহয় ওকেও কিছুটা ভাবতে হয়েছে।' কোর্টে নামার আগেই টেনিসপ্রেমীরা জুটির নাম দিয়েছেন 'আলকারানু'।

খেতাব শিলিগুড়ি কোচিং সেন্টারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ জুন : সবুজের অভিযানের অনূর্ধ্ব-১৮ সামার ভ্যাকেশন চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার। রবিবার ফাইনালে তারা ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে ৩৩ রানে আয়োজকদের হারিয়েছে বলে সংগঠকদের তরফে কিশোর ভগৎ জানিয়েছেন। টসে হেরে শিলিগুড়ি সেন্টার ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ২০৯ রান করে। ফাইনালের সেরা আমনকুমার রাউতের অবদান ৮২ রান। রোহিত দাস ২৯ রানে অপরাজিত থাকে। রণবীর ২২ রানে ২ উইকেট নেয়। জবাবে সবুজের অভিযান ১১.২ ওভারে ৪ উইকেটে ৮২ রান তোলার পর বৃষ্টি নামে। কিশোর জানিয়েছেন, সেই সময় তাদের জয়ের জন্য ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে প্রয়োজন ছিল ১১৬ রান। সাগর বর্মন ৩৬ রান করে।

প্রতিযোগিতার সেরা নির্বাচিত হয়েছে অভিজিৎ মজুমদার। সেরা ব্যাটার আমন। সেরা বোলার শুভম দাস। সেরা উইকেটরক্ষক পতিত সরকার। সেরা প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড় এমন শনি। ফেয়ার প্লে ট্রফি জাগরণী ক্রিকেট অ্যাকাডেমি পেয়েছে।

ট্রফি জয়ের পর শিলিগুড়ি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার।

অভিজিৎ, ধীরাজের দাপট

জামালদহ, ২২ জুন : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের ফুটবলে রবিবার জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ৪-১ গোলে অশোকবাড়ি সংগ্রাম সংঘকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন অভিজিৎ দাস ও ম্যাচের সেরা ধীরাজ অধিকারী। অন্যদিকে অশোকবাড়ির গোলটি বাপন অধিকারীর। সোমবার খেলবে ইয়ং স্টার এফসি ও সাপ্টিবাড়ি প্লেয়ার্স ইউনিট।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন নবীন সংঘের খোকন রায়। রবিবার।

তৃতীয় হ্যাটট্রিক খোকনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার গ্রুপ 'বি'-তে নবীন সংঘ ৪-০ গোলে ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ২২ মিনিটে খোকন রায় নবীনকে এগিয়ে দেন। ৬৩ মিনিটে তিনি লিড ডাবল করেন। ৬৯ মিনিটে হ্যাটট্রিক করেন খোকন। প্রতিযোগিতায় এটি তাঁর তৃতীয় হ্যাটট্রিক। ম্যাচের সেরা হয়ে তিনি পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। ৭৮ মিনিটে আনোস রাইয়ের গোল নবীনের জয় নিশ্চিত হয়। সোমবার গ্রুপ 'এ'-তে নামবে রবীন্দ্র সংঘ ও নরেন্দ্রনাথ ক্লাব।

কাউন্টি অভিষেকে উজ্জ্বল ঈশান

ট্রেন্ট ব্রিজ, ২২ জুন : নটিংহ্যামশায়ারের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেটে অভিষেক হল ঈশান কিষানের। ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে চারদিনের ম্যাচে শুরুতেই উজ্জ্বল ঈশান। প্রথম ইনিংসে ছয় নম্বরে নেমে তিনি ৫৩ বল খেলে দিনের শেষে ৪৪ রানে অপরাজিত রয়েছেন। মেরেছেন হাফ ডজন বাউন্ডারি। প্রথম দিনের শেষে ৬ উইকেটে নটিংহ্যামশায়ারের সংগ্রহ ২৯৮ রান।

ব্রোঞ্জ মানসীর

রায়গঞ্জ, ২২ জুন : কলকাতায় রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিটে জোড়া ব্রোঞ্জ পেয়েছেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার মানসী সিং। শনিবার অনূর্ধ্ব-২০ মেয়েদের শট পাট ও ডিসকাস থ্রোয়ে ব্রোঞ্জ পেয়েছে সে।

সেমিতে পুরনিগমের অ্যাকাডেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ জুন : উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারের আন্তঃ কোচিং সেন্টার ফুটবলে সন্তোষকুমার সরকার, অনুজ ভৌমিক ও অরুণবরণ চট্টোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের বিভাগে সেমিফাইনালে উঠল পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমি। রবিবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। এনআরআই ইনস্টিটিউট মাঠে গোল করে সৃজন ওরাওঁ। ম্যাচের সেরা সমীর ছেত্রী। সোমবার খেলবে দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্প ও রায় ফুটবল কোচিং সেন্টার।

ম্যাচের সেরা হয়ে সমীর ছেত্রী।

অন্যদিকে বিনয়ভূষণ দাস, রেবতীরমন মিত্র, পদ্মরানি বসু ট্রফি অনূর্ধ্ব-১০ ছেলে ও মেয়েদের যৌথ ফুটবলে আয়োজকরা ৮-০ গোলে জমিদারপাড়ার বিরুদ্ধে জয় পায়। আশিস বাড়ুই হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করে। জোড়া গোল বিহান দাস ও ম্যাচের সেরা আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর।

কালীকৃষ্ণ রায়, শ্যামল ঘোষ ও শান্তি গুহ ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের বিভাগে সোমবার প্রথম সেমিফাইনালে উইনার্সের বিরুদ্ধে নামবে দেওয়ানগঞ্জ।

শিলিগুড়ি ক্যারম দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ জুন : আদ্রায় অনুষ্ঠেয় পুরুলিয়া জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার স্টেজ টু র‍্যাংকিং ক্যারমের জন্য শিলিগুড়ি দল গঠিত হয়েছে। শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার সচিব সঞ্জীব ঘোষ ঘোষিত দল- দুর্জয় ঘোষ, সৌম্যজিৎ চক্রবর্তী, অনিরুদ্ধ লাহিড়ি, পৃথ্বী সাহা (পুরুষ), অনিরুদ্ধ (জুনিয়ার), পৃথ্বী (সাব-জুনিয়ার), কোয়েল সাহা, পাপিয়া বিশ্বাস, মাম্পি কোদালিয়া (মহিলা), সুপ্রিয়া সেন মজুমদার (ভেটেরান) ও কোয়েল (জুনিয়ার)। প্রতিযোগিতাটি বৃহস্পতি থেকে আগামী রবিবার পর্যন্ত হবে। দল রওনা হবে মঙ্গলবার।

এফএসডিএল-মহমেডান সম্পর্ক শেষ মে মাসেই

- খবর এগারোর পাতায়

চার ফাইনালিস্টের সঙ্গে বিধায়ক শংকর ঘোষ, বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার যুগ্ম সচিব রজত দাস।

সেরা অনিকেত, ঐশিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ জুন : বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার জিতেন্দ্রমোহন দে সরকার ট্রফি রাজ্য র‍্যাংকিং স্টেজ থ্রি টেবিল টেনিসে পুরুষদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন উত্তর ২৪ পরগনার অনিকেত সেন। রবিবার ইনডোর স্টেডিয়ামে ফাইনালে তিনি ৪-০ গেমে উত্তর ২৪ পরগনার বোধিসত্ত্ব চৌধুরীকে হারিয়েছেন। অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঐশিক ঘোষ। ঐশিক ফাইনালে ৪-০ গেমে হুগলির রূপন সরদারের বিরুদ্ধে জয় পায়।

গণেশ-নিতাই ট্রফি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ জুন : ডিএসইউ তরাই মর্নিং এফসি-র গণেশচন্দ্র সেন, নিতাই পোদ্দার ও মাঠের সাথি গ্রুপ ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল রবিবার তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টার ৫-১ গোলে জিতেছে জেপিসি বাগডোগরার বিরুদ্ধে। শুভ রায় জোড়া গোল করে। তাদের অন্য তিন গোলস্কোরার আসরাফুল মিয়াঁ, আমন গোয়ালা ও সগেন হাঁসদা। ম্যাচের সেরা আসরাফুল। পরে আয়োজকরা ৩-১ গোলে হারিয়েছে সরোজিনী সংঘ ফুটবল কোচিং সেন্টারকে। ম্যাচের সেরা সূর্য বর্মন ছাড়াও ডিএসইউয়ের শুভজিৎ বর্মন ও সুপেন বর্মন গোল পেয়েছে। সরোজিনীর গোলটি দেব বর্মনের।

ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে উইনার্সের আসরাফুল মিয়াঁ।

শেষদিনে ৭ পদক শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ জুন : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিটে রবিবার শেষদিনে ৭ পদক এল শিলিগুড়ির ঘরে। দিবাকর রায় অনূর্ধ্ব-২০ ছেলেদের ১০ হাজার মিটার রেস ওয়াকিংয়ে মিট রেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছেন। তিনি দৌড় শেষ করেন ৫০ মিনিট ৫.৮ সেকেন্ডে। অনূর্ধ্ব-২০ মেয়েদের ১০ হাজার মিটার রেস ওয়াকিংয়ে রুপো পেয়েছেন নির্জলা সিং। রমজান আলি পুরুষদের ১০ হাজার মিটার দৌড়ে রুপো জিতেছেন। অনূর্ধ্ব-২০ ছেলেদের ১০ হাজার মিটার দৌড়ে রুপো রাজ কুণ্ডুর। মহিলাদের ১০ হাজার মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন সঞ্জিতা ওরাওঁ। অনূর্ধ্ব-২৩ ছেলেদের ১০০ মিটারে সুনিত রায় ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। অনূর্ধ্ব-২৩ মেয়েদের ১০০ মিটারে ব্রোঞ্জ এতিমা রায়ের। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের অ্যাথলেটিক্স সচিব বিবেকানন্দ ঘোষ বলেছেন, 'শিলিগুড়ির মহম্মদ আশরাফ আলি মিটে সেরা পুরুষ অ্যাথলিটের পুরস্কার পেয়েছেন। প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ি চারটি সোনা সহ ২১ পদক পেয়েছে। আশরাফ সহ সকল পদকজয়ীদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। পরিষদের তরফে ঐতিহ্য অনুসারে বিশেষ একটি দিনে সংবর্ধিত করা হবে।'

রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে পুরুষদের সেরা অ্যাথলিটের ট্রফি নিয়ে মহম্মদ আশরাফ আলি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা নিবেদিতা মুখার্জী - কে 05.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 67D 76891 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি থেকে প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করেছি। আমার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হল আমার পরিবারের দায়িত্ব নেওয়া। আমরা আমাদের জীবনে সংগ্রামের অংশ দেখেছি এবং এটি আমাদের জীবনকে নতুন করে শুরু করার একটি সুযোগ দিয়েছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার সমস্ত আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।